সামাজিক নাটক

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ., পি-এইচ্. ডি.

সম্পাদিত

চতুরঙ্গ প্রকাশন

৬০, সত্যেন রায় রোড্

কলিকাতা-৩৪

"প্রফুল্ল" ১২৯৬ সাল ; ১৬ই বৈশাখ, এপ্রিল-১৮৮৯
"ষ্টার থিয়েটারে" প্রথম অভিনীত হয়।

অধ্যক্ষ ও শিক্ষক ... গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

যোগেশ	.	স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র
রমেশ	.	" অমৃতলাল বসু
সুরেশ	.	" কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
যাদব	.	পরলোকগতা তারাসুন্দরী
পীতাম্বর	.	স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী
কাঙ্গালীচরণ	.	" শ্যামাচরণ কুণ্ডু
শিবনাথ	.	" শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়(রাণুবাবু)
মদন ঘোষ ও ১ম ব্যাপারী	.	" নীলমাধব চক্রবর্ত্তী
ভজহরি	.	" অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়(বেলবাবু)
অনাঃ ম্যাজিষ্ট্রেট	.	" রামতারণ সান্ন্যাল
ব্যাঙ্কের দেওয়ান ও জমাদার	.	" উপেন্দ্রনাথ মিত্র
ইনস্পেক্টার		" প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
ইন্টারপ্রেটার ও জেল ডাক্তার		" বিনোদবিহারী সোম (পদনবাবু)
২য় ব্যাপারী ও টারণ্কি		" অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী
শুঁড়ি		" শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
জনৈক লোক		" অঘোরনাথ পাঠক
উমাসুন্দরী		পরলোকগতা গঙ্গামণি
জ্ঞানদা		" কিরণবালা
প্রফুল্ল		" ভূষণকুমারী
জগমণি		" টুন্নামণি
বাড়ীওয়ালী		" এলোকেশী
ইতর-স্ত্রীলোক (মাতাঙ্গিনী)		" বনবিহারিণী (ভুনি)
ঘোমটাওয়ালীদ্বয়		পরলোকগতা প্রমদাসুন্দরী ও কুসুমকুমারী (খোঁড়া)

ভূমিকা-লিপি

পুরুষ

যোগেশচন্দ্র ঘোষ	...	ধনাঢ্য ব্যক্তি
রমেশচন্দ্র	...	ঐ মধ্যম ভ্রাতা, এটর্ণি
সুরেশচন্দ্র	...	ঐ কনিষ্ঠ
যাদব	...	ঐ পুত্র
পীতাম্বর	...	ঐ কর্ম্মচারী
কাঙ্গালীচরণ	...	রমেশের অনুচর
শিবনাথ	...	সুরেশের বন্ধু
মদন ঘোষ	...	বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো
ভজহরি	...	কাঙ্গালীর ভাগিনেয়

অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যাঙ্কের দেওয়ান, ইনেস্‌পেক্টার, জমাদার, পাহারা-ওয়ালাগণ, ইণ্টারপ্রেটার, অন্নদা পোদ্দার, উকিলগণ, মেট, কয়েদিগণ, জেল-ডাক্তার, ব্যাপারিদ্বয়, শুঁড়ী, মাতালগণ, মুটে, ডাক্তার, সহিস, ভৃত্য, দারোয়ান, সার্জন, জনৈক লোক, টারণ-কি (জেলদ্বার-রক্ষক) প্রভৃতি

উমাসুন্দরী	...	যোগেশের মাতা
জ্ঞানদা	...	ঐ স্ত্রী
প্রফুল্ল	...	রমেশের স্ত্রী
জগমণি	...	কাঙ্গালীর স্ত্রী

খেম্‌টাওয়ালীগণ, বাড়ীওয়ালী, পরিচারিকা, একজন ইতর স্ত্রীলোক প্রভৃতি

সংযোগস্থল—কলিকাতা

প্রফুল্ল

[প্রথম প্রকাশ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

জন্ম—১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ।

মৃত্যু— { ২৫শে মাঘ, ১৩১৮ / ফেব্রুয়ারী, ১৯১২ } বৃহস্পতিবার, রাত্রি ১টা ২০ মি.।

নিবেদন

জাতীয় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক 'প্রফুল্ল'। এই নাটকখানি যথাযথভাবে সম্পাদিত করিয়া প্রকাশিত করিবার অনেকদিন ধরিয়াই ইচ্ছা ছিল; কারণ, ইহার মধ্য দিয়া উনবিংশ শতাব্দার শেষার্ধের কলিকাতার নাগরিক জীবনের একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং ইহা কেবলমাত্র নাটক নহে, ইহা সমসাময়িক সমাজ-দর্পণ। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে যে কথা লিখিত নাই, কিংবা ভবিষ্যতেও আর লিখিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহারই কথা ইহার পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত নাটকখানি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাই নাই। আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান্ সনৎকুমার মিত্র এম. এ. এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া উৎসাহ প্রকাশ করিবার ফলেই ইহা আজ প্রকাশ করিবার সুযোগ হইল। তথাপি প্রথম সংস্করণে ইহা মনোমত করিয়া প্রকাশ করা সম্ভব হইল না, অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি সম্ভবতঃ রহিয়া গেল। ভবিষ্যৎ সংস্করণে ইহার এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতি এবং অসম্পূর্ণতা যথাশক্তি দূর করিয়া ইহার মধ্য দিয়া বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অধিকতর বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইব। গিরিশচন্দ্রের সমাজ আজ আমাদের নিকট হইতে অনেকখানি দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য তাঁহার উল্লেখিত অনেক বিষয়ই আমাদের নিকট অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং ইহাতে একটি টীকা সংযোগ করা হইল, ভবিষ্যতে টীকাটিও বিস্তৃততর করিবার বাসনা রহিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
মহালয়া, ১৩৬৯ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ভূমিকা

পটভূমিকা

গিরিশচন্দ্র যখন বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন বাংলার জাতীয় জীবন আমুল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছিল। কি ধর্মে, কি রাষ্ট্রক্ষেত্রে, কি সামাজিক ব্যাপারে, কি সাহিত্যে, সকল দিকে পুরাতনের জীর্ণায়তনগুলি ভাঙ্গিয়া নবনব হর্ম্যরাজির ভিত্তি স্থাপনা হইতেছিল, সর্বপ্রকারে প্রাচীনতার জীর্ণ-কঙ্কাল ফেলিয়া দিয়া নূতন মানুষ গড়িবার চেষ্টা চলিতেছিল। এই যুগ, রূপান্তরের যুগ, বিদ্রোহের যুগ, নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব কলহের যুগ। গিরিশচন্দ্রের বাল্যকালে বাংলার আকাশ-বাতাস যাত্রা, পাঁচালী, কবি ও হাফ আখড়াইয়ের গানে-সুরে পরিপূর্ণ ছিল ; উপরন্তু দাশরথি রায় তখন বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রিয়তম কবি। গিরিশচন্দ্র এই সকল গানের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মুখে অনেক কবিদের গীত-আবৃত্তি শুনা যাইত। তাই উত্তর জীবনে তিনি তাঁহার নাটকের সঙ্গীত রচনা করিবার সময় কবিওয়ালাদের উৎকৃষ্ট গীতগুলিকে তাঁহার মনের মধ্যে রাখিতেন ; সেইজন্যই তাঁহার সঙ্গীতে তাহাদের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়া যাত্রার রসসঙ্গীত ও রসাভিনয় তাঁহার বাল্য-কৈশোরের কোমল চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। কথকতাও তাঁহার বাল্যজীবনে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই।

এতদ্‌ভিন্ন ধর্মপ্রবণতা ও ভক্তিরসের যে নির্ঝর উত্তর জীবনে তাঁহার নাটকে দেখা যায়, গৃহে বাল্যকালেই তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। খুল্ল-পিতামহী সন্ধ্যাকালে বালক গিরিশচন্দ্রকে রামায়ণ, মহাভারত ও

ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ হইতে কত গল্প শুনাইতেন—গিরিশচন্দ্র একাগ্র মনে উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতেন; সুখ-দুঃখ, বিরহ-বেদনার কাহিনীতে তাঁহার হৃদয় মথিত হইত। অলক্ষ্যে তাঁহার হৃদয়ে ভাব। জীবন-গতির রেখাপথ রচনা করিত—কত অজানা অপূর্ব প্রদেশের অস্পষ্ট সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিত। রসানুভূতিতেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ, আনন্দের স্ফূর্তি। তীব্র রসানুভূতিই কবির প্রাণ, কবিত্বের অমৃত-নির্ঝর ও মনের সংগঠক। গিরিশচন্দ্র বাল্যকালে এই রসানুভূতি লইয়া কথকের কথকতা, হাফ আখড়াইয়ের গান, কবির লড়াই, যাত্রার অভিনয় এবং পাঁচালী শুনিতেন। তাই এই ভক্তি-করুণায় আর্দ্র হইয়াই গিরিশচন্দ্রের রসলিপ্সু মন বাল্যকালে পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে।

তাঁহার মাতার চরিত্রও গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী এবং চরিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। মাতার কঠোর শাসনে তাঁহার বাল্য হৃদয়ে সত্যনিষ্ঠার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার নাটকীয় চরিত্রে, কবিতাবলীতে ও প্রবন্ধ সমূহে তিনি যে সত্য ও সত্যনিষ্ঠার গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা মাতার শিক্ষায় ও কঠোর শাসনে বালক-বয়সেই তাঁহার চরিত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে পিতার পরলোক-গমনের পর গিরিশচন্দ্র তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি লইয়া এক মোকদ্দমায় জড়িত হন। সেই মোকদ্দমায় গিরিশচন্দ্রকে সাক্ষী দিতে হয়। তিনি অম্লানবদনে সব সত্য কথা খুলিয়া বলেন—তাহার ফলে তাঁহাকে মোকদ্দমায় হারিতে হইয়াছিল এবং আর্থিক ক্ষতিও হইয়াছিল। পল্লীর মুরুব্বিস্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই তাঁহাকে নির্বোধ বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র সেই সময়ে বুঝিলেন, সংসারে সত্যের আদর নাই—মিথ্যারই গৌরব। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে যে আঘাত লাগে, তাঁহার রচনায় সেই

আঘাতের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন, সংসারে মান, যশ এবং সুখ্যাতির মূল্য কিছুই নাই। তাই তিনি আজীবন সংসারের সমাদর ও সুখ্যাতির প্রতি উদাসীন ছিলেন, শুধু উদাসীন নহে, রীতিমত উপেক্ষা করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের মনের ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য।

বাল্যে ও কৈশোরে গিরিশচন্দ্রের যে মন বাংলার প্রাচীন ভাবরসে বর্ধিত হইতেছিল—কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে তাঁহার সেই রসপুষ্ট মন পাশ্চাত্ত্য প্রভাবযুক্ত বাংলার নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের জীবনের দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে রঙ্গালয় ও নাটক রচনার প্রবল আন্দোলন দেখা দেয় এবং এই আন্দোলনের প্রভাব তাঁহার জীবনে অত্যন্ত দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

তাঁহার জীবনের এই সকল ঘটনা এবং তৎকালীন সমাজের গতি-প্রকৃতি বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে না পারিলে তাঁহার সৃষ্টি-বিচারে অসম্পূর্ণতা দেখা দিবার সমূহ সম্ভাবনা। তাঁহার সমগ্র নাট্যপ্রকৃতির মধ্যে তাঁহার জীবনের বহুবিধ ঘটনা এবং সমসাময়িক প্রয়োজনের তাগিদ বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে।

২ সাধারণ বৈশিষ্ট্য

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংলার নাট্যভারতী অভিজাতের অন্তঃপুরে ভীরু পদক্ষেপে সঞ্চরণ করিতেছিলেন। গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম তাঁহাকে প্রকাশ্য দরবারে আনিয়া তাঁহার অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও অপূর্ব মহিমা সর্বসমক্ষে অনাবৃত করিয়া দিলেন। তিনি বাংলাদেশের সর্বাধিক যশস্বী নট ও নাট্যকার এবং সাধারণ-রঙ্গমঞ্চ-প্রতিষ্ঠাতাদের

অন্যতম ; জনপ্রিয়তাও অর্জন করিয়াছিলেন সর্বাধিক। তিনি তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা ও অধ্যবসায় দ্বারা বাংলা নাট্যরচনার তৎকাল-প্রচলিত ধারাটি বহুদূর পর্যন্ত আগাইয়া দিয়াছিলেন।

অভিনয়-দক্ষতা হইতে গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনাশক্তির প্রেরণা আসিয়াছিল। নটখ্যাতি বিস্তৃত হইবার অনেককাল পরে ইনি রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই বিষয়ে কুমুদবন্ধু সেন বলিয়াছেন, 'গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার সূত্রপাত হয় নিতান্তই প্রয়োজনের তাড়নায়। বাজারে তখন নাকি অভিনয়-যোগ্য বাংলা নাটকের বড়োই ঘাটতি চলছিল। গিরিশচন্দ্রের সময় থেকেই বাংলা নাটকের স্রোত প্রসারিত হয়েছে। ধর্ম, পুরাণ, সমাজ, ইতিহাস—সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন অক্লান্ত, অধ্যবসায়ী নাট্যকার।'

গিরিশচন্দ্রের যখন আবির্ভাব হয়, তখনও বাংলা নাট্যসাহিত্যের দুইটি ধারা পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল—একটি গীতাভিনয়ের ধারা ও অপরটি ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব-সৃষ্ট বাংলা নাটকের ধারা। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ মাইকেল-দীনবন্ধু প্রবর্তিত ধারার সঙ্গে মনোমোহন বসু প্রমুখ নাট্যকারগণ প্রবর্তিত 'নূতন যাত্রা' বা গীতাভিনয়ের ধারাটির মধ্যে তখনও কোন প্রকার যোগ-স্থাপন সম্ভব হয় নাই। এই দুইটি ধারার মধ্যে যোগ স্থাপন করাই গিরিশচন্দ্রের জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি।

দেশীয় রস ও রুচির আবহাওয়ার মধ্যেই গিরিশচন্দ্রের সাধনার সূত্রপাত হইয়াছিল। এক অবৈতনিক যাত্রার দলের মধ্য দিয়াই তিনি সর্বপ্রথম নাট্যজগতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং যাত্রাভিনয়ের সংস্কার শেষ জীবন পর্যন্ত কোনদিনই সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহার মধ্য হইতে দূরীভূত হয় নাই। ইহার একটি প্রধান গুণ হইল এই যে, তাঁহার নাট্যরচনা কোনদিনই দেশীয় সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে

পারিল না, তাঁহার সমগ্র জীবনের নাট্যসাধনা দেশীয় সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়াই বিকাশ লাভ করিল—ইহাই তাঁহার ব্যাপক জনপ্রীতির অন্যতম সহায়ক। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার মূল্য নির্ধারণের পূর্বে এই কথা অবশ্য স্মরণীয় যে, তিনি ছিলেন সুদক্ষ অভিনেতা অভিনয়ের জন্যই তিনি নাটক লিখিতেন এবং সাধারণ দর্শক রঙ্গমঞ্চে কি চাহিত, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার নিজের মনে যে আধ্যাত্মিক আদর্শ জাগরূক ছিল, তাহা তিনি নাটকের মধ্যে রূপ দিতে চেষ্টা করিতেন। যাহা তিনি বুঝিতেন না, অথবা যাহার উপর তাঁহার আস্থা ছিল না, এমন কিছুই তিনি নাটকে দিবার চেষ্টা করেন নাই। এইখানেই পূর্বতন ও সমসাময়িক নাট্যকারদের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য।

রামকৃষ্ণের স্নেহাশীর্বাদ পাইয়া গিরিশচন্দ্র ধন্য হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় কথা। পরমহংসদেবের সঙ্গে পরিচয়ের পর হইতে গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ-ভূমিকা অপরিহার্য লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়। যদিও অনেককাল পূর্বে মনোমোহন বসু তাঁহার 'সতী'-নাটকে এইরূপ চরিত্রের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তবুও গিরিশচন্দ্র যে এবিষয়ে পরমহংসদেবকে আদর্শ করিয়া কতকটা নূতন পথে চলিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে ইহা স্বীকার্য যে, ভক্তিরসের প্রাবল্য গিরিশচন্দ্রের রচনাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল, যদিও তাঁহার শিল্পকে উন্নত করে নাই। গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার সমসাময়িক সমাজের রস ও রুচি সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ও অবহিত ছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই এই বিষয়ে উন্মুক্ত ও সজাগ দৃষ্টি লইয়া নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, একান্ত আত্মসচেতনতার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ সমাজ-চৈতন্য দ্বারাই তাঁহার নাট্যসাহিত্য সঞ্জীবিত হইয়াছিল। ইহা গিরিশচন্দ্রের জনপ্রিয়তার অপর এক কারণ।

ইংরেজ সমালোচককের এই উক্তি যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় যে, "The great dramatist of a period when drama has flourished has always produced his plays for performance in the theatre of his own time, by the actors of his own time and for the spectators of his own time" তাহা হইলে গিরিশচন্দ্রকে বাংলা-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়; কিন্তু এই সঙ্গে এই কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার সমসাময়িক কালের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া আসিতে পারে নাই। অতএব ইংরাজ নাট্যকার সেক্সপীয়র কিংবা সংস্কৃত নাট্যকার কালিদাসের সঙ্গে তাঁহার তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার রচনার বিস্তার ও বৈচিত্র্য অনেক সময় এই ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া পরিচালক, ব্যবস্থাপক, শিক্ষক এবং সর্বোপরি অসাধারণ প্রতিভাশালী অভিনেতা গিরিশচন্দ্র সাধারণের প্রশংসমান দৃষ্টি এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার নাট্য-সাহিত্য সমালোচনায় অপক্ষপাত দৃষ্টি সজাগ রাখা সম্ভব হয় নাই।

গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবকালে গীতাভিনয়ের প্রচলন থাকিলেও, তখন নব্য ইংরাজী-শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে য়ুরোপীয় নাট্যকলানুমোদিত অভিনয়ের সমাদর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিতেছিল। কিন্তু সেই যুগে ইংরাজি আদর্শে রচিত নাটক সংখ্যায় যেমন অল্প ছিল, তেমনই তাহা কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জাতীয় চৈতন্য কিংবা জাতীয় রস-প্রেরণার সঙ্গে তাহার কোনই যোগ ছিল না বলিয়া এই সকল নাটকের অভিনয় এতদ্দেশীয় জনসাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইলেও, জাতীয় রস-পিপাসা নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইল না। গিরিশচন্দ্র

সেই যুগে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এই অভাবটুকু পূরণ করিয়া প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চশিখরে আরূঢ় হইলেন। তিনি নাট্য রচনার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় রস নিবেদন করিয়া বাংলা নাট্য সাহিত্যকে সর্বপ্রথম যথার্থ জাতীয় গৌরব দান করিলেন এবং জাতীয় নাট্যকার বলিয়া কীর্তিত হইলেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই জাতীয় রূপের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য নাটকের আঙ্গিক আনুপূর্বিক ব্যবহৃত না হইলেও ইহা দ্বারা বাঙ্গালী দর্শকের রসপিপাসা নিবৃত্তির কোন অন্ত-রায় সৃষ্টি হয় নাই। গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্যরচনায় য়ুরোপীয় ভাবাদর্শের পরিবর্তে দেশীয় রস ও রুচিরই মুখরক্ষা করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন বলিয়া চিরন্তন সাহিত্য-বিচারে শেষ পর্যন্ত তাঁহার নাটকের যে মূল্যই নির্ধারিত হউক, সমসাময়িক বাঙ্গালী দর্শকের প্রত্যক্ষ রস-বিচারে যে তাহা উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং তাঁহার খ্যাতিও বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

গিরিশচন্দ্র যে সময়ে নাটক রচয়িতার আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন বাংলা নাট্যসাহিত্যের শৈশব ও কৈশোর অতিক্রান্ত হইয়া যৌবনের সূচনা হইয়াছে। তাঁহার পূর্বে প্রাতভাবান্ নাট্যকারবৃন্দ বিভিন্ন নাট্যধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র আপন বৈশিষ্ট্যবলে সেই সব নাট্যধারাকে আরও পুষ্ট করিয়া অগ্রগতির পথে চালিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র নাট্য রচনার গতিপ্রকৃতি বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ ভক্তিভাব এবং পৌরাণক আদর্শের আনুগত্য। সাধারণ বাঙ্গালীর মনে ধর্মভীরুতা এবং ন্যায়ান্যায় বিষয়ে যে স্থির ধারণা আছে, গিরিশচন্দ্রের আদর্শ তাহারই অনুগত। ধর্মপ্রবণ বাংলা দেশে পৌরাণিক নাটকের অপ্রতুলতা দেখা যায় নাই, বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিতে হইলে পৌরাণিক নাটক লেখা প্রয়োজন, গিরিশচন্দ্র ইহাও

বুঝিয়াছিলেন। মনোমোহন বসু হইতে রাজকৃষ্ণ রায় পর্যন্ত যে পৌরাণিক গীতাভিনয়, অপেরা প্রভৃতির ধারা বহিয়া আসিয়াছে, তাহা দ্বারা তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাট্যক্ষেত্রেও জল সেচন করিয়াছেন। অবশ্য পৌরাণিক নাটকে তাঁহার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহা একেবারে যাত্রা কিংবা গীতাভিনয়ের স্তরে নামিয়া যায় নাই। পরমহংস-দেবের প্রভাবে ধর্ম ও আচার বিষয়ে উদারতা গিরিশচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া এই বৈশিষ্ট্যকে পুষ্ট করিয়াছে। সমাজ সংস্কারে গিরিশচন্দ্রের মন সম্পূর্ণ অনুদার না হইলেও অনেকটা সংস্কার বিমুখ ছিল। কার্যগতিকে তাঁহাকে পতিতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে হয় বলিয়া তাহাদের উপেক্ষিত জীবনের ভালো দিকটাও তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল। তাঁহার নাটকে পতিতাদের প্রতি সহানুভূতির যথেষ্ট পরিচয় আছে, যদিও সে সহানুভূতি অনুকম্পারই সহোদরা।

গিরিশচন্দ্রের এই প্রবল ধর্মভাব ও নীতিবোধের জন্য নাটকের চরিত্রগুলি তাঁহার নিজস্ব মানসিক আদর্শ অনুযায়ী পরিণতি লাভ করিয়াছে। নাট্যকারের কাজ শুধু জীবনের অভিনয়-আলেখ্য সৃষ্টি করা নয়, শিক্ষাদানও বটে—গিরিশচন্দ্র এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সেইজন্য তিনি নাটকে উপদেশ ও নীতিকথা প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি তাঁহার নাটকে পাপী এবং পুণ্যাত্মা দুই রকম চরিত্রই অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম ও নীতির জয় এবং গৌরব দেখাইবার জন্যই ইহাদের চরিত্র-বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই কারণে তাঁহার নাটকের প্রধান ভূমিকাগুলি প্রায়ই অতিরঞ্জনের জন্য বাস্তববোধতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। পাপের পরাজয় এবং ধর্মের জয় ঘটিয়া থাকে—ইহা সাধারণ নীতি শাস্ত্রের কথা। ইহা প্রদর্শন করিয়া আমাদের নীতিবোধ ও ধর্মবোধকে হয়ত পরিতৃপ্ত করা যায়, কিন্তু ইহার মধ্যে শিল্পকলার

সূক্ষ্ম নৈপুণ্য নাই। অথচ গিরিশচন্দ্রের চরিত্রগুলি নিতান্ত সরল ও সহজবোধ্য, হয় তাহারা খুব ভাল, অথবা নিতান্ত মন্দ। যেন কতকগুলি অসম্ভবরকমের ভালো ও অসম্ভবরকমের মন্দ লোক অসম্ভবরকম কার্য করিয়া যাইতেছে। মন্দ চরিত্রগুলির পরিণতি হয় তাহাদের প্রাপ্তিতে, অথবা তাহাদের আমূল পরিবর্তনে। গিরিশচন্দ্রের অনেক মন্দ চরিত্র কঠোর শাস্তি ও ভয়াবহ পরিণাম লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু তাহারা শেষ পর্যন্ত নিতান্ত সৎ ও ধার্মিক হইয়া উঠিয়াছে।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটকের উপক্রমণিকায় নাট্য কাহিনীর পরিণতি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে রঙ্গালয়ের সাধারণ দর্শকবৃন্দ পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নাট্যরসিকের কাছে ইহা প্রীতিপ্রদ নহে। আভাসে যাহা নাটককে উপাদেয় করিত, প্রকাশে তাহা স্বাদহীন হইয়া গিয়াছে।* এই দোষ পৌরাণিক ও অবতার মহাপুরুষ নাটকে সর্বাধিক পরিস্ফুট। মনে হয়, চরিত্র ও ঘটনাগুলি এক অদৃশ্য ধর্মশক্তির দ্বারা অমোঘভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার সব নাটক কিছুক্ষণ দেখিয়াই তাহাদের সুনিশ্চিত পরিণতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের সর্বব্যাপী এই ধর্মভাব ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে তাঁহার নাটককে আদরণীয় করিয়া তুলিলেও বাস্তবনিষ্ঠ সমালোচকের নিকট তাহা দোষযুক্ত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে এমন এক বা একাধিক কেন্দ্রীয় মহৎ চরিত্র বা মহাপুরুষ ভূমিকা থাকিবেই, যিনি মূল নাট্যকাহিনীর সহিত অসম্পৃক্ত থাকিয়া ঘটনাবলীকে সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে চালাইয়া লইয়া যাইবেন। পৌরাণিক নাটকে সাধারণতঃ বিদূষক বা কঞ্চুকী এইরূপ কেন্দ্রীয় চরিত্র। অবতার-মহাপুরুষ ও সামাজিক নাটকে সাজা-পাগল বা পাগলিনী এই কার্য সাধন করে।

নাট্যকারের সমসাময়িক সামাজিক চিত্র, তাঁহার নাটকে

প্রতিফলিত হইয়াছে, তবে তাহা শুধু কলিকাতার সাধারণ গৃহস্থঘরের চিত্র। যেহেতু এই সমস্ত ঘরের নিরুপদ্রব ও গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যে নাটকীয় উপাদান খুবই কম বিদ্যমান, সেইজন্য গিরিশচন্দ্র সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবনের যতরকম ব্যাঘাত এবং বিকৃতি ঘটিতে পারে, তাহাদের সকলেই তাঁহার নাটকের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। উপরন্তু কলিকাতার বাহিরের পল্লীজীবন তাঁহার কোন নাটকে স্থান পায় নাই। কলিকাতার জীবনচিত্রের মধ্যে শুধু অন্তঃপুরিকাদের কথাবার্তার আভাস মেলে। পুরুষচরিত্রে বাস্তবতা নাই বলিলেই হয়; অবশ্য, অবান্তর ভূমিকাগুলিতে তাহা দুর্লক্ষ্য নয়। উত্তর-কলিকাতার ইতর-জীবন সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু ছিল এবং এই অভিজ্ঞতা তিনি ভালো ভাবেই কাজে লাগাইয়াছেন। এই সম্পর্কে অন্যত্র যাহা বলিয়াছি, তাহা এখানে উল্লেখ করিতে পারি। রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, এমন কি মাইকেল মধুসূদনেরও বাংলার সমাজের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা ছিল, গিরিশচন্দ্রের তাহা ছিল না। বাংলার সমাজ বলিতে গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র উত্তর কলিকাতা অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবী সমাজকেই জানিতেন। দেশীয় কিংবা পাশ্চাত্ত্য কোন বিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধেই এই সমাজ যেমন খুব অগ্রসর ছিল না, তেমনই বিশিষ্ট একটি নাগরিক জীবনের পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করিবার ফলে ইহার মধ্যে বৈচিত্র্যও বেশী প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বাঙ্গালীর যথার্থ সামাজিক জীবন বাংলার পল্লীতেই তখনও বিরাজ করিতেছিল, সদ্যপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনে তাহার একটা সংহতিহীন ও কৃত্রিম পরিচয় মাত্র প্রকাশ পাইত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলার বিস্তৃত পল্লী-জীবনের নিভৃত ছায়া-শীতল লোকে বাংলার যে জীবন আপন সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধতর, গিরিশচন্দ্র তাহার সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য

তাঁহার সামাজিক নাটক কোন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

ঘটনার অত্যধিক বাহুল্য অনেক সময় নাট্যরসের পক্ষে বিঘ্নকর এবং নাট্য-রসিকের পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়াছে। সামাজিক ও অবতার-মহাপুরুষ নাটকে এই দোষ বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে। ইহাতে কাহিনী, রস, এমন কি চরিত্র থাকিলেও দ্বন্দ্ব নাই এবং দ্বন্দ্ব নাই বলিয়া দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিও নাই। তাঁহার অধিকাংশ নাটকেই নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহ একটানা স্রোতে শেষ পর্যন্ত বহিয়া যায়—দুরতিক্রম্য কোন বাধার সম্মুখীন হইয়া সেই প্রবাহ কোন আবর্ত কিংবা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে না। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে দুই একটির রচনায় এই ত্রুটি লক্ষ্য করা না গেলেও, তাঁহার প্রায় নাটকেই ইহা বর্তমান। ইহারা দেশীয় যাত্রার আদর্শে রচিত মাহাত্ম্য-প্রচার মূলক নাটক; কিন্তু মাহাত্ম্য-প্রচার মূলক নাটকের মধ্যেও যে বিরোধের ভিতর দিয়াই মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়া থাকে, গিরিশচন্দ্রের নাটকে সেই বিরোধ-সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। মূলের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্যের জন্য তিনি আদর্শ চরিত্র ও ঘটনা সমূহের মধ্য হইতে নিজের কল্পনা দ্বারা নূতন কোন সমস্যার উদ্ভাবন না করিয়া তাঁহার নাটক রচনা করিয়াছেন। অতএব তাহা অধিকাংশই বাহির হইতে অঙ্কে ও দৃশ্যে বিভক্ত আদ্যোপান্ত কথোপকথনের মধ্যদিয়া বর্ণিত নাটকের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, অন্তরের দিক দিয়া তাহাদের প্রকৃত নাটক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। ইহাদের মধ্যে যে রস, তাহা কেবল আখ্যায়িকা শ্রবণের রস, নাট্যিক ঔৎসুক্য (suspense) রক্ষা করিয়া কাহিনীর সতর্ক পরিণতি অনুসরণ করিবার রস নহে। সকল শ্রেণীর নাটক সম্বন্ধে এই একই কথা বলা যায়। এই সম্পর্কে অন্যত্রও বলিয়াছি, এক রামায়ণ অবলম্বন করিয়া তিনি প্রায় বার খানি

নাটক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণের যে অংশে প্রকৃত নাট্যিক দ্বন্দ্ব, সেই অংশগুলিই যে তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নহে—তিনি রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীকে আনুপূর্বিক কৃত্তিবাসী রামায়ণ শুনাইয়াছেন মাত্র। যে কাজ গায়েনগণ হাতে চামর লইয়া ও পায়ে নূপুর বাঁধিয়া একাকী আসরে দাঁড়াইয়া করিত, সেই কাজই তিনি সেই যুগে নট-নটীর সহযোগিতায় বিভিন্ন দৃশ্যপটের ভিতর দিয়া রঙ্গ-মঞ্চের মধ্যে সম্পন্ন করিয়াছেন। মহাভারত ও ভাগবত সম্বন্ধেও একই কথা। ইহাদের মধ্য হইতে নূতন কোন সৌন্দর্যের সন্ধান করিয়া, বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। মহাভারত হইতে শকুন্তলার উপাখ্যানটি গ্রহণ করিয়া কবি কালিদাস তাঁহার 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের ভিতর যে অভিনব সৌন্দর্য-সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রের কোন পৌরাণিক নাটকের মধ্যে-ই অনুরূপ প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাস নিজের প্রতিভা দ্বারা মহাভারতের বহুঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই।

নাটকীয় সংলাপের ভাষা এবং ছন্দের দিক দিয়া গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে। গিরিশচন্দ্র সাধারণতঃ সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকে গদ্য এবং পৌরাণিক ও রোমান্টিক নাটক সমূহে 'পদ্য' ব্যবহার করিয়াছেন; তবে কোন কোন রচনায় এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি নাট্যকারের উচ্চশ্রেণীর চরিত্রের গদ্য সংলাপ সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বশতঃ নিতান্ত আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক ছিল। (গিরিশচন্দ্রই নাটকীয় সংলাপকে সর্বপ্রথম সচল ও সাবলীল করিতে সক্ষম হইলেন,) নাটকীয় চরিত্রগুলি তাহাদের নিজেদের ভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার পাইল। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য

করা আবশ্যক যে, তাঁহার গদ্যভাষা তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি—ইহা কোন বিশিষ্ট বাংলা গদ্যরীতির ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ফল নহে, সেইজন্য নাটকের ভাষার ক্রমবিকাশের ধারায় ইহার কোন স্থান নাই। কারণ, রামনারায়ণ, মাইকেল, দীনবন্ধুর ভিতর দিয়া বাংলা নাট্য-সাহিত্যের যে গদ্যভাষা ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র তাহার সহিত কোন যোগ স্থাপন করিতে পারেন নাই—আলাল ও হুতোমের ভিতর দিয়া কথ্য ভাষার যে অনুশীলন ইতিপূর্বেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র তাহার সঙ্গেও নিজের গদ্য রচনার যোগ স্থাপন করেন নাই। অথচ নাটকের ভাষা কথ্য ভাষা; অতএব পূর্ববর্তী নাটকসমূহের অনুসৃত ভাষা কিংবা প্রচলিত গদ্য সাহিত্যে ব্যবহৃত কথ্যভাষা অথবা বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের সাধুভাষার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের যোগ থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাও নাই। যে ভাষার গতি আছে, তাহারই জীবন আছে—জীবনের অর্থ গতি; অতএব যাহার জীবন আছে, তাহার ক্রমবিকাশও আছে। গিরিশ-চন্দ্রের গদ্যভাষা বাংলা গদ্যের জীবন ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন। অতএব বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিয়া ইহার প্রকৃতি বিচার করা সম্ভব হইবে না। উপরন্তু তাঁহার ভাষা স্বাভাবিক বা নিজস্ব হইলেও তাহার মধ্যে সূক্ষ্মতম ব্যঞ্জনার অভাব। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নাট্যকারের ভাষায় যে বাগ্‌বৈদগ্ধ এবং অপরূপ কারুকার্য লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার ভাষায় তাহা নাই। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক প্রভৃতি যেমন প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্তা বলে, গিরিশচন্দ্রের বিদূষক প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক চরিত্রও তেমনি কলিকাতা অঞ্চলের ইতর (slang) ভাষা ব্যবহার করে। গম্ভীর মার্জিত ভাষার সহিত বৈপরীত্য দেখাইয়া নাট্যকার এই ভাষা হাস্যরস উদ্রেক্ করিবার জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন বটে, তবে একই ধরণের চরিত্রের মুখে প্রত্যেক নাটকে একই ভাষা একঘেঁয়ে এবং

বৈচিত্র্যহীন হইয়াছে। তাঁহার ব্যাবহৃত ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন এবং বিশিষ্টার্থক শব্দের প্রয়োগ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

সামাজিক নাটক

গিরিশচন্দ্রের যেমন একটি সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক বোধ ছিল, পারিপার্শ্বিক বাস্তব সমাজ-সম্পর্কে তাঁহার তেমন কোন বিশিষ্ট ধারণা ছিল না। বাস্তব পরিবেশের আলোচনা তিনি 'নর্দমা ঘাঁটা'[১] বলিয়া মনে করিতেন। প্রয়োজনের অনুরোধে তাঁহাকে কয়েকখানি সামাজিক নাটক রচনা করিতে হইলেও, তিনি যে তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভার সহজ প্রেরণায় তাহা রচনা করেন নাই, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার কয়েকজন মনীষী এদেশের হিন্দুসমাজ সম্পর্কে নানা দিক হইতে গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিতেছিলেন, তথাপি গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি সে দিকে আদৌ আকৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার প্রতিভা ছিল ভাবমুখী, বস্তুমুখী নহে; সেইজন্য সমাজসংস্কার সম্পর্কে তিনি বিশিষ্ট কোন মতবাদ প্রচার করিতে যান নাই। কয়েকটি সামাজিক বিষয়-সম্পর্কে নাটক রচনা করিবার জন্য বন্ধুবান্ধব ও কোন কোন সমাজ সংস্কারক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যে কয়খানি নাটক তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের কাহারও সঙ্গে তাঁহার রচিত পৌরাণিক নাটকের তুলনা হইতে পারে না; তাঁহার সামাজিক নাটক কয়খানি অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ হইয়া আছে।

১ গিরিশচন্দ্র একবার অমৃতলাল বসুকে বলিয়াছিলেন, 'এসব realistic বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর নর্দমা ঘাঁটা এক'।

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশ মুখোঃ; পৃঃ—৭৭

ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এদেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সর্বপ্রথম আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম হইল। ভারতীয় হিন্দুর সামাজিক জীবনের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সমাজের আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের মৌলিক বিরোধ আছে। আত্মবোধ লুপ্ত করিয়াই হিন্দুর সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল মনীষী সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুর সামাজিক আদর্শের এই মৌলিক তত্ত্বটি বিস্মৃত হইয়া এই দেশের সমাজের উপর পাশ্চাত্ত্য আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই দলের লোক ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী; সেইজন্যই সমাজ-সম্পর্কে তিনি নূতন করিয়া কিছু ভাবিয়া দেখিতে যান নাই। এক কথায় বলিতে গেলে প্রত্যক্ষ সমাজ তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, তাঁহার লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক আদর্শ। সেইজন্য বাংলার সমাজ-জীবন হইতে যথার্থ রস তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রের সামাজিক অভিজ্ঞতা ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। অনুভূতির দ্বারা ভাব লোকের পরমতম ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে বস্তুলোকের রসের সন্ধান পাওয়া যায় না। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে গিরিশচন্দ্র ভাব-স্বর্গের বহু উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া অমরাবতীর সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে বাংলার ধূলিমাটির উপর একখানিও খেলাঘর সার্থকভাবে রচনা করিতে পারেন নাই। কারণ, ধূলার জগতে স্বপ্নের প্রভাব সীমাবদ্ধ।

কলিকাতার মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের কাহিনী লইয়া গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি রচিত হইয়াছে। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত গৃহের নিরুপদ্রব এবং গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যে নাটকীয় উপাদান খুব বেশি নাই। তথাপি বাংলার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে

বিচিত্র নাটকীয় উপাদান বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, তাহাও নগণ্য নহে। ইহাদের যথার্থ ব্যবহার করিতে পারিলে যে বাংলা সাহিত্যেও উচ্চাঙ্গের সামাজিক নাটক রচিত হইতে পারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা ব্যবহার করিবার পূর্বে নাট্যকারের এই বিচিত্র উপকরণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন। ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর মানব-চরিত্রের জটিল রহস্য সম্পর্কে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যক্তি-চরিত্র সম্পর্কে আন্তরিক সহানুভূতি না থাকিলে সামজিক নাটক রচনায় কেহ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না। বিশেষতঃ সামাজিক নাটক কেবলমাত্র ব্যক্তি-জীবনের বাহ্যিক ঘটনার উত্থান-পতনের বর্ণনা নহে, ইহার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন সমস্যা আছে, জীবনের গভীরতর স্তর হইতে তাহা উদ্ধার করিয়া লইয়া সামাজিক কর্তব্যবোধ ও আত্মবোধের সঙ্গে তাহার সংঘর্ষ সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য। সামাজিক নাটকের সমস্যা কোন সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা নহে, অর্থাৎ সামাজিক নাটকে যে সকল সমস্যার অবতারণা করা হইয়া থাকে, তাহা বিধবা-বিবাহ, পণপ্রথা, মদ্যপান প্রভৃতির মত কোন সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা-বৈগুণ্য নহে, বরং বিশেষ কোন সামাজিক পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি-চরিত্রের সুগভীর জীবন-সমস্যা। প্রসিদ্ধ নরওয়ে দেশের নাট্যকার ইব্‌সেনের *A Doll's House* নাটকখানির সহিত গিরিশচন্দ্রের যে কোন সামাজিক নাটকের তুলনা করিলেই এই উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে। বাংলার বিভিন্নমুখী সামাজিক জীবনের বিচিত্র রূপ ও রসের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকিবার জন্য তাঁহার নাটকে ইহার কেবল একটি দিকেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা ইহার বহির্মুখী সমস্যার দিক। এই সমস্যাগুলির গুরুত্বে তাঁহার সামাজিক নাটকগুলি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির ব্যর্থতার পশ্চাতে রহিয়াছে সমাজ-

সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতার দৈন্য। নানা ছোট বড় অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, অভাব-অভিযোগের ভিতর দিয়াও জীবনের রস নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যে বিচিত্র রঙের রামধনু সৃষ্টি করিতেছে—গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সেইজন্য দেখা যায়, বাস্তব জীবনের প্রতি কোনও মমত্ব কিংবা কৌতূহল তিনি জাগাইয়া তুলিতে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। অথচ নাট্যকারের ইহাই প্রধান কর্তব্য। সেক্সপীয়র কিংবা কালিদাস এই বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করেন নাই বলিয়াই কালোত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন। গিরিশ-চন্দ্রের এই শ্রেণীর নাটকের এই একটি অতি বড় অভাব সহজেই অনুভব করা যায়। জীবন ত কেবল সমস্যার বিষয় নহে—ইহার একটি নিবিড় ভোগের দিকও আছে, এই ভোগের মধ্যে ইহার সৌন্দর্য ও রস অনুভূত হইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে জীবনের এই ভোগের কথা নাই—বহির্বিক্ষোভের কথাই আছে। বহিরঙ্গণে যেখানে মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে, সেখানে গিরিশচন্দ্র লেখনী লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি অন্তঃপুরের দ্বার ঠেলিয়া সূক্ষ্ম হৃদয় লীলার তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত দেখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অথচ বিক্ষোভের ভিতর দিয়া রস বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, ভোগের ভিতর দিয়া তাহা নিবিড় হইয়া থাকে। যেখানে রসের নিবিড়তা নাই, সেখানে রিক্ততার হাহাকার দেখা দেয়। এই ধারণার অভাবে সামাজিক রীতিনীতি, বিধিসংস্কার প্রভৃতির ঘূর্ণমান আবর্তে সাধারণ নরনারীর জীবন কি ভাবে আবর্তিত হইতে থাকে, মানুষের ধর্মবোধ নীতিবোধের সহিত তাহার দুর্দম কামনা এবং দুর্বার প্রবৃত্তির কি রকম নিদারুণ সংগ্রাম অহরহ ঘনাইয়া তুলে, তাহার পরিচয় গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর নাটকে দুর্লভ। সেই কারণেই তিনি এতগুলি বাংলা নাটক লেখা সত্ত্বেও একখানি সার্থক সামাজিক নাটক কিংবা প্রহসন রচনা

করিতে পারেন নাই। যদিও সামাজিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি তিনি দীনবন্ধুর সৃষ্টিধর্ম আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার তীব্র অধ্যাত্মবোধ তাঁহার সামাজিক জীবনদর্শনে দুরপনেয় বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। নাট্যকার যদি দার্শনিক হন, তাহা হইলে এই ত্রুটি নিতান্তই অপরিহার্য হইয়া উঠে।

সামাজিক নাটক সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের বিশেষত্বগুলি সম্পর্কে একজন সমালোচক বলিয়াছেন, 'প্রথমতঃ ইহাতে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থজীবনের কিছু কিছু সংকীর্ণ কাহিনী মাত্র স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—ব্যঙ্ক ফেল, ঋণের দায়ে ডিক্রিজারি, চাক্‌রী-হানি, গৃহবিক্রয়, চুরির অভিযোগ, কন্যার পতিবিয়োগ ইত্যাদি সমস্ত বিপৎপাত যুগপৎ ঘটিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে গৃহকর্তা স্ত্রীলোকের অধিক মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ—বিপৎপাতের মূলীভূত চক্রান্তের স্রষ্টা হইতেছে নায়কের ভ্রাতা, বাল্যবন্ধু অথবা ভ্রাতৃস্থানীয় স্নেহাস্পদ ব্যক্তি। তাহার সঙ্গে উকীল-এটর্ণি-দালালের যোগ থাকিবেই। ভাগ্যহত নায়ক বিকৃত মস্তিস্ক হইয়াও ঘটনাবলীর পরিণতি সহজ মানুষের মতই অনুধাবন করিবে। চতুর্থতঃ—'নীলদর্পণে'র আদর্শে নাটকের শেষে আত্মহত্যা, হত্যা, এবং "পতন ও মৃত্যু" ইত্যাদির প্রাচুর্য। নাটকের ভাগ্যহত পাত্রপাত্রীকে সংসার হইতে চির বিদায় দিয়া যবনিকাপাত করা গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব নাট্যকৌশল।'

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলিতে সমসাময়িক বাংলার সামাজিক সমস্যা, যেমন মদ্যপান, পণপ্রথা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির নিন্দা হইতে দেখিয়া কোন প্রসিদ্ধ সমালোচক ইহাদিগকে ইবসেনের সমাজ-সমস্যামূলক নাটকের সমতুল্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। কারণ, ইবসেনের নাটকে যে গভীর সমাজ-

চেতনা এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুতীব্র বিদ্রোহ দেখা যায়, গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাহা নাই। তিনি তাঁহার সামাজিক নাটকে তৎকালীন সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন মাত্র, কোথাও সমস্যার অন্তস্তলে প্রবেশ করেন নাই, কেবল বাহিরের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। এই সকল সমস্যা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র নিজে যে সর্বদা দুশ্চিন্তা পোষণ করিতেন, তাহা নহে। কোন সামাজিক সমস্যাই তাঁহার চিত্ত কোনদিন অধিকার করে নাই ; কারণ, তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, সামাজিক সমস্যামূলক বিষয়-সম্পর্কে সমসাময়িক নেতৃবৃন্দ যাহা ভাবিতেন, তাঁহার নাটকের মধ্যে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। এমন কি, তিনি অন্যকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও এই শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সামাজিক নাটক রচনার ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্রের সহজ প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ হয় নাই এবং ইহাই তাঁহার সামাজিক নাটকের ব্যর্থতার প্রধানতম কারণ। নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীর বিশিষ্ট একটি অঞ্চলের বাহিরে বাংলার যে বিস্তৃত সমাজ আপনার বিচিত্র রূপে ও রসে সে দিন সমৃদ্ধ ছিল, গিরিশচন্দ্র তাহার সঙ্গে কোন পরিচয় স্থাপন করিতে পারেন নাই। যে ক্ষুদ্র নাগরিক সমাজটির সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, তাহার বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যে নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্য ছিল না বলিয়াই গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি বৈচিত্র্যহীন হইয়া রহিয়াছে—প্রায় একরূপ বিষয়-বস্তুর মধ্যেই তাহা বার বার আবর্তিত হইয়াছে।

(গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকেরও দুইটি প্রধান বিভাগ—নাটক ও প্রহসন ; কিন্তু কোন পূর্ণাঙ্গ সামাজিক প্রহসন গিরিশচন্দ্র রচনা করেন নাই। তাঁহার প্রহসনগুলি তৎকালীন নাগরিক জীবনের নানা অসঙ্গতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্সা বা অতিরঞ্জিত চিত্র। তিনি ইহাদের অধিকাংশকেই 'পঞ্চরঙ্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সঙের নৃত্য

দেখিলে যে শ্রেণীর হাস্যরস সৃষ্টি হয়, ইহাদের মধ্যেও অনুরূপ হাস্যরস সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা খুব উচ্চাঙ্গের বলিয়া অনুভূত হইবে না। গিরিশচন্দ্র তাঁহার সামাজিক ও রোমান্টিক নাটক রচনায় দীনবন্ধু মিত্রের অনুসরণ করিলেও, দীনবন্ধুর অনবদ্য প্রহসনগুলির তিনি অনুসরণ করিতে পারেন নাই। সমাজ-জীবন সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টভঙ্গির পার্থক্য ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ এই যে, দীনবন্ধুর যে ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সুগভীর সহানুভূতি ছিল, গিরিশচন্দ্রের তাহা ছিল না। বিশেষত দীনবন্ধুর মত গিরিশচন্দ্রের মধ্যে হাস্যরসবোধও ছিল না।

সাধারণ দোষ-গুণ

গিরিশ-প্রতিভা বাংলার জাতীয় আদর্শের পরিপোষক হইলেও, তিনি সংস্কৃত নাটক দ্বারা একেবারেই প্রভাবিত হন নাই। সেই যুগে দীনবন্ধুর পর গিরিশচন্দ্রই সংস্কৃত নাটকের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বাংলা নাট্যসাহিত্যে সংস্কৃত নাটকের আর কোন প্রভাব বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন। সংস্কৃত নাটক বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের আদর্শের অনুকূল নহে। গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর জাতীয় রসচৈতন্যের যে মূল ধারাটির অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের কোন স্থানই ছিল না। যে জাতীয় রসপ্রেরণায় গিরিশচন্দ্র বাল্মীকি বেদব্যাসকে পরিত্যাগ করিয়া কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই তিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বিপুল সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীর

মঙ্গলকাব্য-পাঁচালী-কবিওয়ালার গান ইত্যাদির বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন।[২] সেইজন্য তিনি যেমন কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ রচনা করেন নাই, তেমনই তাঁহার কোন স্বাধীন রচনাতেও সংস্কৃতের প্রভাব একেবারেই স্বীকার করেন নাই। গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে বিদূষকের চরিত্র আছে, তাহার সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক অপেক্ষা সেক্সপীয়রের নাটকের fool-এর বা clown-এর সামঞ্জস্যই অধিক।

সংস্কৃত অপেক্ষা সেক্সপীয়রের নাটকের বহিরঙ্গগত প্রভাব গিরিশচন্দ্রের নাটকে সমধিক অনুভব করা যায়। সেক্সপীয়রের প্রভাবের কথা গিরিশচন্দ্র নিজেও স্বীকার করিয়াছেন।[৩] সেক্সপীয়রের নাটকের বহিরঙ্গগত প্রভাবের ফলে গিরিশচন্দ্রের নাটকের জাতীয় মূল্য যে কোন কোন স্থানে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেক্সপীয়রের নাটকের বহিরঙ্গ পরিচয়ের ভিতর দিয়া এলিজেবেথীয় ইংলণ্ডের সামাজিক পরিবেশটি যেমন রূপ লাভ করিয়াছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাস্পৃষ্ট বলিয়া তাহারা এত বাস্তব হইতে পারিয়াছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেই পরিচয়টি সেক্সপীয়রের দেশ ও কাল উপেক্ষা করিয়া নিজের নাটকের মধ্যেও অনেক সময় নির্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার অনেক পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও তাহা অবিকল গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে বর্তমান যুগের বাঙ্গালীর জীবনে যাহা একান্ত অপরিচিত, ইহাদের

---

২ 'মহাকবি কাশীরাম দাস কৃত্তিবাস আমার ভাষার বনিয়াদ। আমার লেখায় তাদের প্রভাবও দেখতে পাবে।'

—গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য—কুমুদবন্ধু সেন—পৃঃ—৩৮

৩ 'মহাকবি সেক্সপীয়রই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেছি।' ঐ

মধ্যে তাহাই পরিবেশন করা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকে যদি কোন বিজাতীয়তা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহা এইখানেই ; সেক্সপীয়রের নাটকসমূহের বহিরঙ্গের পরিবর্তে অন্তরঙ্গের নিগূঢ় পরিচয় যথার্থভাবে লাভ করিতে পারিলে, গিরিশচন্দ্র এই ত্রুটি হইতে অব্যাহতি পাইতেন। সেক্সপীয়রের বহিরঙ্গগত প্রভাবজাত যে সকল লক্ষণ গিরিশচন্দ্রের নাটকের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিষ প্রদান, নিষ্ঠুর হত্যা, আকস্মিক মৃত্যু, ভৌতিক চরিত্র, নারীর পুরুষবেশ ধারণ করিয়া ছলনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৪] এতদ্ব্যতীত সেক্সপীয়রের কোন বিচ্ছিন্ন চরিত্রও আনুপূর্বিক অনুসরণ করিয়া তিনি তাঁহার পৌরাণিক কিংবা সামাজিক নাটকের মধ্যে নূতন চরিত্ররূপে গঠন করিয়াছেন। বর্তমান যুগের বাঙ্গালীর সামাজিক নাটক রচনা করিতে গিয়া এই সকল ঘটনা যেমন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত ছিল, বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ পৌরাণিক নাটক রচনা করিতেও এই সতর্কতা অবলম্বন করা তেমনই প্রয়োজন ছিল। গিরিশচন্দ্রের উপর সেক্সপীয়রের এই প্রভাব বশতঃই গিরিশচন্দ্র স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া বাংলা নাটকের মধ্যে কোন কোন সময় এলিজেবেথীয় যুগের ইংলণ্ডের চিত্র আনিয়া সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু বহিরঙ্গগত এই চিত্রের পরিবর্তে যদি গিরিশচন্দ্র সেক্সপীয়রের নাট্যকৌশলের অন্তর্গূঢ় পরিচয়টি লাভ করিয়া তাহা বাংলা নাট্যরচনার কার্যে নিয়োজিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে

৪ Shakespeare এর নাটকগুলির, বিশেষতঃ tragedy-গুলির, এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে A. H. Tharndike বলিয়াছেন, 'Their themes are revenge, madness, tyranny; conspiracy, lust, adultery and jealousy. They abound in villany, intrigue and slaughter.' —Tragedy. p. 185.

সেই যুগে কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ বাংলা নাটক রচিত হইতে পারিত। সেক্সপীয়রের নাটকের জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় গিরিশচন্দ্রের নাটকে নাই—সেইজন্য হত্যা, ষড়যন্ত্র, বিষ-প্রয়োগ এই সমস্ত ঘটনা থাকা সত্ত্বেও সেক্সপীয়রের নাট্যকাহিনীর যে সুগভীর স্তর হইতে ইহাদের প্রেরণা আসিয়াছে, তাহার পরিচয় গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

সেক্সপীয়রের ন্যায় গিরিশচন্দ্রও লঘু এবং হাস্যরসাত্মক ভাব-প্রকাশের জন্য গদ্য এবং গম্ভীর ও ওজস্বিনী বিষয় ব্যক্ত করিবার জন্য পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র যে প্রথম হইতেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন বিশিষ্ট মতবাদ লইয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার জীবনী হইতে জানিতে পারা যায় যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে গিরিশচন্দ্র বিশিষ্ট কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন না—অর্থাৎ ধর্ম তখন পর্যন্ত তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না; এই বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু ভাবিতেনও না। এমন কি, তাঁহার প্রথম পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে কিংবা চৈতন্য-জীবনী-বিষয়ক একখানি নাটকেও যে ভক্তিভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজস্ব ধর্মবোধের প্রেরণা হইতে জাত নহে, বরং তাহা তাঁহার যুগের প্রতি আনুগত্যের
ফলই বলি
মহাভারত
নাটকসমূহ
নাটকেও
ইহাই বাঙ্গ
সংস্পর্শে [illegible]
বিষয়ে সজাগ হইয়া উঠেন এবং এই ভাব ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর

হইয়া শেষ পর্যন্ত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদে গিয়া পৌঁছায়। পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিবার পর গিরিশচন্দ্র যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, একমাত্র ঐতিহাসিক নাটক ব্যতীত তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই তাঁহার এই আধ্যাত্মিক মনোভাবের প্রভাব অনুভব করা যাইতে পারে। রামকৃষ্ণদেবের নিষ্কাম কর্ম, সর্বধর্মসমন্বয় ও অদ্বৈতবাদের আদর্শ গিরিশচন্দ্রের এই যুগের নাটকগুলির মধ্যে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিয়া নাট্যিক ঘটনা-প্রবাহ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র আত্মনিরপেক্ষ হইয়া ধর্মবোধকে অনুভব করিয়া তাঁহার নাট্যকাহিনীর মধ্যে ব্যবহার করিয়াছেন, ততদিন পর্যন্ত তাহার জাতীয় ও বাস্তব (objective) মূল্য বর্তমান ছিল, নাট্যরসও তাহাতে ব্যাহত হইত না; কিন্তু যে দিন হইতে এসম্বন্ধে সচেতন হইয়া আত্মবোধ দ্বারা তিনি ইহা নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে গেলেন, সেইদিন হইতেই ইহার জাতীয় ও বাস্তব (objective) মূল্য বিনষ্ট হইয়া ইহা একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। দর্শকের দিক হইতে তখন ইহার একমাত্র শিক্ষাগত (academic) মূল্য ব্যতীত আর কোন মূল্যই অবশিষ্ট রহিল না। সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের নাটকগুলি প্রথম জীবনের নাটকগুলির মত এত রসোচ্ছ্বল নহে, সামগ্রিক জাতীয় অনুভূতি বর্জিত হইয়া নাট্যকারের একান্ত আত্মানুভূতির বাহনে পরিণত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র যখন নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তখন দেশ 'নাটক'-নামক আবর্জনায় ছাইয়া গিয়াছিল। যে দুই চারিজন নাট্যকারের রচনায় কিছু ক্ষমতার পরিচয় ছিল, তাঁহাদের লেখাও এই আবর্জনার বন্যায় ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের লেখনী এই সঙ্কটমুহূর্তে বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে ও নাট্যরচনায় নূতন উদ্দীপনা সঞ্চার করিল। কাব্যে-উপন্যাসে বাঙ্গালা সাহিত্য তখন যতটা উন্নত

হইয়াছিল, তাহা নাটকের পক্ষে তখন ছিল অসম্ভাবিত। বাঙ্গালীর জীবনে বৈচিত্র্য নাই, প্রাণেও উন্মাদনা নাই; তবুও যে তখন অজস্র নাটক রচনা করা হইতেছিল, তাহার একটা কারণ রঙ্গালয়ের অভিনব মোহ, আর একটা কারণ রচনার সুগমতা। পাত্র-পাত্রীর সংলাপ গাঁথিয়া দিলেই নাটক হইল; সুতরাং নাটকের লেখক ও পাঠক দুইয়েরই অভাব হইল না। যে দুই চারিজন নাট্যকার এই সময়ে বাঙ্গালা নাটককে সাময়িক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র অগ্রগণ্য। গিরিশচন্দ্র নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন খেয়াল-খুশির বশে নহে, প্রয়োজনের তাগিদে। এই প্রয়োজন প্রধানত ছিল রঙ্গালয়ের প্রয়োজন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মনে যে একটা সুস্পষ্ট সাহিত্যিক এবং নৈতিক আদর্শ জাগ্রত ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তখনকার বাঙ্গালায় যে হিন্দুধর্মের নব জাগৃতি দেখা দিয়াছিল এবং বঙ্কিম ছিলেন যাহার বুদ্ধিমূলক ব্যাখ্যাতা, গিরিশচন্দ্র সে দিক দিয়া যান নাই। গিরিশচন্দ্রের নাটকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটুকরা সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে উঁচু দরের সাহিত্যশিল্পের পরিচয় নাই এবং তাহা থাকিবার কথাও নয়। গিরিশচন্দ্র যাঁহাদের জন্য নাটক লিখিতেন, তাহাদের রসবোধের পরিধি তাঁহার গোচরে ছিল। সুতরাং সস্তা ভাবোচ্ছ্বাস পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের প্রশংসাধ্বনি তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। তবে গিরিশচন্দ্রের নাটকে ইহার অতিরিক্তও কিছু আছে; তাহা আন্তরিকতা। গিরিশচন্দ্র ইচ্ছা করিয়া অথবা অক্ষমতাবশতঃ রচনায় ফাঁকি চালান নাই,[৫] নিজের সাহিত্য ও

[৫] 'আমি বই লিখতে লোককে ফাঁকি দিই নি। যেটা feel করেছি, যে সত্য practical life-এ realise করেছি, যা জীবনে-মরণে পরম সত্য বলে জেনেছি, তাই সবার ভিতরে বিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।'

—গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য। কুমুদবন্ধু সেন। পৃঃ ৭৩

জীবনাদর্শকে মানিয়াই তিনি নাট্যমঞ্চের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখার প্রধান গুণ ছিল সারল্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, তাঁহার অধিকাংশ নাটকেই কোন দ্বন্দ্ব নাই। তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা-প্রবাহ একটানা স্রোতে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়—দুরতিক্রম্য কোন বাধার সম্মুখীন হইয়া সেই প্রবাহ কোন আবর্ত কিংবা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে না। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে দুই একটি রচনায় এই ত্রুটি লক্ষ্য করা না গেলেও, তাঁহার প্রায় সব নাটকেই ইহা বর্তমান। তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলি দেশীয় যাত্রার আদর্শে রচিত মাহাত্ম্য-প্রচারমূলক নাটক; কিন্তু মাহাত্ম্য-প্রচারমূলক নাটকের মধ্যেও যে বিরোধের ভিতর দিয়াই মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, গিরিশচন্দ্রের নাটকে সেই বিরোধ সৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায় না। মূলের প্রতি আনুগত্য বশতঃ তিনি আদর্শ চরিত্র ও ঘটনা সমূহের মধ্যে নিজের কল্পনাদ্বারা নূতন কোন সমস্যার উদ্ভাবন না করিয়া নাটক রচনা করিয়াছেন। অতএব তাহাদের অধিকাংশই বাহির হইতে অঙ্কে ও দৃশ্যে বিভক্ত আদ্যোপান্ত কথোপকথনের মধ্য দিয়া বর্ণিত নাটকের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, অন্তরের দিক দিয়া প্রকৃত নাটক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন।

দীনবন্ধু কিংবা অমৃতলালের ন্যায় গিরিশচন্দ্রের নাটকে জীবনের পরিহাস-মধুর, চপল, চটুল মুহূর্তগুলির পরিচয় পাওয়া যায় না। করুণ রস অথবা ভক্তি রসের গম্ভীর এবং সমাহিত ধ্বনি তাঁহার সমস্ত নাটকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।[৬] সেইজন্য প্রাণ খুলিয়া তিনি কখনো হাসিতে

৬ 'আমার drama গুলো light reading নয় serious mood-এ seriously think না করলে সব বুঝতে পারবে না। superficially আমার drama পড়া চলবে না।'

এবং হাসাইতে পারেন নাই। তাঁহার নাটকের মধ্যে যেখানে একটু আধটু হাসির অবকাশ আছে, সেখানে আমাদের অতি সন্তর্পণে থাকিতে হয়, কি জানি আমাদের লঘু চাপল্যের জন্য কখন নাট্যকার রক্তচক্ষু হইয়া তাঁহার গুরুভাবের লগুড় দ্বারা আঘাত করিয়া বসেন। বিদূষক প্রভৃতি চরিত্রের হাস্যরসের তারল্য ধর্মভাবের প্রাবল্যে সমাধি লাভ করিয়াছে। তিনি যে পঞ্চরংগুলি (Extravaganza) লিখিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও কদর্য রসিকতা আছে, কিন্তু বিমল হাস্যরসের স্নিগ্ধধারা নাই।

গিরিশচন্দ্রের রচনারীতি সর্বত্র উন্নত নয় বটে, কিন্তু কুণ্ঠার খোঁচও নাই। পদ্যে মধ্যে মধ্যে কবিত্বের পরিচয় আছে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত নাটকীয় বলিয়া প্রায়ই নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে নাই। অতি-নাটকীয়তা এবং 'কলকাতাই' ইতরতার জন্য ভাষা সর্বত্র শোভন হয় নাই।

কাহিনী

কলিকাতার ধনী ব্যবসায়ী যোগেশ, সংসারে তাঁহার বিধবা মাতা উমাসুন্দরী ও দুই ভাই রমেশ ও সুরেশ; রমেশ এটর্নি, সুরেশ ভবঘুরে; যোগেশের পত্নী জ্ঞানদা ও পুত্র যাদব, রমেশের পত্নী প্রফুল্ল, প্রফুল্ল নিঃসন্তান, সুরেশ অবিবাহিত। ইহারা সকলে একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান। জীবনের সায়াহ্নে যোগেশ যখন তাঁহার বৈষয়িক ব্যবস্থা সুস্থির করিয়া নিশ্চিত মনে মাতাকে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ পাইলেন, যে-ব্যাঙ্কে তাঁহার যথাসর্বস্ব গচ্ছিত ছিল, সেই রি-য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে এবং তাঁহার আজীবন সঞ্চিত যথাসর্বস্ব ধন বিনষ্ট হইয়াছে। যোগেশ পূর্ব হইতেই সামান্য মদ্যপান করিতেন, এই সংবাদ শুনিবামাত্র বৃন্দাবন যাত্রার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া এই নিদারুণ আঘাতের বেদনা ভুলিয়া

থাকিবার জন্য মদ্যপানের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া চলিলেন। সততা ও সাধুতা যোগেশের ব্যবসায়িক উন্নতির মূল ছিল, আজ বিপদে পড়িয়াও তিনি তাঁহার সেই আদর্শ হইতে চ্যুত হইতে চাহিলেন না। তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রমেশকে ডাকিয়া নিজেদের বিষয়-আশয় বিক্রয় করিয়া পাওনাদার ব্যাপারিদের টাকা মিটাইয়া দিতে বলিলেন। রমেশ এটর্নি, সে নিতান্ত কূটবুদ্ধি ও স্বার্থপর ব্যক্তি। সে কৌশলে ভ্রাতার সম্পত্তি বেনামি করাইয়া নিজে সর্বস্ব হস্তগত করিবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আবার আর একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। রমেশের স্ত্রীর নাম প্রফুল্ল। প্রফুল্ল তাহার দেবর সুরেশের পরামর্শে তাহার মাকড়িজোড়া পোদ্দারের নিকট বাঁধা দিয়া যোগেশের জন্য ঔষধ আনিয়া দিতে বলিল। রমেশ ইহা জানিতে পারিয়া চুরির দায়ে সুরেশকে পুলিশ দিয়া ধরাইয়া হাজতে পুরিল। যোগেশ এ কথা শুনিয়া আরও অধীর হইয়া কেবল মদ খাইয়া সকল জ্বালা বিস্মৃত হইয়া থাকিতে চাহিলেন। মাতা ও পত্নী আসিয়া বার বার নিষেধ করিতে লাগিল, কিন্তু লোকলজ্জা কিংবা মাতৃসম্মান জলাঞ্জলি দিয়া তিনি কেবল মদ খাইয়া চলিলেন। যোগেশের মাতাল অবস্থায় রমেশ তাঁহাকে দিয়া বাড়ী বেনামি মর্টগেজ করিবার কাগজপত্র সহি করাইয়া লইল। তারপর রমেশের দুরভিসন্ধি-চালিত মাতা ও স্ত্রীর অনুরোধে তিনি সেই কাগজপত্র রেজেষ্ট্রী করিয়া দিলেন—পাওনাদারগণ প্রতারিত হইল। কিন্তু যোগেশ এই কার্যের জন্য গভীর অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং সকল কিছুই ভুলিয়া থাকিবার জন্য কেবল মদের মাত্রা বাড়াইয়া চলিলেন। ক্রমে আর প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল, ব্যাঙ্ক দিন পনর'র মধ্যে 'রিকভর' করিবে, কিন্তু যোগেশের নিকট হইতে রমেশ এই সংবাদ গোপন রাখিল। চুরির দায়ে সুরেশের জেল হইয়া গেল।

রমেশ আপীল করিবার লোভ দেখাইয়া সুরেশের বিষয়ের অংশ নিজে হাত করিবার উদ্দেশ্যে জেলখানায় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিছু সাদা কাগজ সহি করিয়া আনিতে গেল, কিন্তু রমেশের সঙ্গে কাঙ্গালীকে দেখিতে পাইয়া সুরেশ সহি করিয়া দিতে অস্বীকৃত হইল। কাঙ্গালী ও তাহার স্ত্রী জগমণি রমেশের সকল দুষ্কার্যের সহায়ক ছিল—সুরেশ তাহাদের চিনিত। সুরেশের জেল হইবার কথা তাহার মাতা উমাসুন্দরীর নিকট গোপন ছিল, একদিন রমেশের পরামর্শে জগমণি আসিয়া তাঁহার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দিল। এই আঘাতে তিনি উন্মাদ হইয়া গেলেন। মদের মাত্রা বাড়িয়া চলিতে চলিতে ক্রমে যোগেশ বদ্ধ মাতাল হইয়া পড়িলেন, চেন ঘড়ি বাঁধা দিয়া মদ খাইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া মাতলামি করিতে লাগিলেন। বিশ্বস্ত কর্মচারী পীতাম্বর রাস্তা হইতে ধরিয়া তাঁহাকে কোন কোন দিন গৃহে লইয়া আসিত। যোগেশের স্ত্রী জ্ঞানদার নামে একটি বাড়ী ছিল, অভাবে পড়িয়া জ্ঞানদা তাহা বিক্রয় করিল। অল্পদিনের মধ্যে নিজের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যোগেশ স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া এক ভাড়া বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। যোগেশ জ্ঞানদার বাড়ী বিক্রয়ের টাকা মদ খাইয়া উড়াইয়া দিলেন। জ্ঞানদার গয়নার বাক্স জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া গিয়া তাহা দিয়া মদ খাইলেন। বালক পুত্র যাদবকে লইয়া জ্ঞানদা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বাড়ীর ভাড়া বাকি পড়িল দেখিয়া বাড়ীওয়ালী তাহাদিগকে বাড়ী হইতে পথে বাহির করিয়া দিল। পথে পড়িয়া জ্ঞানদার মৃত্যু হইল। যোগেশের বংশধরকে নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে কাঙ্গালী ও তাহার স্ত্রী জগমণির সহায়তায় যাদবকে ধরিয়া লইয়া গিয়া রমেশ তাহাকে বিষ দিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিল। প্রফুল্ল নিজে রমেশের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়া যাদবকে

বাঁচাইল। সুরেশ জেল হইতে ফিরিল, সে পুলিশ ডাকিয়া রমেশ ও তাহার অনুচর দুইজনকে ধরাইয়া দিল। ‘আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল’, বলিয়া যোগেশ পাগল হইয়া পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

নামকরণ

‘প্রফুল্ল’ নাটকের নামকরণ সম্পর্কে সমালোচনার অবকাশ রহিয়াছে। নাট্যকার নারী-চরিত্র ‘প্রফুল্ল’র নামানুসারে নাটকের নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু প্রফুল্লর নামে নাটকটির নামকরণ হইয়াছে, সেই জন্য নাটকখানির কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা প্রকৃত পক্ষে প্রফুল্লর-ই পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই নাটকে কতখানি তাহা সম্ভব হইয়াছে? কারণ, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ইহার কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয় নাই, কিংবা সে ইহার ঘটনা-স্রোতও কোনদিক দিয়াই রোধ করিতে পারে নাই। চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত যে অল্প কয়েকবার তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহাকে পরিবারের একজন সরলা, স্নেহময়ী বধূ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কিন্তু তখনও তাহার অবস্থান ঘটনার নেপথ্যে। তাহার অন্তরের কল্যাণী শক্তি অন্তরেই আবদ্ধ রহিয়াছে, বাহিরের চলমান ঘটনার মধ্যে সেই শক্তির কোন সক্ষম আত্মপ্রকাশ আমরা দেখি নাই। কেবল পঞ্চম অঙ্কে মদনের মতি পরিবর্তনে ও যাদবের প্রাণ রক্ষায় তাহার সক্রিয় ব্যক্তিত্বের রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ততক্ষণে অনিবার্য দুঃখের গ্রাস পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে যাদবকে বাঁচাইতে পারিল বটে, কিন্তু আর কাহাকেও বাঁচাইবার সাধ্য তাহার ছিল না। উপরন্তু

সমগ্র নাটকের আবয়বিক সংস্থানের দিক হইতেও প্রফুল্ল সর্বাধিক প্রাধান্য দাবী করিতে পারে না এবং বিশেষতঃ ট্র্যাজিডির আঙ্গিক ও ভাবিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়াও প্রফুল্লর দাবী গ্রাহ্য হইতে পারে না।

তথাপি এই নাটকের নাম 'প্রফুল্ল' কি উদ্দেশ্যে হইল?

এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলেন, "বস্তুতঃ আমাদের প্রেমপূর্ণ প্রাচীন সংসারের আদর্শ ফিরাইয়া আনিবার জন্য স্নেহময়ী প্রফুল্ল-র আত্মবিসর্জনই এই নাটকটির মেরুদণ্ড এবং সেইজন্যই নাট্যকার ইহার নাম দিয়াছেন 'প্রফুল্ল'।" এই যুক্তি খণ্ডন করিতে গিয়া আর একজন সমালোচক বলিয়াছেন, 'প্রফুল্ল-র মৃত্যুকে আত্মবিসর্জন বলা যায় কিনা সন্দেহ। ইহা আকস্মিক হত্যা, পূর্ববর্তী ঘটনার মধ্যে ইহার কোন সম্ভাবনা ও প্রস্তুতি নাই। রমেশ ও প্রফুল্লের সম্বন্ধ পূর্বে পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া তাহার হাতে প্রফুল্লের হত্যা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত একটি লোমহর্ষণ ঘটনা বলিয়া মনে হয়। প্রফুল্লের মৃত্যুকালে অনেক ভালো ভালো আদর্শের কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার জীবিত অবস্থায় এই সব আদর্শের সহিত কোন কঠোর সংঘাত ঘটিতে নাটকের মধ্যে আমরা দেখি নাই।'[৭] অধিকন্তু, যদি বুঝিতাম যে, তাহার মৃত্যু দ্বারা রমেশ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথাপি এই নামকরণের কতক সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতাম। কিন্তু তাহাও হয় নাই, নিষ্পাপ ও সরলতার প্রতিকৃতি এই আনন্দ-প্রতিমাটিকে স্বহস্তে মুচ্‌ড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়াও হতভাগ্য রমেশ কোন সত্যচৈতন্য লাভ করিতে পারে নাই—অতএব প্রফুল্ল এই নাট্য-কাহিনীর মধ্যে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে আসে নাই, সে এই বিয়োগান্তক ঘটনার একজন দ্রষ্টা হিসাবেই আসিয়াছিল—সে দেখিয়াছে, আর কাঁদিয়াছে; তারপর একদিন শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে এই

৭ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (১ম সং ১৯৪৮)—পৃঃ—১৫৬

নিষ্ঠুর সংসার হইতে বিদায় লইয়াছে। অতএব নাট্যকাহিনীর মধ্যে তাহার কোন সক্রিয় অংশ নাই।

অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু নাটকটির নাম-করণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে পুনরায় বলিয়াছেন, 'কেবল যোগেশের অধঃপতন ও তাহার শোচনীয় পরিণাম দেখানোই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে জ্ঞানদার মৃত্যু বা হত্যার সহিতই নাটক শেষ হইত—কাহিনীটিকে এতদূর টানিয়া আনার সার্থকতা থাকিত না। অধিকন্তু 'বংশরক্ষা'র জন্য পাগল মদন ঘোষের চরিত্র সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িত।"[৮] এই মন্তব্যে নাট্যকারের নৈতিক উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয় বটে, কিন্তু শৈল্পিক উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, যোগেশের শোচনীয় পরিণাম দেখানো নাটকখানির উদ্দেশ্য হইলেও জ্ঞানদার মৃত্যু বা হত্যার সহিতই নাটক শেষ হইবে—একথা বলা চলে না। কারণ, এই নাটকে যোগেশের সাজানো বাগানের শুকাইয়া যাওয়ার করুণ কাহিনী এবং সেই বাগানে রমেশের স্থানও কম নহে। 'কাহিনীটিকে এতদূর টানিয়া আনিবার সার্থকতা' ইহাই যে জ্ঞানদার মৃত্যুর পরে প্রফুল্লর মৃত্যু, রমেশের পরিণাম এবং অন্যান্য ঘটনা—সাজানো বাগানের শুকাইয়া যাওয়ারই চরম দৃশ্য। এই কারণেই শেষ দৃশ্যের শেষাংশে যোগেশ প্রবেশ করিয়াছেন এবং অনির্বচনীয় অন্তর্বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বলিয়াছেন—'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।' বাস্তবিক এক হিসাবে নাটকটি যেমন যোগেশের সাজানো বাগানের শুকাইয়া যাওয়ার ট্র্যাজিডি, অন্য হিসাবে ইহাকে একটি সমগ্র পরিবারের ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবার—একটি সুখী পরিবারের নিদারুণ পরিণামের আবর্তে বিপর্যস্ত হইয়া যাইবার ট্র্যাজিডিও বলা যাইতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি

৮ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (১ম সং ১৯৪৮)—পৃঃ—১৫৬

দিয়া কোন কোন সমালোচক হয়ত বলিতে পারেন যে, প্রফুল্লকে পারিবারিক সংহতির ধারণী শক্তির প্রতীকরূপে দেখিয়া বলা যাইতে পারে যে, পরিবারের বিপর্যস্ত হওয়া প্রফুল্লেরই ট্র্যাজিডি, সেই জন্য ইহার 'প্রফুল্ল' নামকরণ অন্যায় হয় নাই। ইহাকে ব্যক্তিবিশেষের (যোগেশের) ট্র্যাজিডি না বলিয়া একটা নৈতিক সংস্থার ট্র্যাজিডি বলাই সঙ্গত; একাধিক চরিত্রের সমবায়ে ঐ ভাবটিকে অভিব্যক্ত বা নির্দেশিত করা হইয়াছে। অতএব নাটকের ভাবগত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নাটকখানির নামকরণ করা হইয়াছে এবং এইরূপ নামকরণ অযৌক্তিক নহে।[৯] তত্রাচ এই নাটকে কেবল যোগেশের জীবনেই শোচনীয় পরিণাম ঘটে নাই,— উপরন্তু উমাসুন্দরী, জ্ঞানদা, প্রফুল্ল সকলেরই জীবনে বিপত্তি পরিণাম ঘটিয়াছে এবং ইহা হইতে রমেশও রেহাই পায় নাই। এই ধরণের খণ্ড খণ্ড বিপত্তি পরিণাম ও চরিত্রের সমবায়ে 'প্রফুল্ল' এক অখণ্ড বিষাদময় নাটক। এই অখণ্ড বিষাদময়তায় যোগেশের যেমন অংশ আছে, প্রফুল্ল এবং অন্যান্য চরিত্রেরও অংশ আছে—তবে বেশী আর কম। অতএব 'প্রফুল্ল' নামকরণে আপত্তি কোথায়?

এই যুক্তি যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই নাটকের 'যোগেশ', 'রমেশ', 'জ্ঞানদা' বা 'যাদব' নামকরণেই বা আপত্তি কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর এই নাটকের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনাতেই

৯ In none of these plays (Galsworthy's "Strife" "Justice", Mr. O. Casey's 'Silver Jassie') does one single figure or one single pair of figures, loom up sufficiently large to take dominating importance in our minds, and we have therefore, no hero or heroes in the older sense of the word, yet each of those plays definitely summons something of a tragic impression—*The theory of Drama.* pp. 154.

পাওয়া যাইবে। আরও একজন নাট্য সমালোচক বলিয়াছেন, 'একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নাটকে যোগেশের চরিত্র যতখানি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাতে চরিত্রটিকে dominating importance-এর চরিত্র বলা যাইতে পারে এবং ইহাও দেখানো যাইতে পারে যে, যোগেশকে কেন্দ্র করিয়াই ট্র্যাজিডিকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে—আর অন্যান্য প্রত্যেকটি চরিত্রের ট্র্যাজিডি শেষ পর্যন্ত তাহার পতনকেই তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে।' তাহার সঙ্গে তাহার আশ্রিত পারিবারিক চরিত্রগুলিও সর্বনাশের মুখে পড়িয়াছে। প্রফুল্ল যোগেশের সাজানো বাগানের একটি সেরা ফুল। বাগানের অনেক ফুলের সঙ্গে এই ফুলটিও শুকাইয়াছে, কিন্তু তাহাই চরম বেদনা নহে। চরম বেদনা বাজিয়াছে বাগানের মালীর বুকে, যাহার চোখের সম্মুখেই একটি একটি করিয়া সকল ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে। মৃত্যুর বেদনা বড় নহে, কিন্তু মৃত্যু ভোগ করিবার বেদনাই বড়। সেই বেদনাই 'প্রফুল্ল' নাটকের মূল কথা। অতএব এই নাটকে যোগেশই 'কেন্দ্রীয় পুরুষ' এবং যেহেতু কেন্দ্রীয় পুরুষের নামানুসারে নাটকের নামকরণ করা বিধেয়, সেই হিসাবে নামকরণে ত্রুটি ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। অধিকন্তু নাট্যকারও নাটকীয় চরিত্র হিসাবে প্রফুল্লকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদায় উন্নীত করিতে পারেন নাই—প্রফুল্লের নৈতিক ধর্মের প্রতি তাঁহার যতই লক্ষ্য থাকুক, এবং প্রফুল্ল তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রধান পতাকাবাহী হইলেও, 'প্রফুল্ল' নাটকের আঙ্গিক ও ভাবিক পরিণতির প্রধান অবলম্বন নহে।

'প্রফুল্ল' ট্র্যাজিডি কি না ?

অধিকাংশ সমালোচক 'প্রফুল্ল' নাটক সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা একখানি সার্থক করুণ-রসাত্মক নাটক। আপাত দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিসহ মনে হয়। কারণ, এই নাটকে বাঙ্গালী সমাজের একটি পরিবার দুঃখময় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে কিরূপে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া এক অন্তিম হাহাকারে নিঃশেষ হইয়া গেল তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে। পরিবারের কর্তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার সুযোগে কি ভাবে এক ঘোর স্বার্থান্বেষী শক্তির বিষাক্ত ক্রিয়ায় একটি সাজান বাগান শুকাইয়া গেল, তাহারই এক জ্বালাময় বৃত্তান্ত ইহাতে রূপায়িত হইয়াছে। এখন আমাদের বিচার করিতে হইবে যে, এই নাটকটি প্রকৃত কোন শ্রেণীর নাটক—বিষাদান্তক, tragedy না অতি-নাটক (melo-drama)।

বাংলা সাহিত্যের একজন ইতিহাসকার সাধারণভাবে নাটকটির পরিচয় দিবার কালে বলিয়াছেন, 'প্রফুল্ল গিরিশচন্দ্রের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণাঙ্গ বিয়োগান্তক নাটক। নাটকের আরম্ভ পাইকারি-ধরণের বিপৎপাতে এবং শেষও পাইকারি-ধরণের 'পতন ও মৃত্যু'-তে। কলিকাতার মধ্যবিত্ত ভদ্রসংসারের অবনতির কাহিনী লইয়া নাটকটি রচিত। অমানুষিক ভ্রাতৃবিদ্বেষ এবং পৈশাচিক লোভ নাটকটির বীজ। অতিরিক্ত রঙ ফলানো না হইলে বইটি একটি সত্যকার ট্র্যাজেডি হইতে পারিত।'[১০] এই সম্পর্কে আমি অন্যত্র বলিয়াছি যে, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার আকস্মিক দুঃসংবাদই এই নাট্য-কাহিনীর সমগ্র বিয়োগান্তক ঘটনাসমূহের মূল ; অথচ ব্যাঙ্ক যে সত্যই ফেল পড়িয়াছিল, তাহাও

১০ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (২য় খণ্ড, ২য় সং)—পৃষ্ঠা—২৭৭

নহে, পনর দিন পরেই 'রিকভর' করিবে বলিয়া শোনা গিয়াছিল ; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই কাহিনীর বিয়োগান্তক ঘটনা বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল—তাহা আর প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই, করিবার চেষ্টাও করা হয় নাই। কাহিনীর অনিবার্য পরিণতির সূত্রে যাহা সংঘটিত হয় নাই, তাহা কোন ট্র্যাজিডির .ভিত্তি হইতে পারে না। অতএব উক্ত কাহিনীর মধ্যে যথার্থ ট্র্যাজিডির যে কোন উপাদান নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হয় ; সুতরাং আমরা উচ্চাঙ্গের বিয়োগান্তক নাটকের মধ্যে tragic relief বলিতে যাহা পাই, এই নাটকের মধ্যে তাহা পাই না। এই নাট্যকাহিনীর বিয়োগান্তক ফল কার্যকর হইবার পক্ষে আর একটি প্রধান বাধা এই যে, বিয়োগান্তক নাটকে ভাগ্যের যে বিপর্যয় দেখানো হয়, ইহার মধ্যে তাহা নাই বলিলেই চলে। ইহাতে দুর্ভাগ্যের সূচনা হইতে দুর্ভাগ্যের পরিণতিটুকু পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু সৌভাগ্যের কোন চিত্র প্রত্যক্ষ করি নাই।

আলোচ্য নাটকটির নাটকত্ব বা ট্র্যাজিকগুণ বিচার করিতে হইলে উক্ত মন্তব্যগুলির সহিত নায়ক চরিত্রকে মুখ্য করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রথমেই আমরা ট্র্যাজিক নাটকের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া Aristotle-এর উদ্ধৃতির দ্বারা বলিতে পারি ;—

"Such a person is one who does not excel in virtue and righteousness, nor is he brought into adversity through wickedness and depravity, but through some error." (*Poetics*. p. 33.)। এই যে ট্র্যাজিক ভ্রান্তি অথবা 'hamartia', যোগেশের চরিত্রে, তাহার একান্ত অভাব। যে সকল সমালোচক এই নাটকটিকে tragedy বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা সেই tragedy-র কারণ নির্দেশ করিতে

গিয়া বলিয়াছেন, সাময়িক উন্মত্ততা (Temporary Insanity) ট্র্যাজিডির কারণ।[১১] যেহেতু এই উন্মত্ততা আসিয়াছে ব্যাঙ্ক ফেল পড়িতেই, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াকেই tragedy-র কারণ বলিতে হয়। অপর একজন সমালোচক যোগেশের চরিত্রের প্রকৃতিগত দুর্বলতাকেই ট্র্যাজিডির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[১২] কেহ বা যোগেশের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার মধ্যেই ট্র্যাজিডির মূল অনুসন্ধান করিয়াছেন।[১৩] এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতার বিষয়টি আলোচনা করিতে গেলে দুইটি প্রশ্ন মনের মধ্যে আসে। প্রথমতঃ, এই দুর্বলতা সত্যই অন্তর্নিহিত কিনা, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পূর্বেও ইহা যোগেশের মনে জাগ্রত অথবা সুপ্ত অবস্থায় ছিল কি না। দ্বিতীয়তঃ, এই দুর্বলতাকে স্বীকার করিলে যোগেশ চরিত্রের ট্র্যাজিকধর্ম কিরূপে এবং কতখানি বজায় থাকে। প্রথম প্রশ্নটি বিচার করিলে মনে হয়, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পরে যোগেশের দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট হইলেও ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পূর্বে এরূপ দুর্বলতা যে তাহার চরিত্রের মধ্যে ছিল, এমন কোন আভাস অন্তত নাটকের ভিতর হইতে পাওয়া যায় না। তবে মদ্যপানের অভ্যাস যে ছিল, তাহা বুঝা যায়। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পূর্বে যোগেশের যে পরিচয় তাহার এবং অন্যান্য সকলের মুখে পাওয়া যায়, তাহাতে তো ধারণা হয় যে, তিনি ছিলেন পুরুষকারের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তখন তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী ও অকলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী! ব্যঙ্ক ফেল হওয়ার পূর্বে জ্ঞানদার মুখে শুনি, 'বাবা, ভ্যালা কাজ শিখেছিলে কিন্তু। কাজ!

---

১১ অপরেশ মুখো—রঙ্গালয়ে ত্রিশবৎসর—পৃঃ ১২২।

১২ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত—'গিরিশ প্রতিভা'—পৃঃ ৩০০।

১৩ সাধন ভট্টাচার্য—নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার (১ম সং, ২য় খণ্ড)—পৃঃ ১৩৩-৪।

কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সক্ নেই!' (১।১—পৃঃ ৫)। এই সংলাপের কিছু পরেই যোগেশ নিজে বলেন, 'সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ করতে আলস্য বোধ হ'ত, তোমরা সেই খোলার ঘরের ভিতর শুয়ে—ফিরে দেখতুম আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়তো; সেই উৎসাহ-ই আমার উন্নতির মূল' (১।১—পৃঃ ৬)। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার পরে যখন যোগেশ ধ্বংসের অতলে তলাইয়া যাইতেছে, সেই গহ্বর হইতে আক্ষেপের সুরে নিজের অতীত জীবন সম্বন্ধে বলিতেছে, 'সেদিন ছিল যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলেম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্তি আমায় লোকে জান্তো' (২।৪—পৃঃ ৫৫)। এই উদ্ধৃতিগুলি হইতে দেখিতে পাই যে, যোগেশ দৃঢ়চেতা, আদর্শবাদী, কর্মী পুরুষ—সর্বপ্রকার দুর্বলতার অতীত। তাহা হইলে একথা স্বীকার্য যে যোগেশের পরবর্তী দুর্বলতা তাহার অন্তর্নিহিত নহে; একটা বাহিরের আকস্মিক ঘটনার দ্বারা তাহা তাহার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়াছে এবং বলা বাহুল্য যে, সেই দুর্ঘটনা হইল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় যে, ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রূপ একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় যোগেশের চরিত্রে অতর্কিত পরিবর্তন আসিয়াছে এবং তাহাতেই তাহার পতন সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু আমরা জানি যে, আকস্মিক কোন বাহ্য দুর্ঘটনা কোন ট্র্যাজিডির ভিত্তি হইতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় যে, যোগেশের চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা স্বীকার করিলেও সেই দুর্বলতার প্রকাশ নাটকের মধ্যে যে ভাবে হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে ট্র্যাজিক রসোত্তীর্ণ চরিত্র কখনই বলা চলে না। নায়ক যদি তাহার অনিবার্য দুর্ভাগ্যের জন্য প্রধানতঃ দায়ী না হয়, যদি সেই দুর্ভাগ্যকে রোধ করিবার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রামের পরিচয় না দেয়, যদি তাহার পতন একটি অলঙ্ঘ্য

বিশ্ববিধানের প্রতি আমাদের শোকাহত দৃষ্টিকে উন্মীলিত না করে, তবে তাহার দুঃখভোগের মধ্যে ট্র্যাজিক মহিমার অভাব ঘটে। কিন্তু যোগেশের মধ্যে এই ট্র্যাজিক নায়কের কোন চিহ্নই নাই। তাহার সক্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সেই চূর্ণ ব্যক্তিত্ব ক্লীবের ন্যায় রমেশের ষড়যন্ত্র-জালে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যোগেশ চরিত্রের আর যাহা বাকি রহিল, তাহা হইতেছে কুৎসিত মাত্‌লামি, কদর্য নিষ্ঠুরতা ও নিষ্ক্রিয় দুঃখবিলাস। এত বড় একজন সচেষ্ট, সক্ষম পুরুষ হঠাৎ এরূপ একটি নিশ্চেষ্ট জড় পিণ্ডে পরিণত হইলেন এবং তাহাও শুধু ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার জন্য ; ইহাকে আকস্মিক পক্ষাঘাত বলা যায়, ট্র্যাজিডি বলা যায় না। যোগেশের সাংসারিক দুর্ভাগ্যের পূর্ণতার মধ্যেই ইহার পরিসমাপ্তি—ইহাতে কোন দ্বন্দ্ব নাই, অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিবার কোন প্রয়াস নাই—নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়াই ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহার মধ্য দিয়া যেমন অবস্থাগত কোন বৈপরীত্য দেখানো সম্ভব হয় নাই, তেমনিই অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম দ্বারা ঘটনাগত বিক্ষোভ সৃষ্টি করিবারও চেষ্টা করা হয় নাই—ইহা একটানা দুঃখের পাঁচালী মাত্র, তাই এই কাহিনীর মধ্যে নাট্যগুণের একান্ত অভাব। যোগেশের যদি এই গা-ভাসাইয়া দেওয়া স্বভাব না হইত, অর্থাৎ সে যদি সক্রিয় বা সচেষ্ট (active) হইত, তবে নাটকের অনেক দুঃখময় ঘটনাই নিবারণ করা যাইত। যে ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার ফলেই যোগেশের এই ক্লৈব্যপ্রাপ্তি, সেই ব্যাঙ্ক পুনরায় টাকা দিতে সুরু করিলেও, তাহার মানসিক সুস্থতা ফিরিয়া আসে নাই। ইহাতে মনে হয়, একটি লঘু ও নিবার্য ঘটনাকেই যেন অনাবশ্যক দুঃখের ফানুষে ভর্তি করা হইয়াছে। পরেও পীতাম্বরের সঙ্গে যোগেশ যখন ব্যাঙ্কে যাইতেছিল, তখনই নাটকের দুঃখ-গতি প্রায় থামিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু যোগেশের

অনির্দেশ্য ও অশ্রদ্ধেয় নিষ্ক্রিয়তায় সেই গতিকে পুনরায় মুক্ত করিয়া দিল। (৩।৪—পৃঃ ৯২-৯৭)। যাহার অভিমান জ্ঞান এতই টন্‌টনে, একটি ইতর স্ত্রীলোকের মুখে অকারণ জোচ্চোর অপবাদ শুনিয়াই যিনি দিশাহারা হইয়া পড়েন, তিনি তো একটু স্বপ্রতিষ্ঠিত হইলেই সব অপবাদ ঘুচাইতে পারিতেন। যিনি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে সুনামের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছেন, দুর্নামে তাঁহার এরূপ আতঙ্ক ও মর্মবেদনা এক প্রকার কপট আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছুই নহে। সামান্যতম ঘটনাকে আয়ত্ত করিবার শক্তি যাঁহার নাই, যিনি বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জের অনিয়ন্ত্রিত খেয়ালের কাছে নির্বিবাদ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন, ট্র্যাজিক নায়করূপে তাহার মূল্য কতটুকু? এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে, নায়ক চরিত্রের কোন বিশেষ দোষ-গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার সুখদুঃখ ভোগ তাহারই ক্রিয়ার ফলে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যোগেশের দুঃখ তাহার কোন ক্রিয়ার (activeness) ফলে তো ঘটে নাই!

এই নাট্য-কাহিনীর ট্র্যাজিক রস কার্যকর হইবার পক্ষে আর একটি প্রধান বাধা এই যে, যোগেশের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির অংশ নাট্যকাহিনীর পূর্ববর্তী ঘটনা এবং কেবলমাত্র যোগেশের মুখের কথার দ্বারাই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে—প্রকৃত নাট্যিক দৃশ্যের ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ পায় নাই। 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—ইহা যোগেশের মুখের কথা, 'সাজান বাগানটি' আমরা চোখে দেখিতে পাইলাম না বলিয়া ইহা যে কেমন করিয়া শুকাইয়া গেল, তাহাও প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারিলাম না—ইহার কেবল 'শুষ্ক' দিকটাই আমরা গোড়া হইতে দেখিলাম। এই কারণেই কাহিনীর বিয়োগান্তক ফল দর্শকের উপর কার্যকর হইতে পারে নাই—তবে দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা চোখের সামনে সংঘটিত হইতে দেখিয়া

দর্শক অভিভূত হয় সত্য, কিন্তু তাহা ট্র্যাজিডির ক্রিয়া নহে—পথে-ঘাটে কাহারও কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা দেখিলে যেমন মানুষ স্বাভাবিক একটা সহানুভূতিতে অভিভূত হয়, ইহা তাহাই; ইহাতে উচ্চাঙ্গের নাট্যরস এবং প্রথম শ্রেণীর নাট্য-শিল্পকৃতি কিছুই নাই।

নাটকের মধ্যে যোগেশের চরিত্র যে-ভাবে দেখানো হইয়াছে, তাহাতে তাহার ভাগ্য বিপর্যয়ের একটা কারণ নির্দেশ করা যায়, তাহা সমালোচকগণ সজোরে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহা সম্ভবত নাট্যকারেরও অভিপ্রেত ছিল না—তাহা হইল যোগেশের প্রবল মদ্যাসক্তি। এই মদ্যাসক্তি এক 'অন্তর্নিহিত দুর্বলতা'-রূপে তাহার সুস্থ ও সমৃদ্ধ অবস্থার মধ্যেও বর্তমান ছিল। নাট্যকাহিনীর প্রথম হইতেই যোগেশকে মদ্যপ রূপেই আমরা পাইয়াছি। ব্যাঙ্ক ফেল হইবার পূর্বেও তাহাকে বোতল হইতে এই বিষামৃত ঢালিতে দেখা যায় এবং মদ্যপানের জন্য স্ত্রীর অনুযোগ লইয়াই যোগেশ এই নাট্যকাহিনীতে প্রবেশ করিয়াছে। (১।১—পৃঃ ৫)। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পরে এই সুরাসক্তি সমস্ত মাত্রা ও সংযম হারাইয়া ফেলে এবং চতুর্দিক হইতে তখন বিপর্যয়ের কালো মেঘ ঘনাইয়া উঠে। এই বিষয়ে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং আরও অনেকে বলিয়াছেন, সুরাপান ট্র্যাজেডির কারণ নহে, পরিণাম। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে সুরাপানই ট্র্যাজেডি(?)-র কারণ, পরিণাম নহে। নিমচাঁদ ও যোগেশের দুঃখ ও সমস্যা একই, বরং নিমচাঁদ বোধহয় অধিকতর উন্নত ও অনুভূতিশীল।

জনৈক সমালোচক 'লীয়র' ও 'হ্যামলেট' নাটক দুইটির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, নিষ্ক্রিয় হইলেও ট্র্যাজিডির নায়ক হওয়া চলে। কিন্তু লীয়র সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনি নাটকের শেষ দিকে নিষ্ক্রিয় দুঃখ ভোগী (more sinned against than sinning)

হইলেও ট্র্যাজিডির সূচনা কিন্তু তাঁহারই অহঙ্কৃত মনোভাব ও ভ্রান্ত আচরণের ফলেই হইয়াছে। অধিকন্তু দুঃখের আঘাতে অসহায় ভাবে তাড়িত-বিতাড়িত হইলেও সেক্সপীয়রের অদ্বিতীয় লেখনী তাঁহার সমুন্নত ট্র্যাজিক মহিমা বজায় রাখিতে পারিয়াছে, কিন্তু যোগেশের সেই মহিমা কোথায়? আবার হ্যামলেটের সহিত যোগেশের যে সাদৃশ্য তাহাও নিতান্তই বাহ্য এবং মুহূর্তের। প্রথমতঃ, হ্যামলেট বাহিরের জগত সম্পর্কে একেবারে ক্রিয়াহীন নহে, সে বীর এবং শক্তিমান; অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে সে সম্পূর্ণ সক্ষম—শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর পূর্বে সে তাহা দেখাইয়া দিয়াছে। ইহা ব্যতীত তাহার আত্যন্তিক মানসিক দ্বন্দ্ব ও চিন্তাপ্রবণতাই তাহার সক্ষম ক্রিয়া-শক্তির অন্তরায় হইয়া তাহার ট্র্যাজিডি ঘটাইয়াছে।

কিন্তু যোগেশের এই সূক্ষ্ম মানসিক দ্বন্দ্ব কোথায়? নাটকের মধ্যে যোগেশের অন্তর্দ্বন্দ্বময় মনোজগৎ একেবারেই অনুপস্থিত।

তাই সমগ্র 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যেই মদ্যপায়ী লোকের একটি ইতর মাতলামির পরিচয় প্রকট, তাহার ব্যক্তিসত্তার অন্য সব চিন্তা ও চেতনা একেবারেই বিলুপ্ত। এই বিরক্তিকর সুরাসক্তির ফলে তাহার দুঃখবেদনা আমাদের অনিবার্য সহানুভূতি লাভ করিতে পারে না। এই সুরাসক্তিই যদি যোগেশের পতনের কারণ হইয়া থাকে, তবে তাহার দুঃখ ট্র্যাজিডির অপ্রতিরোধ্য শক্তি হারাইয়া ফেলিয়া নিতান্তই হাল্‌কা ও বাহ্যিক হইয়া পড়িয়াছে। অতএব তাহার এই শোচনীয় পরিণতির জন্য সে কতদূর সহানুভূতি (pity) পাইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য। কারণ, আমরা জানি যে, pity ও fear—এই দুইটি আবেগের উৎসার ও মোক্ষণই ট্র্যাজিডি সৃষ্টির মুখ্য উপায়। যোগেশের চরিত্রের যে সব দোষ ত্রুটি উপরে উল্লেখ করা হইল এবং যত তত্ত্ব-সমাবেশ করা হইল, তাহাতে যোগেশ চরিত্রকে যেমন ট্র্যাজিক চরিত্র বলা চলে

না, নাটকখানিকেও খাঁটি ট্র্যাজিডির মর্যাদা দেওয়া যায় না। অতি-রঞ্জিত দুঃখময় ঘটনার অবতারণা দ্বারা ইহাকে অনাবশ্যক কারুণ্য-পীড়িত করা হইয়াছে মাত্র।

'নীলদর্পণ' ও 'প্রফুল্ল'

বাংলা নাটকের প্রত্যূষ যুগে দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' (১৮৬০ খৃঃ) নাটকখানির প্রায় ২৯ বৎসর পরে বাংলা নাট্যইতিহাসের মধ্যযুগে, গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রথম সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯ খৃঃ) রচিত হয়। 'নীলদর্পণ' নাটক তাহার বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে এবং রাজনৈতিক কারণে বাংলা দেশে এককালে যে প্রচণ্ড আলোড়ন জাগাইয়াছিল, তাহার বেগ বাঙ্গালী বোধহয় আজও ভুলিতে পারে নাই। এই নাটকের অভিনয়কে আশ্রয় করিয়াই বাংলা দেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সে কারণে গিরিশচন্দ্র অনুবাদ-গীতিনাট্য দিয়া নাটক রচনার সূত্রপাত (প্রথম নাটক ১৮৭৩?) করিবার পর প্রায় ষোল বৎসর ধরিয়া অবিশ্রাম বিভিন্ন বিষয়ে নাটক রচনা করেন এবং পরে যখন প্রথম সামাজিক নাটক রচনা করিতে বসেন, তখন প্রায় স্বাভাবিক ভাবেই মঞ্চসফল সুবিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ'-কে আদর্শ করিয়াছিলেন। যদিও এই সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নাই, তথাপি ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ, পরিণতি প্রভৃতি দিক হইতে বিচার করিলে 'প্রফুল্ল'র উপর 'নীলদর্পণে'র প্রভাব সহজেই প্রমাণিত করা যায়।

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের ঘটনা স্থান পল্লীগ্রাম, আর 'প্রফুল্ল' নাটকের ঘটনা কলিকাতার মধ্যেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব এই

স্থান-গত পার্থক্য স্বাকার্য। কিন্তু উভয় নাটকের ঘটনা পরিমণ্ডল যেন এক বলিয়া মনে হয়; মৃত্যু এবং হাহাকার-দীর্ঘশ্বাস উভয় নাটকের আবহাওয়াকে বিষাদগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। 'নীলদর্পণ' নাটক পাঠ করিতে করিতে পরিণতির দিকে যতই আগাইয়া যাওয়া যায়, বসু পরিবার এবং তাঁহাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী 'প্রতিবেশী রাইয়ত' সাধুচরণের পরিবারের মর্মান্তিক দুঃখ-কষ্টে হৃদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। অপর পক্ষে 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশ ঘোষের পরিবার যেরূপ আকস্মিক ঘটনার আঘাতে ধীরে ধীরে ধ্বংসের মধ্যে লীন হইয়া গেল—একটি সুখী ও স্বচ্ছল পরিবার ছারখার হইয়া গেল, তাহাতে আমাদের অন্তঃকরণ বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে। আপাত বিচারে উভয় কাহিনীর বক্তব্য, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পরিস্থিতি ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হইবে; তথাপি যে আক্ষেপ এবং যে বিপর্যয় উভয় নাটকের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহা যেন একই জিনিষের রকমফের মাত্র। 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যে যেমন আইন-আদালত, কোর্ট-জেল ইত্যাদি রাজকার্যের ভাষা ও আবহাওয়া এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যেও সেইরূপ সর্বদাই আইন-আদালতের বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাই যেন ইহার ঘটনাকে একটি বিশেষ পরিণতির দিকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে।

চরিত্র-স্বভাবের দিক হইতে বিচারে 'প্রফুল্ল' নাটকের উপরে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রভাব যেন সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে হয়। প্রথমত 'প্রফুল্ল' নাটকের অন্যতম নারী চরিত্র ও নাম ভূমিকার প্রফুল্লকে দেখিলে মনে হয়, এ যেন 'নীলদর্পণে'র সরলতা—শুধুমাত্র নাম পরিবর্তন করিয়া আসিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উভয়ের নামের অর্থগত নৈকট্যও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। প্রফুল্ল যেমন সারল্যের প্রতিমূর্তি, সংসারের কূটচক্রের সংবাদ রাখে না—বিপদের আভাষ কিছুই

উপলব্ধি করিতে পারে না, নীলদর্পণ নাটকের সরলতাও ঠিক তেমনি সরলতার প্রতিমূর্তি। 'স্বরপুর-বৃকোদর' নবীনমাধব বসুর পরিবার যখন ধ্বংসের অতলান্ত খাদের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সেই প্রায় বালিকা-বধূ হাসি-আহ্লাদে সময় কাটাইয়াছে। 'নীলদর্পণ' নাটকে সরলতা যেমন বসু-পরিবারের দ্বিতীয় পুত্র-বধূ, তেমনি 'প্রফুল্ল' নাটকেও প্রফুল্ল ঘোষ-পরিবারের দ্বিতীয় পুত্র-বধূ। 'প্রফুল্ল' নাটকে 'প্রফুল্ল'র মৃত্যু হইয়াছে গলা টিপিয়া ধরায়—রমেশ এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়াছে। 'নীলদর্পণে'ও এই ঘটনা দেখিতে পাই। সেখানেও সরলতাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে তাহার উন্মাদ শ্বশ্রূমাতা-ঠাকুরুণ। প্রফুল্ল ও সরলতা উভয়েই নিঃসন্তান।

'প্রফুল্ল'র জ্যেষ্ঠা-বধূ জ্ঞানদা, 'নীলদর্পণে'র জ্যেষ্ঠা-বধূ সৈরিন্ধ্রীর অনুসরণে রচিত। উভয়ে ঠিক একইভাবে সমস্ত সংসারের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলিয়া লইতেছে; বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতাকে অবসর প্রদান করিতেছে। উভয় নাটকেই দেখা যায় যে, শ্বশ্রূমাতা জ্যেষ্ঠা-বধূকে নিতান্ত বালিকা অবস্থায় সংসারে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং আজ তাহাদের উপর সংসারের সকল কর্তব্য সমর্পণ করিয়া নিজেরা তীর্থস্থানে গমনাভিলাসিনী। দুইটি নাটকেই জ্যেষ্ঠা-বধূগণ কনিষ্ঠা-জা'-কে ভগিনীর ন্যায় বিশেষভাবে স্নেহ করেন এবং কনিষ্ঠাগণও একান্তভাবে জ্যেষ্ঠার অনুগত।

'প্রফুল্ল' নাটকে উমাসুন্দরী হইতেছেন সংসারের কর্ত্রী। ইঁহার চরিত্র অনুধাবন করিলে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, 'নীলদর্পণ' নাটকের সাবিত্রীর চরিত্র-প্রভাব এখানে অত্যন্ত প্রকট। উভয়েই পুত্রশোকে উন্মাদ হইয়াছেন—উমাসুন্দরী কনিষ্ঠপুত্র সুরেশের শোকে এবং সাবিত্রী জ্যেষ্ঠপুত্র নবীন মাধবের শোকে। দ্বিতীয় জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং মৃত্যু ঘটাইয়াছেনও মত্তাবস্থায়। প্রথম জনের মৃত্যু না হইলেও মত্তাবস্থায় জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন।

'নীলদর্পণ' নাটকে একমাত্র বালক চরিত্র বিপিন। সে জ্যেষ্ঠের সন্তান। কিন্তু খুড়ীমার একান্ত অনুরক্ত এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বসু-পরিবারের অবশিষ্ট দুইজন প্রাণধারণ করিয়াছে। নাটকের অন্তিমে তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বাৎসল্য-স্নেহের কিঞ্চিৎ শীতল হাওয়া বহিয়াছে। অপরপক্ষে 'প্রফুল্ল' নাটকেরও একমাত্র শিশুচরিত্র যাদব। সেও জ্যেষ্ঠের সন্তান এবং খুড়ীমার বিশেষ অনুরক্ত। প্রফুল্ল তাহাকে বাঁচাইতে যাইয়াই প্রাণ দিয়াছে। এই যাদবকে কেন্দ্র করিয়াই শেষোক্ত নাটকের অবশিষ্ট চরিত্র যেন প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিবার প্রেরণালাভ করিয়াছে। মনে হয়, 'নীলদর্পণে'র শিশু বিপিন, প্রফুল্ল নাটকে কিশোর যাদব-এ আসিয়া পৌঁছাইয়াছে।

ইহা ছাড়া 'নীলদর্পণ' নাটকের অপরাপর বহু চরিত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব কিংবা অনুসরণ 'প্রফুল্ল' নাটকে দেখা যায়। নীলদর্পণের তোরাপ পোষাক ও ভাষা পরিবর্তন করিয়া 'প্রফুল্ল' নাটকে পীতাম্বর-এ পরিণত হইলেও উভয়ের হৃদয়-বৃত্তি অপরিবর্তিত থাকিয়া গিয়াছে।

'নীলদর্পণ'-এর পরিণতি যেমন বিষাদান্তক, মৃত্যুর ঘনঘটা যেমন সমস্ত নাট্যাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, পতন ও মূর্ছা মৃত্যু পরিণতিকে অত্যন্ত সরল-সোজা রেখায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, 'প্রফুল্ল' নাটকেও এই সোজা পথের অনুকরণ দেখা যায়। এমন কি, নাট্য-বিন্যাসে উচ্ছ্বাস উভয় নাটককেই ট্রাজিক পরিণতিতে না রাখিয়া অতিনাটকীয় স্তরে আনিয়া ফেলিয়াছে। ধ্বংস ও মৃত্যু বা 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেলো' ইত্যাদি দৃশ্য বা উক্তি নাটক-কে যে যথার্থ ট্র্যাজিডি করিতে পারে না, উভয় নাট্যকারই ইহা বুঝিতে পারেন নাই ; বাঙ্গালী জীবনের ট্র্যাজিডিকে রূপদান করিতে গিয়া কেহই (দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্র) মাত্রা রক্ষা করিতে পারেন নাই। যে

দুঃখের বীজ বাঙ্গালী-মনের অবচেতনে দীর্ঘকাল সুপ্ত ছিল, তাহাকে নাট্যানুভূতির উত্তাপে বাহ্যাভিব্যক্তি দান করিতে গিয়া স্বাভাবিক ভাবেই, উভয়েই অতিশয় আবেগপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছেন।

মন্তব্যপ্রসঙ্গে ইহা বলা বোধ হয় অসমচীন হইবে না যে, দীনবন্ধু পুরাণের বিষয় বর্জন করিয়াও তাহার সূক্ষ্মতম প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই; পৌরাণিক কল্পনাতিশয্য তাঁহার বস্তুনিষ্ঠা ও স্বভাবচিত্রণের মধ্যেও অজ্ঞাতসারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং পুরাণ-রসপুষ্ট বাঙ্গালীর রসরুচি ও মাত্রাজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে যে চড়াসুরে কথা বলিতে হইয়াছে, পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রও সেই অস্থি-মজ্জাগত সংস্কারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই যুক্তি, 'রামকৃষ্ণ পরমহংস শিষ্য, ভক্তি-ভাব গঙ্গার ভগীরথ, গিরিশচন্দ্র ঘোষের "প্রফুল্ল" নাটকটি 'নীলদর্পণ নাটকের প্রভাবপুষ্ট' মন্তব্যকে, বিশেষভাবে সমর্থন করে।

পৌরাণিক সংস্কার

গিরিশচন্দ্র প্রায় চল্লিশখানি নানাবিষয়ক পৌরাণিক নাটক রচনা করিবার পর তাঁহার 'প্রফুল্ল' নামক সামাজিক নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক যে, তাঁহার এই সামাজিক নাটক রচনার ভিতর দিয়া তাঁহার পৌরাণিক নাটক রচনার সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। কারণ, পৌরাণিক নাটক রোমান্টিকধর্মী, ইহার জগৎ ও জীবন আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ নহে বলিয়াই ইহার সম্পর্কিত কোন বিষয়ই আমাদের নিকট অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু

সামাজিক নাটকে এই বিষয়ে নাট্যকারকে একটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করিবার আবশ্যক হয়। ইহার চিত্র ও চরিত্রগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত—ইহাদের চিত্রগুলিকে আমরা প্রত্যহ চোখে দেখিয়া থাকি, চরিত্রগুলিও আমাদের প্রতিবেশিরূপে বাস করে, সুতরাং ইহাদের সম্পর্কে কোন অস্বাভাবিকতা কিংবা অসঙ্গতি আমাদের নিকট পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। 'প্রফুল্ল' নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র কতদূর তাঁহার পৌরাণিক নাটক রচনার সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে বাংলার সমাজজীবনের প্রত্যক্ষ একটি পরিচয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বিচার করিয়া খুদা আবশ্যক।

পৌরাণিক নাটকের অমিত্র পদ্যসংলাপের পরিবর্তে 'প্রফুল্ল' নাটকে অবশ্য গিরিশচন্দ্র আনুপূর্বিক গদ্য সংলাপই ব্যবহার করিয়াছেন, এখানে তিনি পৌরাণিক নাটক রচনার ধারা পরিত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দেখা যায়, চরিত্রসৃষ্টির বিষয়ে তিনি পৌরাণিক নাটকের সংস্কার সর্বত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কয়েকটি মাত্র চরিত্রের কথা উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমতঃ মদন ঘোষ নামক ইহাতে যে একটি চরিত্র আছে, তাহা পৌরাণিক নাটকের সংস্কার অনুসরণ করিয়াই এই নাটকে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে উমাসুন্দরীর ধারণা, 'সে পাগল নয়, অমনি পাগ্‌লামো করে বেড়ায়। ও সব লোক কি ধরা দেয়!' (১।১)।

তাহার চরিত্র ও আচরণ রহস্যাচ্ছন্ন (mystic)। গিরিশচন্দ্রের রচিত পৌরাণিক নাটকের মধ্যেই এই শ্রেণীর চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়; বাহিরে ইহারা পাগলের রূপ ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু মুখে তাহাদের সর্বদাই তত্ত্বকথা শুনা যায়, সেই তত্ত্ব সুগভীর জীবন দর্শন জাত তত্ত্ব। এই সকল চরিত্রের সঙ্গে পার্থিব কোন চরিত্র কিংবা

জীবনের সম্পর্ক থাকে না, ইহারা বৃন্তহীন পুষ্পের মত আপনা হইতে আপনি ফুটিয়া উঠে, নাটকের প্রয়োজনমত আসে, প্রয়োজন ফুরাইলেই চলিয়া যায়। কোথায় যায়, কোথা হইতে আসে তাহা কেহ জানে না। পূর্বেই বলিয়াছি, পৌরাণিক নাটকের রোমাণ্টিক ধর্মী পরিবেশের মধ্যে ইহাদের যে স্থানই থাকুক, বাস্তবধর্মী নাটকের মধ্যে যে ইহাদের স্থান হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এই শ্রেণীর দ্বিতীয় চরিত্র যোগেশের বালক পুত্র যাদব। সে শিশু, কিন্তু শিশুর পক্ষে যে জীবন নিতান্ত স্বাভাবিক ও বাস্তব, তাহা তাহার মধ্যে নাই। সে আদর্শ শিশু, মাতা ও পিতার প্রতি ভক্তিতে সে আদর্শ এবং এই মাতৃপিতৃভক্তি ছাড়া সংসারে আর কিছুই সে জানে না। এই শিশুর মধ্যে পৌরাণিক শিশু চরিত্র ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও বৃষকেতুর প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। গিরিশচন্দ্র ইতিপূর্বে পৌরাণিক শিশু চরিত্রগুলি লইয়া নাটক রচনা করিয়াছেন, সেই সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া তিনি বাস্তব জগতের এই শিশু চরিত্রটি অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। মনে হয়, ইহার উপর 'সরলা' নাটকের গোপাল চরিত্রের প্রভাবও কতকটা সক্রিয় ছিল, গোপালের চরিত্র হইতেও পিতৃভক্তির দিক দিয়া যাদব চরিত্র অনেক অগ্রসর। অন্যায়ভাবে মাতাল পিতার নিকট হইতে প্রহার লাভ করিয়াও সে মায়ের নিকট জানিতে চাহে, 'বাবা আমায় রোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি।' পিতার স্নেহহীন আচরণকেও ক্ষমা করিয়া মাতাল পিতার মদ্য পানকে তাহার 'অসুখ হইয়াছে' মনে করে। তাহার এই আদর্শ পিতৃভক্তি যে পিতৃ-মাতৃ হরিভক্ত পূর্বোক্ত পৌরাণিক চরিত্রগুলিরই প্রভাবের ফল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁহার 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম জীবন্ত শিশু চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহার পর

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'র গোপাল, সেই তুলনায় অনেকটা হীনপ্রভ হইলেও সম্পূর্ণ অবাস্তব হইয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু পৌরাণিক নাটক রচনার সংস্কার বশতঃই গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকে শিশু যাদবের চরিত্রটিকে বাস্তব ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

চরিত্রের এবং ঘটনার আকস্মিক ও আমূল পরিবর্তন পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য। 'প্রফুল্ল' নাটকে শিবনাথ চরিত্রের মধ্য দিয়া সেই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। শিবনাথ সুরেশের মত চরিত্রহীন যুবকের বন্ধু, সে যে একটি 'প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ' পূর্বে এ'কথা বুঝিতে পারা যায় নাই, কিন্তু সহসা চতুর্থ অঙ্কের পর হইতেই তাহার চরিত্র কোন অজ্ঞাত কারণে পরঃদুখ কাতরতায় বিগলিত হইয়া গেল এবং তাহার মহাপুরুষ পরিচয় আর গোপন রহিল না। সুরেশের মত পাষণ্ডের সঙ্গে যে এই প্রকৃতির একটি চরিত্রের কি ভাবে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, তাহার আকস্মিক চরিত্র পরিবর্তনের কারণও খুব স্পষ্ট নহে। সুতরাং ইহা বাস্তব জীবনাশ্রিত চরিত্ররূপে স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই; পৌরাণিক জীবনের সংস্কার হইতেই যে ইহার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই ইহার বিষয়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

এই নাটকের পীতাম্বরও এই শ্রেণীর আর একটি চরিত্র। নিজের সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়া যোগেশের পরিবারকে রক্ষা করাই তাহার লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রকার অহৈতুকী প্রভুভক্তি কেবল পৌরাণিক জীবনের পটভূমিকাতেই সম্ভব। যখন চরম সঙ্কট উপস্থিত হয়, তখনই পৌরাণিক নাটকে সঙ্কটত্রাতা দেবতার আবির্ভাব ঘটে, তাহার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দেবতাও নির্বিকার হইয়া থাকেন। 'প্রফুল্ল' নাটকেও দেখা যায়, যখন জ্ঞানদা যাদবের হাত ধরিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—'হা ভগবান্,

অদৃষ্টে এই লিখেছিলে! ভিক্ষে কত্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব? কোথায় দাঁড়াব?' সেই মুহূর্তেই প্রফুল্লর আবির্ভাব হইল, প্রফুল্ল যাদবকে খাবার কিনিয়া আনিবার পয়সা দিয়া বিপদে আশ্বাস দিল।

পৌরাণক নাটকের ধারা অনুসরণ করিয়াই 'প্রফুল্ল' নাটকে যে এই বিষয়গুলি আসিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

৬ যুগ-চিত্র

এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা প্রধানতঃ যুগাশ্রয়ী, অর্থাৎ তাহার সমসাময়িক যুগ হইতেই তিনি প্রেরণা লাভ করিয়া নাটকের রূপে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্য যুগকে আশ্রয় করিয়াই যুগোত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে সত্য, কিন্তু যুগের উপর একান্ত ভাবে যিনি নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহার রচনা কিছুতেই যুগোত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে না। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগের পরিবর্তে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর অধ্যাত্মচিন্তারই বিকাশ হইয়াছে। যদি পৌরাণিক নাটকের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিয়া না থাকেন, তবে সামাজিক নাটকের মধ্যে যে তাহা অপরিহার্য হইবে, ইহা ত নিতান্তই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে, 'প্রফুল্ল' নাটকে তাহাই হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার যৌথ পরিবারের ভিত্তি শিথিল হইয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পরিচয়টিই যে 'প্রফুল্ল' নাটকে মূলতঃ বিধৃত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। ইতিপূর্বে বঙ্কিম-চন্দ্রের সমসাময়িক কালে ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' নামক বাংলার প্রথম পারিবারিক জীবন-

ভিত্তিক উপন্যাসের ভিতর দিয়া এই ভাবটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তারকনাথ পল্লীজীবনের পটভূমিকায় তাঁহার কাহিনীকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে যৌথ পরিবার ভাঙ্গিবার যে কারণ নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা 'প্রফুল্ল' নাটক হইতে স্বতন্ত্র হইলেও ইহা দ্বারা গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' রচনায় যে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা অন্যান্য বিষয় হইতেও জানিতে পারা যায়। কিন্তু তথাপি গিরিশচন্দ্র যৌথ পরিবারের বন্ধন শিথিল হইবার যে কারণটি তাহার 'প্রফুল্ল' নাটকে দেখাইয়াছেন, তাহাই প্রকৃত এবং যথাযথ। 'স্বর্ণলতা'-র শশিভূষণের যৌথ পরিবারটি বিনষ্ট হইবার একমাত্র কারণ ও একটি মাত্র চরিত্র, তাহা প্রমদা। কিন্তু একটি নূতন সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের ব্যাপক ভিত্তির উপর গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকের যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের পরিচয়টি প্রকাশ করিয়াছেন। নব প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবিকা উপার্জনের সূচনা হইতেই আধুনিক বাংলার যৌথ পরিবারগুলির বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যদিয়া সেই বিষয়টিই সার্থকভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'য় তাহা নাই। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'প্রফুল্ল' যে বৎসর প্রকাশিত হয়, (১৮৯০) তাহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের বাংলার পারিবারিক জীবনাশ্রিত ছোট গল্পগুলি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে নাই। সুতরাং গিরিশচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে এই বিষয়ে কোন প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও নহে। প্রত্যক্ষদৃষ্ট নাগরিক জীবনের মধ্য হইতেই গিরিশচন্দ্র এই নাটকের বিষয়-বস্তু আহরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার চিত্রগুলি এত জীবন্ত হইতে পারিয়াছে।

'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যে যোগেশের মদ্যপান ও তাহার পরিণামের যে চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাও উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের

বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের কলঙ্ক স্বরূপ ছিল, ইহারও চিত্র গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত সমাজ-জীবন হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' ইত্যাদি রচনার পর হইতেই তদানীন্তন নাগরিক জীবনের এই কলঙ্কের কথা প্রচার লাভ করিয়া কত যে নাটক-প্রহসন রচিত হইয়াছিল, তাহার অন্ত নাই। শুধু তাহাই নহে, দেশে সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া সমাজ-দেহের এই দুরন্ত ব্যাধি দূর করিবার প্রয়াসও দেখা দিয়াছিল। 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্য দিয়াও সমসাময়িক বাংলা দেশের এই মসীলিপ্ত চিত্রই প্রকাশ করিয়া সমাজের দৃষ্টি ইহার মর্মান্তিক পরিণতির দিকে আকৃষ্ট করা হইয়াছিল। সে দিন কলিকাতা মহানগরীর কত অন্তঃপুরই যে জ্ঞানদার মত কত হতভাগিনী পত্নীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার হিসাব কোনদিনই কেহ করিতে পারিবে না এবং এই পথেই যে কত সাজান বাগান শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাই বা কে বলিতে পারবে? গিরিশচন্দ্র সেদিনকার সমাজের এই রূপটিকে সুদৃঢ় ভাবে তাহার 'প্রফুল্ল' নাটকে আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া যোগেশের চরিত্রটি এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানদার সংলাপেও সর্বত্রই বক্তৃতার মত সুরে মদ্যপানের নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রফুল্ল যখন জ্ঞানদাকে একদিন বলিল 'দিদি, তুমি খেতে দাও কেন দিদি?' জ্ঞানদা তাহার উত্তরে বক্তৃতার মত সুরে বলিল,—'আমি কি করবো বোন, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ির দোকান, কিনে খেলেই হ'লো। আহা! কোম্পানির রাজ্যে এত হ'চ্ছে, যদি মদের দোকানগুলি তুলে দেয়, তা হলে ঘরে ঘরে আশীর্বাদ করে, আর লোকে ভাতার-পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে।' ইহাই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার নাগরিকজীবনের চিত্র।

যোগেশ একদিন মাতলামি করিতে করিতেই বলিল, 'সাবাস, সাবাস, উকিল কি চিজ···আমার মা রত্নগর্ভা, একটি মাতাল, একটি উকিল, একটি চোর।' (২।৪)। উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ইংরেজের অনুকরণে মদ্যপানের অভ্যাস সৃষ্টি হইয়াছিল, তেমনই আইন আদালত সৃষ্টি হইবার ফলে মামলা মোকদ্দমারও সৃষ্টি হইয়াছিল ; মদ এবং মোকদ্দমা দুই-ই সেদিন বাংলার পরিবার ধ্বংস করিতেছিল। মোকদ্দমার সহায়ক উকিল-মোক্তার, অর্থোপার্জনের জন্য সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের বৃত্তি ছিল, তাহাদের কবলে পড়িয়া সাধারণ লোক যে কি ভাবে লাঞ্ছিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ইহার মধ্য দিয়া সেই ভাবটিই প্রকাশ পাইয়াছে। পল্লী জীবনে একদিন যে কাজ একটি বৈঠকেই পঞ্চায়েৎ কিংবা গ্রামবৃদ্ধগণ মীমাংসা করিয়া দিতেন, তাহাই উকিল মোক্তারের করুণায় দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর মাস, মাসের পর বৎসর ধরিয়া টানা-পোড়েন হইতে লাগিল, তাহার ফলে ভুক্তভোগীর জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিতে লাগিল। সমসাময়িক সমাজের এই ভাবটিই এই উক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

খল (Villain) চরিত্র

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যাহা ট্রাজিডি বলিয়া পরিচিত, তাহার মধ্যে এমন একটি চরিত্র থাকে, নাটকীয় ঘটনায় যাহার দুষ্কার্য অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার জন্যই নাটকের করুণ পরিণতি ত্বরান্বিত হইয়া থাকে, ইংরেজিতে এই শ্রেণীর চরিত্রকে Villain বলে, বাংলায় তাহাকে খল চরিত্র বলিয়া উল্লেখ করা যায়। 'প্রফুল্ল' যদিও পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত ট্রাজিডি নহে, বরং সাধারণ বিয়োগান্তক নাটক, তথাপি ইহাতে এই

শ্রেণীর একাধিক চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের আচরণের জন্যই নাটকের করুণ পরিণতি দ্রুততর হইয়াছে। খল চরিত্র না থাকিলে যে কাহিনীর ট্রাজিক পরিণতি সংঘটিত হইতে পারে না, তাহা নহে, তবে তাহা বিলম্বিত হয়; কিন্তু কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা নাটকের একটি বিশেষ গুণ, সেইজন্য বিয়োগান্তক নাটক মাত্রেই খল চরিত্র অপরিহার্য হইয়া থাকে। 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের মধ্যম ভ্রাতা রমেশ এই অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার কাজের সহায়ক রূপে কাঙ্গালী ও জগমণিকে লাভ করিয়াছে। ইহাদের আচরণ বিয়োগান্তক নাটকের পক্ষে কতদূর স্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

'প্রফুল্ল' নাটকের করুণ পরিণতির জন্য নায়ক চরিত্র যোগেশের নির্বিচার মদ্যাসক্তিই মূলতঃ দায়ী হইলেও, তাহারই পরিবারস্থ নিজ-ভ্রাতা রমেশ তাহার এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগটুকু গ্রহণ করিয়াছে। নিজস্ব বিশেষ স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই খলচরিত্র নায়কের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করিয়া থাকে। রমেশও এখানে ভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তি নিজে একা অধিকার করিবার অভিপ্রায়েই এই অন্যায় আচরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে; সুতরাং ইহা বহির্মুখী বিষয়ের প্রলোভন, অন্তর্মুখী কোন বিদ্বেষ নহে। একমাত্র সম্পত্তি হস্তগত করা ব্যতীত রমেশের যোগেশের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করিবার আর কোন কারণ ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় না। যোগেশ কিংবা তাহার পরিবারস্থ অন্য কাহারও উপর তাহাদের কোন অন্যায় কার্যের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার কোন সঙ্কল্প হইতে যে রমেশ যোগেশের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা নহে। বরং যোগেশের সম্পর্কে তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথাই তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সে যোগেশকে বলিতেছে, 'আমায় মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন', (১।১); সে দাদার জন্যই 'মানুষ' হইয়াছে, লেখাপড়া শিখিয়াছে, সুতরাং

দাদার বিরুদ্ধে তাহার মত লেখাপড়া জানা লোকের কোন অভিযোগ থাকার কোনও কারণ নাই। কিন্তু সহসা আবার তাহার মুখেই অকারণ ভ্রাতৃবিদ্বেষের এই বক্তৃতা শুনিতে পাই,—'ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখরা, তারপর বাপের বিষয় বখরা, ভাইপো হ'বেন জ্ঞাতি শত্রু! (১।৩)।' রমেশের বাপের বিষয় বলিতে কিছু ছিল না, সুতরাং তাহা বখ্‌রা হইবার আশঙ্কা অর্থহীন, সুতরাং তাহার অভিযোগের মধ্যে কেবল মা বখ্‌রা আর ভাইপো জ্ঞাতি শত্রু হইবে ইহারই মাত্র আশঙ্কা। শুধু ইহাই যোগেশের বিরুদ্ধে রমেশের অভিযোগ। তারপর, তাহার সঙ্কল্প এই প্রকার, 'দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারিগুলোকেও ঠকান চাই। যখন মদ ধরেছে, সই করে নেবার কথা ভাবিনি, আজই হ'ক কালই হ'ক সব সই করে নিচ্ছি। ...মদ আমার সহায়। আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে।' (ঐ) ঐ সঙ্কল্পে রমেশ আর কোন বাধা পাইল না, তাহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। খল চরিত্রের সঙ্গে নায়ক চরিত্রের শত্রুতার এখানে কোন অন্তর্মুখী বিদ্বেষমূলক কারণ ছিল না, ইহার কারণ নিতান্ত বহির্মুখী অর্থাৎ বিষয়-গত। সুতরাং মাত্র এই কারণ এত মর্মান্তিক একটি পরিণতির পক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য। অন্তর্মুখী বিদ্বেষ যত তীব্র বহির্মুখী বিষয়-আশয়ের প্রতি লিপ্সা তত তীব্র নহে! বিদ্বেষ তীব্র না হইলে পরিণতির ক্রিয়া সুদূর-প্রসারী হইতে পারে না। রমেশের বিদ্বেষ এত কিছু তীব্র ছিল না, যাহার জন্য সে একসঙ্গে নিজ জননীকে উন্মাদিনী, পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার সর্বনাশ, মাতৃতুল্য ভ্রাতৃবধূকে গৃহচ্যুত, ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা, এমন কি, সর্বশেষে তাহার প্রতিরোধকারিণী নিজ স্ত্রীকে হত্যা পর্যন্ত করিতে পারে। সুতরাং ঘটনার পরিণতির তুলনায় ইহার কারণ নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।

কাহিনীর মর্মান্তিক পরিণতি সংঘটন করিবার বিষয়ে কাঙ্গালী ও জগমণির কি স্বার্থ ছিল তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। যোগেশের পরিবারের সঙ্গে তাহাদের কোন পরিচয়ই ছিল না; অথচ তাহারা কেবলমাত্র রমেশের কথায় বিষ প্রয়োগ করিয়া যাদবের হত্যার আয়োজন করিয়াছে। রমেশের কথা কাঙ্গালীর শুনিবার কারণ, রমেশ তাহার পূর্ব জীবন-বৃত্তান্ত জানে, সেই পূর্ব-জীবনে কৃত পাপ যাহাতে প্রচার লাভ করিয়া তাহার দণ্ডভোগ করিতে না হয়, সেইজন্য সে আর এক নূতন পাপাচরণ করিতেছে। এক লঘু পাপ ঢাকিবার জন্য আর এক গুরুতর পাপ করিতেছে। সুতরাং ইহাকেও স্বাভাবিক বলিয়া মনে করা কঠিন। এখানেও অন্তর্মুখী বিদ্বেষ কিছুই নাই, সুতরাং তাহারও শিশুহত্যা করিবার মত পাপে লিপ্ত হইবার কোন প্ররোচনা এখানে দেখা যায় না। সুতরাং কাঙ্গালী রমেশেরই একটি ছায়ামূর্তি কিংবা প্রসারিত রূপ মাত্র, তাহার আর কোন স্বতন্ত্র পরিচয় নাই।

জগমণিকে নারী এবং কাঙ্গালীর স্ত্রী বলিয়াই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু চরিত্রগুণের দিক দিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এক। স্ত্রী হইলেই যে পাপাচারী স্বামীর অনুগামিনী হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। সেক্সপীয়রের ওথেলা নাটকে খল চরিত্র ইয়াগো পাপাচরণ করিলেও তাহার পত্নী এমিলি দুঃসাহসিকতার সঙ্গে সত্যভাষণ করিয়া দুর্বৃত্ত স্বামীর হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু এখানে জগমণির স্বাতন্ত্র্য নাই। কিন্তু সে কোন্ স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হইয়া শিশুহত্যার কার্যে সাহায্য করিয়াছে? হয়ত অর্থলাভ, কিন্তু সে যদি প্রকৃত নারীই হইয়া থাকে, তবে অর্থের এই প্রলোভন ত্যাগ করিয়াও এমন জঘন্য কার্য হইতে সে দূরে থাকিত, অন্ততঃ তাহাই স্বাভাবিক নারীপ্রকৃতি। স্বাভাবিক প্রকৃতিই সাহিত্যের উপজীব্য, অস্বাভাবিক চরিত্র কদাচ তাহা নহে।

হাস্যরস

প্রতিভা কখনও অনুকরণ-জাত হইতে পারে না, ইহা সর্বদাই সহজাত। যদিও গিরিশচন্দ্রের পূর্বে যাঁহারা বাংলায় সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং দীনবন্ধু মিত্রের সহজাত হাস্যরসিকের প্রতিভা ছিল, এমন কি মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাঁহার দুইখানি প্রহসন রচনার ভিতর দিয়া তাঁহারও এই বিষয়ক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সামাজিক নাটক রচনায় বহুলাংশে ইহাদের প্রবর্তিত ধারণাই অনুসরণ করিয়াছিলেন, তথাপি এ কথা সত্য যে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই হাস্যরস সৃষ্টির যে প্রতিভা ছিল, তাহা গিরিশচন্দ্র অনুকরণ করিতে পারেন নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, জীবন সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের সর্বদাই এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তাহারই ফলে কোন জিনিসকেই তিনি লঘু বা হালকা করিয়া দেখিতে পারিতেন না। অবশ্য রচনার মধ্য দিয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিলেই যে জীবন-দৃষ্টি লঘু হইয়া যায়, তাহা নহে। রামনারায়ণ কিংবা দীনবন্ধুর নাটক যাঁহারা গভীরভাবে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, হাস্যরসের ভিতর দিয়া গভীরতম জীবনবোধেরও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু গিরিশ চন্দ্র সেই প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, নাটকের মধ্যে তাঁহার হাস্যরস-সৃষ্টির প্রয়াস এক স্বতন্ত্র ধারা অনুসরণ করিয়াই আসিয়াছে, সেই ধারাটি যে কি, তাহাই এখানে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

সাধারণতঃ পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্র বিদূষক চরিত্রের সহায়তায় হাস্যরস সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার

বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষক নহে, বরং সেক্সপীয়রের নাটকের fool কিংবা clown চরিত্রের অনুরূপ। সংস্কৃত বিদূষক এবং ইংরেজী fool বা clown চরিত্রে পার্থক্য আছে। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক কাহিনীর অনিবার্য ধারা অনুসরণ করিয়া আসে না, বরং কেবলমাত্র কৌতুক রস সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনে কাহিনীনিরপেক্ষ হইয়াই আবির্ভূত হইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্রের বিদূষক তেমন নহে। তাঁহার 'জনা' নাটকের বিদূষক চরিত্র কাহিনী নিরপেক্ষ চরিত্র নহে, বরং কাহিনীর মধ্যে তাঁহার একটি বিশেষ সক্রিয় অংশ আছে, তাহার মধ্য দিয়া নাটকের বক্তব্য বিষয়টি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য এ' কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, 'জনা' নাটকের বিদূষকের মত তাঁহার আর কোন পৌরাণিক নাটকের বিদূষক কিংবা হাস্যরসাত্মক চরিত্র এতখানি প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি তাহাদের কেহই সংস্কৃত নাটকের মত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত চরিত্র নহে।

'প্রফুল্ল' নাটক সম্পর্কে আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাতেও এমন কতকগুলি চরিত্রের মাধ্যমে তিনি হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, কাহিনীর মধ্যে যাঁহাদের অত্যন্ত সক্রিয় অংশ রহিয়াছে। অথচ এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা বিয়োগান্তক নাটক এবং 'প্রফুল্ল' নাটকের বিয়োগান্তক রস যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহাও বলিবার উপায় নাই—অবশ্য বিয়োগান্তক রসকে আমি ট্রাজিক রস বলিতেছি না। সাধারণ ভাবে বিয়োগান্তক রস বা করুণরস যে প্রফুল্ল মধ্যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না; অথচ এ কথাও সত্য যে, কতকগুলি চরিত্রের মধ্য দিয়া তাঁহার হাস্যরস সৃষ্টিরও প্রয়াস দেখা যায়। সুতরাং নাটকের করুণ রসকে অব্যাহত রাখিয়া ইহার মধ্যে হাস্যরস তিনি কতখানি, কি ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা এখন বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

'প্রফুল্ল' নাটকে প্রধানতঃ মদন ঘোষ, ভজহরি, জগমণি এই তিনটি চরিত্র আশ্রয় করিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে, নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি এবং পরিণতির মধ্যে তিনটি চরিত্রেরই অংশ আছে। এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে মদন ঘোষকে পাগল বলিয়া উল্লেখ করা আছে, তাহার মুখের কথা খাপছাড়া, পাগল চরিত্রের মধ্যদিয়া যে হাস্যরস সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাকে নিতান্ত উচ্চস্তরের হাস্যরস বলা যায় না, কিন্তু মদন ঘোষ সেই শ্রেণীর পাগল নহে। উমাসুন্দরী তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়াই মনে করিতেন এবং শেষ পর্যন্ত সে তাহার মহত্ত্ব দিয়া কাহিনীর একটি অতি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নিবারণ করিল। সুতরাং ইহাকে পূর্ণাঙ্গ হাস্যরসাত্মক চরিত্র বলা যায় না, এবং তাহার এই আচরণের মধ্য দিয়া যে সামান্য অসঙ্গতির কথা এখানে-সেখানে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দ্বারা নাটকের করুণ রস ক্ষুণ্ন হইতে পারে নাই। নাটকের প্রথমেই উমাসুন্দরী এবং যোগেশ স্বয়ং তাহার প্রতি যে শ্রদ্ধার ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন ও শেষ পর্যন্ত সে নিজে যে ভাবে যাদবকে রক্ষা করিবার কার্যে সহায়তা করিয়াছে, তাহাতে তাহার আচরণে যত অসঙ্গতিই প্রকাশ পা'ক না কেন, নাটকের করুণ রস ব্যাহত হয় নাই। বাহ্যতঃ এক হাস্যরসাত্মক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াও চরিত্রটি অন্তরের গভীরতম প্রদেশে করুণ রসের সন্ধান পাইয়া তাহাতেই পদচারণা করিয়াছে, সুতরাং সে নাটকের করুণ রস পরিপুষ্টিরই সহায়ক হইয়াছে।

(তারপর ভজহরির কথা উল্লেখ করিলেও দেখা যায়, তাহারও জীবনের একটি অতি করুণ কাহিনী ছিল। তাহা তাহার নিজের ভাষাতেই শুনি, সে বলিতেছে, 'মুখ মনে করতে গেলে অনেকের মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ নয়—এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাস্যমুখী মা ছিল, গ্যাটা গোঁটা সব ভাই ছিল, বোনটা আমি না খাইয়ে দিলে খেত

না ; তারপর শোন, একদিন খোলিয়ে এ'সে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ীশুদ্ধ কাঁদ্‌ছে। কি সমাচার ?—না জমিদার আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত ঝুঁঝিয়ে প'ড়্‌ছে, প্রাণ ধুক ধুক কর্‌ছে। সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরেন ; তারপর জমিদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলে পুলে নিয়ে মা ঠাকরুণ বেরুলেন ; দেশে অকাল ভিক্ষে, পাওয়া যায় না, যা দুটি পান, আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান, এক দিন ত গাছতলায় প'ড়ে মরেন'— ।' তাহার মুখ হইতে এই করুণ কাহিনী শুনিবার পর তাহার মধ্যদিয়া যে হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তাহাও করুণ রসে বিগলিত হইয়া গেল। সুতরাং তাহার কোন হাস্যরসাত্মক আচরণ দ্বারাই নাটকের করুণ রস আর ক্ষুণ্ণ হইতে পারিল না। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, এই শ্রেণীর চরিত্র 'শেক্সপীয়র রচিত Fool-এর নিকটতম প্রতিবেশী'। শেক্সপীয়রের Fool-এর মধ্যেও বাহিরের হাস্যরস দিয়া অন্তরের সুগভীর করুণ রস চাপা থাকে। পূর্বোক্ত সমালোচকের কথায় বলিতে গেলে 'দুঃখের আঘাতে কেহ সিনিক হয়, কেহ হিউমরিষ্ট হয়, ভজহরি সিনিক নয়, হিউমরিষ্ট। দুঃখের আলখাল্লাটা উল্টাইলেই দেখা যায় যে, সেটা বিদূষকের চাপকান। দুঃখের মর্ম্মজ্ঞ ছাড়া কে কবে হাস্যরসিক হইয়াছে ? হাস্যরস ও করুণ রস অদৃষ্টের যমজ সন্তান, একটু নিরিখ করিয়া দেখিলেই দু জনের মুখের আদল ধরা পড়িবে।' ভজহরির হাস্যরসের উৎস করুণ রস বলিয়াই তাহার হাস্যরসাত্মক চরিত্রের জন্য 'প্রফুল্ল' নাটকের করুণ রস ক্ষুণ্ণ হইতে পারে নাই।[১]

এইবার জগমণির কথা কিছু বলা প্রয়োজন ; কারণ, ইহার মধ্য দিয়াও গিরিশচন্দ্র হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন, গিরিশচন্দ্রের পরিকল্পনায় জগমণি চরিত্রটি অত্যন্ত অস্পষ্ট, ইহার পরিচয় যে সে স্ত্রী চরিত্র, কিন্তু ইহার আচরণ স্ত্রীজনোচিত নহে, ইহার আকৃতি কুৎসিৎ,

তাহার কুৎসিৎ আকৃতি প্রকৃতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস দেখা গিয়াছে। কখনও বিদ্যাধরী, কখনও রূপসী বলিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে; ইহা যে প্রকৃতির হাস্যরস সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত স্থূল। জগমণি কাঙ্গালীর স্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইলেও কখনও কখনও চাপরাসীর কাজ করিয়া থাকে বলিয়া মনে হয় (১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)। ইহাও যে শ্রেণীর হাস্যরসের জনক, তাহাও খুব উচ্চ স্তরের বলিয়া মনে হইতে পারে না, বরং নিতান্ত গ্রাম্য স্তরের বলিয়া মনে হইবে। জগমণির কুৎসিৎ আকৃতি এবং বিকৃত প্রকৃতির জন্য ক্রমে ক্রমে তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণা বা জুগুপ্সার ভার পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, অকৃত্রিম হাস্যরস তাহাকে আশ্রয় করিয়া কিছুতেই সৃষ্টি হইতে পারে না। জীবনাচরণের ছোট বড় অসঙ্গতি হাস্যরসের আশ্রয়, যেখানে জীবনাচরণ বাস্তব নহে,— বিকৃত এবং অবাস্তব সেখানে যাহা সৃষ্টি হয়, তাহা হাস্যরস নহে। জগমণি চরিত্রের আচরণের মধ্যে এমন কতকগুলি অসঙ্গতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ইহার মধ্যে একটি বিকৃত মানসিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়, কোন সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে না। জগমণির চরিত্র শেষ পর্যন্ত শিশু-হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে, সুতরাং যে হাস্যরসাত্মক পরিমণ্ডল তাহার আকৃতি এবং প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও শেষ পর্যন্ত অন্তর্হিত হইয়া গিয়া তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন হাস্যরস তাহাকে অবলম্বন করিয়াও সৃষ্ট ইহাতে পারে নাই, সুতরাং ইহা দ্বারাও 'প্রফুল্ল' নাটকের সুনিবিড় করুণ রস কোথাও তরলায়িত হইয়া উঠিবার অবকাশ হয় নাই।

সুতরাং দেখা গেল, 'প্রফুল্ল' নাটকে যথার্থ হাস্যরসাত্মক চরিত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নাই, আপাতদৃষ্টিতে যে সকল চরিত্র হাস্য-রসাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহারা ভিতরের দিক হইতে কেহ

স্বার্থতাড়িত, কেহ বেদনা-পীড়িত, কেহ বা আদর্শে উদ্বুদ্ধ। সুতরাং ইহাদের দ্বারা নাটকের করুন রস পরিপুষ্টিরই সহায়তা করিয়াছে, কোন দিক দিয়াই তরলায়িত করিতে পারে নাই।

গিরিশচন্দ্র সচেতন ভাবে যে, 'প্রফুল্ল' নাটকের করুণ রস অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য হাস্যরসকে ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে দেন নাই, তাহা নহে, তিনি ইচ্ছা করিলেই হাস্যরসকে প্রাধান্য দিতে পারিতেন না, কারণ, ইহা তাহার প্রতিভার অনুকূল ছিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথমতঃ জীবন সম্পর্কে তাঁহার যে গুরুত্ববোধ ছিল, তাহাই তাহাব মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হাস্যরসাত্মক নাটক সৃষ্টির অন্তরায়; তারপর যে সুগভীর দৃষ্টি হইতে হাস্যরসের মধ্য দিয়াও করুণ রসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, গিরিশচন্দ্রের সে জীবন-দৃষ্টিরও অভাব ছিল। এমন কি, ভজহরির মুখ দিয়া যে কথা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আচরণের মধ্য দিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

চরিত্র-বিচার

যোগেশ 'প্রফুল্ল' নাটকের নায়ক-চরিত্র, তাহার আচরণের জন্যই কাহিনীর বিয়োগাত্মক পরিণতি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে তাঁহার মুখের কথা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি অত্যন্ত দীন অবস্থা হইতে কেবলমাত্র নিজের পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সততার গুণে বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার এই বিষয়ক উক্তি হইতে তিনি যে একজন অত্যন্ত বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তাহাই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যগুলির ভিতর দিয়া তিনি যে প্রত্যক্ষ আচরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সম্পর্কিত উক্ত

বিশ্বাস সৃষ্টি হইবার পক্ষে বিরোধী। তিনি বহুকাল যাবৎই মদ্যপান করিতেন, কাহিনীর সূচনা হইতেই দেখা যায়, তাহার মাত্রা তিনি একটু বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং সেজন্য স্ত্রীর অনুযোগের ভাগী হইয়াছেন। স্ত্রী তাঁহার সম্পর্কে অভিযোগ করিয়া নিতান্ত বিরক্তি সহকারে বলিতেছেন, 'আগে দিনে ছিল না, এখন আবার দিনে একটু হয়েছে; ঐ এক কাঁচ্চা চন্নামেত্তর মুখে না দিলেই নয়?' সুতরাং যোগেশ নিজের মুখের কথায় নিজের যে চরিত্রগুণ ও আত্মত্যাগের কথা কীর্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ আচরণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না, এমন কি, তাঁহার চরিত্রগুণ ও আত্মত্যাগের কথায় তাঁহার স্ত্রীও সায় না দিয়া তাহার একটি চারিত্রিক আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করিতেছে। আত্মপ্রশংসা দ্বারা তিনি তাঁহার চরিত্রের গুণ নিজে যতখানি ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, স্ত্রীর মুখ হইতে তাহার আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ দ্বারা তাহা ততোধিক ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। স্ত্রীর হাত হইতে মদের বোতল চাহিয়া লইয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতার চোখের সম্মুখেই বোতল হইতে মদ ঢালিয়া পান করিয়া তাঁহার চারিত্রিক গুণ যে কতদূর বিকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক করে না। এমন কি, স্ত্রীও তাঁহার মদ্যপানের আধিক্য দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, 'ও মা আবার ঢাল্‌ছ কেন?' তিনি তাহার জবাবে কেবল মাত্র বলিয়াছেন, 'বড় বৌ আজ বড় আমোদের দিন।' মদ্য পান করিয়া যে আমোদ করে, তাহার চরিত্র সম্পর্কে কোন উচ্চ ধারণা সৃষ্টি করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, মদ্য পান কেবল এই যুগেই নয়, উনবিংশ শতাব্দীর মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র রচনাকাল হইতেই নিন্দিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এ কথা যদি কেহ বলেন, যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজে ইহাই শিষ্টাচার ছিল, তবে তাহাও স্বীকার করা যাইবে না—দেখা যাইতেছে, স্ত্রী পর্যন্ত স্বামীর

আচরণে ঘৃণা ও আতঙ্ক প্রকাশ করিতেছেন। তারপর এই শ্রেণীর চরিত্রের যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। নিজের কর্মচারীর মুখ হইতে 'ব্যাঙ্ক বাতি জ্বেলেছে' এই সংবাদ শুনিবামাত্র নিজের সর্বনাশ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন, 'আবার ফকির হলুম।' তিনি প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই ফকির হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিবার ফলে তিনি যে কবে ধনী ছিলেন, তাহা তাঁহার মুখের কথা ব্যতীত আচার-আচরণে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তাহার সম্পর্কে সহানুভূতিই হউক, কিংবা কোন প্রকার ঔৎসুক্যই হউক, পাঠকের পক্ষে সৃষ্টি হওয়া কঠিন। তারপর তিনি যে, 'গেল একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল,' ইত্যাদি আক্ষেপোক্তি করিতে করিতে নির্বিচার মদ্যপানের পথ ধরিয়া চলিলেন, তাহার কোন অংশেই তাঁহার প্রতি নূতন করিয়া পাঠকের সহানুভূতি আর জাগ্রত হইতে পারে নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় বিপুল ঐশ্বর্য সঞ্চয় করিয়াছে, তাহার পক্ষে এই বিষয়বুদ্ধিহীন হৃদয়াবেগ-প্রবণতা যেমন অসম্ভব, তেমনই অস্বাভাবিক।

তারপর প্রফুল্লর কথায় শুনা যায়, তিনি মদ খাইয়া 'দিদিকে লাথি মেরেছেন, ছেলেটাকে চড় মেরেছেন, মাকে গালাগালি দিয়াছেন'; সুতরাং তাঁহার সর্বনাশের আর কিছুই বাকি নাই, এই অবস্থায় তাঁহার চরিত্রের কেবল দোষের দিকটাই নাট্যকার নানাভাবে দেখাইয়াছেন। গুণের দিকটা কিছুই ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। 'প্রফুল্ল' নাটক পাঠ করিলে, কিংবা ইহার অভিনয় দেখিলে ইহার নায়ক যোগেশ চরিত্রের বিশেষ যে কি গুণ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। গুণ কেবলমাত্র নিজের মুখের কথায় প্রকাশিত, কাজে তাহার কিছুই প্রকাশ পায় নাই। তবে দেখা যায়, প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কেই যোগেশ

একটু প্রকৃতিস্থের মত কথা কহিতেছেন, মত্তের প্রভাব সাময়িকভাবে কাটাইয়া উঠিয়া তাঁহার বিষয় আশয়ের একটা বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, 'সুনাম' এবং 'সাধুতা' রক্ষা করিবার কথা মুখে বার বার শুনা যাইতেছে, তারপর যেই মুহূর্তে রমেশ চক্রান্ত করিয়া খোলা একটি মদের বোতল তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল, এবং সেই মুহূর্তেই শিশুপুত্র যাদব আসিয়া বলিল, 'ছোটকাকাবাবু চোর হ'য়েছে, কাকীমার মাক্‌ড়ী নিয়ে গিয়েছে'—সেই মুহূর্তে তিনি খোলা মদের বোতল সম্পূর্ণ উপুড় করিয়া গলায় ঢালিতে গিয়া বলিলেন, 'এই যে সুরাদেবী! যখন কৃপা ক'রে এ'সেছ, আমি পরিত্যাগ করবো না; আজ থেকে তোমার দাস!' এই বলিয়া পুনরায় নির্বিচার মদ্যপানের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিলেন। মনে হয়, শিশুপুত্রের মুখের কথাটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র, মদ্যপানই তাহার চরিত্রের মূল লক্ষ্য। নতুবা মাক্‌ড়ী চুরি সম্পর্কে কিছুমাত্র কৌতূহলী কিংবা অনুসন্ধিৎসু না হইয়া তিনি যে হাত বাড়াইয়া মদের বোতলটির গ্রীবা ধারণ করিয়া তাহা কণ্ঠে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিলেন, ইহার আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার আচরণে কোনও মহত্তর দিক প্রকাশ পায় নাই; যে দিকটা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার উপর একটা বিয়োগান্তক নাটকের নায়কের ভিত্তি রচিত হইতে পারে না। কারণ, নায়ক চরিত্রের মধ্যে কোন না কোন গুণ থাকা আবশ্যক, নির্বিচার মদ্যপান ছাড়া যোগেশ চরিত্রের আচরণে (কথায় নহে) কোন গুণ প্রকাশ পায় নাই।

মাতাল হইলেও যোগেশ সচেতন মাতাল। কারণ, রমেশ যে তাহাকে মদ খাওয়াইয়া দলিল সহি করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই বিষয়টি মত্ত অবস্থায়ও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াও সই করিয়া নিজের ও নিজের স্ত্রীপুত্রের সর্বনাশ নিজ ইচ্ছায় ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। কারণ, তিনি নিজেই বলিতেছেন, 'রমেশ মাতাল

দেখে সই করিয়ে নিয়ে গেল।' (১।৪)। এই কথা যদি তিনি বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি কেন যে সই করিয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারা কঠিন। পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যাঙ্ক সত্যই 'ফেল' পড়ে নাই, এমন কি, ব্যাঙ্কের দেওয়ান বাড়ী বহিয়া যোগেশকে এই সংবাদ দিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তখন যোগেশ সংবাদ পাইলে কাহিনী আর অগ্রসর হইতে পারে না, যোগেশের মাত্‌লামি সংযত হইয়া যাইতে পারে, সেইজন্য দেওয়ান বাড়ী আসিয়াও সেই সংবাদ যোগেশকে দিতে পারিল না, বরং রমেশকে দিল। যোগেশ পীতাম্বরের মুখ হইতে ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার মিথ্যা সংবাদ শুনিবার পর হইতে ব্যাঙ্কে গিয়া কিংবা বাহির হইয়া অন্য কাহারও নিকট কোন সংবাদ লন নাই; যোগেশের এই আচরণ কেবল অসম্ভব নহে, অস্বাভাবিকও বটে।

যোগেশ সজ্ঞানে ধাপে ধাপে নীচের দিকে নামিয়াছেন। যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছেন, তাহার এই সজ্ঞান অধঃপতন কোনদিক হইতেই সম্ভব নহে; কারণ, ইহা বিষয়-বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক, কিন্তু তিনি যে বিষয়-বুদ্ধিহীন নহেন, তাহার কথা ত তাঁহার মুখ হইতেই শুনিয়াছি। ক্রমে যোগেশের চরিত্র এমন একটি স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়া গেল, যেখানে মানব-চরিত্রের স্বাভাবিক পরিচয় তাহার মধ্য হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি মদ্যপানে উন্মত্ত, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, নিজে এবং পরিবারের স্ত্রীপুত্রের সর্বনাশ সকল দিক দিয়া পূর্ণ করিয়া তুলিবার পথের পথিক। সুতরাং তাঁহার মধ্যে স্বাভাবিক মানব-চরিত্র বিকাশের আর কোন অবসর নাই।

যোগেশের চরম অধঃপতনের মধ্যেও যে তিনি তাহার 'সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' বলিয়া বারবার খেদোক্তি করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্যটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পূর্বে যে বলিয়াছি, তিনি সচেতন-ভাবেই সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, ইহার মধ্য দিয়াও

তাহারই পরিচয় প্রকাশ পায়। পরিপূর্ণ মত্ততার মধ্যেও তাঁহার মুহূর্তের জন্যও আত্মবিস্মৃতি আসে নাই; কিন্তু, মদ্যপানের মধ্য দিয়া মানুষ আত্মবিস্মৃতিরই সন্ধান করিয়া থাকে। ইহাই যোগেশের জীবনের করুণতম ট্রাজিডি। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে যে দৃঢ়তার অভাব ছিল, তাহাই তাঁহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অশান্তিতে বিদ্ধ করিয়াছে। যে শ্রেণীর চরিত্র মদ্যপানের মধ্যে আত্মবিস্মৃতির সুলভ উপায় অনুসন্ধান করিয়া থাকে, যোগেশের চরিত্র তাহাদের অপেক্ষা কঠিনতর উপাদানে গঠিত, সেইজন্যই তাহার অশান্তি কেহই দূর করিতে পারে নাই।

খল-চরিত্র (villain) বর্ণনা প্রসঙ্গে রমেশের কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি। 'প্রফুল্ল' নাটকের বিয়োগান্তক পরিণতির জন্য তাহার দায়িত্ব সর্বাধিক। সে জন্য তাহার চরিত্র-রূপায়ণ যদি অবাস্তব ও অসঙ্গত হইয়া থাকে, তবে ইহার বিয়োগান্তক কাহিনীও যে রসোত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু পূর্বেও বলিয়াছি, তাহার চরিত্রই সর্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক হইয়াছে। যোগেশ তাহাকে 'মানুষ' করিয়াছেন বলিয়া সে নিজেই ঘোষণা করিয়াছে, তারপর মনুষ্যত্বের যে পরিচয় সে দিয়াছে, তাহা দেখিয়া মানুষ মাত্রই শিহরিয়া উঠিবে। সে মুখে প্রচার করিয়াছে, 'আমি সম্প্রতি এটর্নি হ'য়েছি।' কিন্তু তাহার এটর্নির কাজ কেবলমাত্র নিজ পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সর্বনাশ সাধনেই নিয়োজিত হইয়াছিল; প্রকৃত এটর্নির বেশে কোর্টের আঙ্গিনায় একদিনের জন্যও তাহাকেও দেখা যায় নাই, বরং হাতে হাতকড়ি পরিয়া আসামী সাজিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং পরিচয় অনুযায়ী নাট্যকার তাহার চরিত্রকে রূপ দিতে পারেন নাই। 'প্রফুল্ল'র মত দেবীতুল্য চরিত্রের পার্শ্বে রমেশের নারকীয় রূপ যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার একটি নাট্যিক সার্থকতা ছিল, কিন্তু চরিত্রগুলিই যদি

রক্তমাংসে গঠিত না হয়, তবে কোন নাটকীয় গুণই তাহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। রমেশের মত চরিত্রের সঙ্গে নাট্যকারের রক্তমাংসের সম্পর্ক ছিল না বলিয়াই নাট্যকারের বৈপরীত্য সৃষ্টির প্রয়াসও সার্থক হইতে পারে নাই।

এটর্নি শ্রেণীর অভিজাত চরিত্রের কেবলমাত্র বাহিরের ব্যবসায়ী রূপটাই নাট্যকার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার শিক্ষা-দীক্ষা অভিজাত জীবন-পরিচয় ইত্যাদির কোন সন্ধানই তিনি জানিতেন না। সেইজন্য এক অতি হীন পরিবেশে এক এটর্নির পরিচয় তিনি ইহাতে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। নাট্যকারের সে প্রয়াস সার্থকও হয় নাই। রমেশ উদ্দেশ্যহীনভাবে অন্যায়ের পর অন্যায় আচরণ করিয়া গিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে উকিল এটর্নি আইন-আদালত সম্পর্কে যে সকল তিক্ত অভিজ্ঞতা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই রমেশের পরিকল্পনায় রূপ পাইয়া চরিত্রটিকে অবাস্তব করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য খল-চরিত্ররূপেও ইহা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।

যোগেশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশের চরিত্রটি নানাদিক দিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও বিধবা জননীর অত্যধিক স্নেহে এবং কুসঙ্গ-দোষে যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি তাহার অন্তরের অন্তস্থলে আর একটি সুরেশ ছিল; সে যেমন উদার, তেমনই দৃঢ়প্রকৃতির। রমেশের ষড়যন্ত্রে বিপন্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি সে যে কর্তব্য পালন করিতে পারে নাই, সেজন্য তাহাকে অনুতাপ করিতে শুনিতে পাই, ষড়যন্ত্র করিয়া রমেশ যখন তাহাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিল, তখন নিজের স্বার্থরক্ষায় সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। সুতরাং যোগেশের চরিত্রে যে গুণ নাই, সুরেশের চরিত্রে তাহা আছে; ইহার মধ্যেই তাহার যথার্থ মানবিক গুণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রমেশের ষড়যন্ত্র-জালে সে

যোগেশের মত নিজেকে ধরা না দিয়া যে তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, ইহাতেই তাহার চরিত্রের যথার্থ নাটকীয় গুণটিও বিকাশ লাভ করিয়াছে। আঘাতের মধ্য দিয়া অনেক সময় মানুষের নির্জিত আত্মা যে জাগিয়া উঠে, তাহারও জীবনে তাহাই হইয়াছিল। রমেশের নিকট হইতে আঘাত পাইয়াই সে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল, নতুবা হয়ত সে পঙ্ককুণ্ডের অতল তলে তলাইয়া যাইত। দোষে-গুণে যে মানুষের পরিচয়, একমাত্র সুরেশই এই নাটকে তাহার প্রমাণ। নতুবা 'প্রফুল্ল'র অন্যান্য চরিত্রগুলি হয় কেবলমাত্র গুণের উপাদান, নতুবা কেবল দোষের উপাদানে গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে চরিত্রটি যথাযথ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।

'প্রফুল্ল' নাটকের যাদব চরিত্র গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের সংস্কার অনুসরণ করিবার ফল, সে কথা পূর্বেও বলিয়াছি। বাস্তব শিশুর মনস্তত্ত্ব তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এই চরিত্রটি তাহারই প্রমাণ।

(সুরেশের বন্ধু শিবনাথ আদর্শমূলক চরিত্র। সে একজন প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ—দাতা ও পরোপকারী। সুরেশের মত ব্যক্তির সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব যে কি ভাবে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যোগেশের কর্মচারী পীতাম্বরও এই শ্রেণীর চরিত্র। শিবনাথ তাহার সম্পর্কে বলিয়াছে, 'অমন লোক আর হবে না।' কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যোগেশের সর্বনাশের সূচনা তাহার দ্বারাই হইয়াছিল। মদ্যপানরত যোগেশকে ব্যাঙ্কফেল হইবার দুঃসংবাদটি সে-ই আসিয়া সোজাসুজি শুনাইয়া দিয়াছিল; সাধারণতঃ অপ্রিয় সংবাদ যেমন লোকের মধ্যে প্রকাশ করিবার অনিচ্ছা দেখা যায়, কিংবা সোজাসুজি প্রকাশ না করিয়া অন্যভাবে সময় ও সুযোগ মত বলা হয়, পীতাম্বর যত উদার চরিত্রই হউক, এই সামান্য বুদ্ধিটুকুর অধিকারী ছিল বলিয়া মনে হয়

না। সুতরাং সে যত পরোপকারী ব্যক্তিই হোক, তাহার নির্বুদ্ধিতার জন্যই, বিশেষত যে নির্বুদ্ধিতার জন্য যোগেশের সর্বনাশ হইল, তাহাই তাহার চরিত্রের মধ্যে একটি দাগ ফেলিয়া দিল, শত শুভ সঙ্কল্প সত্ত্বেও তাহার সে দাগ কিছুতেই মুছিল না।

কাঙ্গালীচরণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সে খল-চরিত্র। উকিল সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের যেমন কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না, ডাক্তার সম্পর্কেও তেমনই অশ্রদ্ধা ছিল বলিয়া মনে হয়। পরবর্তীকালেও একজন নাট্যকার ডাক্তারের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, 'ডাক্‌তার (ডাক্তার) নহে, ডাক্ আত।' কাঙ্গালী তাহাদেরই একটি রূপ। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে তাহার অংশ যে একেবারে অপরিহার্য ছিল, তাহা নহে ; একমাত্র রমেশের দ্বারাই সকল দুষ্কার্য সাধিত হইতে পারিত। রমেশ যেমন এটর্নিগিরি করে নাই, কাঙ্গালীকেও তেমনই কোথাও ডাক্তারি করিতে দেখা যায় না। সে সুদে টাকা খাটায়, রমেশের নির্দেশ মত শিশুকে বিষ-প্রয়োগে সাহায্য করে। তাহার মধ্যেও মানবিক অনুভূতির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ভজহরির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কি ভাবে যে সে অন্তরের মধ্যে বেদনার একটি বোঝা লইয়া বাহিরে রঙ্গ পরিহাস করিতেছে, তাহার হাসি যে তাহার চাপা কান্না ছাড়া আর কিছুই নহে, সে কথাই নাট্যকার তাহার চরিত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তবে তাহার জীবনের বেদনার দিকটি কাহিনীর নেপথ্যে ঘটিয়াছে এবং কাঙ্গালী ও সুরেশের প্ররোচনায় যোগেশের সর্বনাশ করিবার দিকটিই রঙ্গমঞ্চে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া তাহার সম্পর্কে এই ভাবটি পাঠকের মনে খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই।

'প্রফুল্ল' নাটকের স্ত্রী চরিত্রগুলির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি যে, ইহারা প্রধানতঃ 'নীল-দর্পণে'র স্ত্রী চরিত্রের অনুকরণেই

সৃষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ উমাসুন্দরীর কথাই যদি ধরা যায়, তবে দেখা যায় যে, তিনি সাবিত্রীর একটি প্রতিরূপ মাত্র। সাবিত্রী যেমন পুত্র-শোকের আকস্মিক আঘাতে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন, তিনি কনিষ্ঠ পুত্র সুরেশের জেল হইবার সংবাদে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু সাবিত্রীর উন্মত্ততার একটি মনোবিজ্ঞানসম্মত কারণ ছিল, উমাসুন্দরীর তাহা ছিল না। পাগলের পাগ্‌লামিরও যে একটা ধারা আছে, তাহা দীনবন্ধু যেমন বুঝিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র তেমন বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য সাবিত্রীর পাগলামিও সার্থক হইয়াছে, কিন্তু উমাসুন্দরীর পক্ষে তাহা সার্থক হইয়াছে, এ'কথা বলিতে পারা যায় না।

জ্ঞানদা চরিত্র ও 'নীলদর্পণে'র সৈরিন্ধ্রী চরিত্রের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। তবে সৈরিন্ধ্রীর ভাষায় যে আড়ষ্টতা ছিল, জ্ঞানদার ভাষায় তাহা ছিল না; কলিকাতা অঞ্চলের সহজ ও স্বাভাবিক মেয়েলী ভাষাই তিনি তাঁহার সংলাপে ব্যবহার করিয়াছেন। 'নীল-দর্পণে' সৈরিন্ধ্রীর মৃত্যু দেখা যায় নাই, কিন্তু 'প্রফুল্লে' জ্ঞানদার একটি মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে। তাহাকে দেখা গেল, পথে পড়িয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার এই মৃত্যুদৃশ্যটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক হইয়াছে। মৃত্যু এখানে অনিবার্যভাবে তাহার জীবনে আসে নাই, বরং কাহিনীর প্রয়োজনে একান্ত অস্বাভাবিক ভাবেই আসিয়াছে। তথাপি নাটকের প্রথম অংশে তাহার চরিত্র অনেকখানি বাস্তবানুগ বলিয়াই অনুভূত হয়। তিনি গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য নারীচরিত্রের মত পতির যে কোন আচরণকেই মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই, যেখানে ত্রুটি দেখিয়াছেন, সেখানে ঘৃণা ও তিরস্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কোন সতর্কতাই যোগেশকে সর্বনাশের পথ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।

প্রফুল্ল চরিত্রের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা একদিকে

'নীল-দর্পণে'র সরলতা এবং অন্যদিকে 'স্বর্ণলতা'র সরলা চরিত্রের যে প্রভাব-জাত তাহা অস্বীকার করা যায় না। অভিনয়-সূত্রে এই দুইটি রচনার সঙ্গেই গিরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল এবং ইহাদের চরিত্রের তাৎপর্য তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রফুল্ল-চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যও ছিল। নাটকের প্রথম অংশে প্রফুল্লকে নাট্যকার মূঢ়া বালিকা করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন, মদ খাওয়া যে কি, তাহা সে জানে না, যোগেশকে মাত্‌লামি করিতে দেখিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, কে তাহাকে কি খাওয়াইয়া দিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার নাগরিক জীবনে বাস করিয়া এই বিষয়ক তাহার অজ্ঞতা তাহার সরলতার নামান্তর বলিয়াই নাট্যকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু নাটকের শেষ দৃশ্যেই দেখা গেল, সে পরিণতবুদ্ধি প্রবীণা নারীর মতই কথা বলিতেছে। পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে সে স্বামীকে বলিতেছে,—'তুমি এখনো প্রতারণা কচ্ছো? তোমায় অধিক কি বল্‌বো, তুমি কার জন্য এ' সর্বনাশ কচ্ছ? তুমি কার জন্য সহোদরকে পথের ভিখারী ক'রেছ? কার জন্য কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ? কার জন্য বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজগার কচ্ছো?......এ মহাপাতকে লাভ কি? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখলাভ করবে? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী হ'য়েছেন, ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যু শয্যায়—এ' ছবি তোমার মনে উদয় হ'বে, তোমার জীবনে কি সুখ আমি ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি'। 'রমেশও বোধ হয় তাহার মুখ হইতে এমন কথা শুনিতে প্রস্তুত ছিল না, তাই বলিল,—'দেখ প্রফুল্ল, ছোট মুখে বড় কথা কস্‌নি'। ভাল চাস্ ত দূর হ', নইলে তোকে খুন কর্‌ব।' এটর্নির পক্ষে যোগ্য উত্তর সন্দেহ কি?

● ভারতীয় সনাতন নারীত্বের আদর্শ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র শ্রদ্ধাশীল

ছিলেন ; সেইজন্য যোগেশের মত স্বামীর পায়ের উপর মাথা রাখিয়াও জ্ঞানদার মৃত্যুর অবকাশ দিয়াছেন ; স্বামীকে অধর্মের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রফুল্ল সাহায্য করিয়াছে। সে স্বামীকে নিজের মুখেই বলিয়াছিল, 'আমি সতী, আমার কথা শোন—যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্মবিরোধী হয়ো না !' প্রফুল্লকে গিরিশচন্দ্র সর্ববিষয়ে আদর্শ ভারতীয় নারী রূপেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

ভাষা

গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটকে যে 'গৈরিশ ছন্দ' বা ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার সামাজিক নাটক রচনার ভাষায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে আদ্যোপান্ত গদ্যের ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু রামনারায়ণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া দীনবন্ধু পর্যন্ত যেমন সামাজিক নাটকে গদ্য ভাষার মধ্যেও চরিত্রের পরিচয় অনুযায়ী ইহার রূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার সামাজিক নাটকে গদ্য সংলাপ ব্যবহার করিলেও চরিত্রের পরিচয় অনুযায়ী ভাষার রূপ নিয়ন্ত্রিত করিতে যান নাই। তাঁহার সামাজিক নাটকের ভাষার মধ্যেই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম নাটকীয় সংলাপের ভাষার এক অখণ্ড রূপ প্রকাশ পাইল। নাটকীয় চরিত্রগুলিতে বাস্তবরূপ দিবার প্রয়াস হইতেই সংস্কৃত নাটকেও যেমন চরিত্রানুযায়ী ভাষার পরিকল্পনা করা হইত, বাংলা নাটকেও সেই প্রবৃত্তি হইতেই এই রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। যদি তাহা না হইত, তবে যে-দীনবন্ধুর সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের কোন সম্পর্কই ছিল না, তিনিও প্রত্যেকটি চরিত্রের পরিচয় অনুযায়ী ভাষার পরিকল্পনা করিতেন না। তবে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে একটি কথা বলিতে পারা যায় যে, তিনি একটি মাত্র অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া যেমন কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই প্রধানতঃ এক

শ্রেণীর চরিত্রই তাঁহার কাহিনীর উপজীব্য ছিল, ইহাদের শিক্ষায়, দীক্ষায়, সামাজিক সংস্কারে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। কেবল একটি মাত্র চরিত্র তাহার ব্যতিক্রম ছিল, তাহা রমেশ। সে উচ্চশিক্ষিত সুতরাং রামনারায়ণ কিংবা দীনবন্ধুর নীতি অনুসরণ করিলে তাহার মুখে যে ভাষা শুনিতাম, গিরিশচন্দ্রের পরিকল্পিত রমেশের মুখে সে ভাষা শুনিতে পাই নাই—সেও অন্যান্য অশিক্ষিত এবং ইতর শ্রেণীর চরিত্রের মতই ভাষা ব্যবহার করিয়াছে। তাঁহার ভাষায় এবং আচরণে শিক্ষা কিংবা উচ্চ-সংসর্গের কোন প্রভাব নাই ; সে কথা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। গিরিশচন্দ্র বাংলা কথ্য ভাষার একটি রূপের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন—তাহা উত্তর কলিকাতা অঞ্চলের অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের ভাষা। সেই ভাষাই কেবলমাত্র যে তিনি তাঁহার সামাজিক নাটকগুলিতে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই নহে—তাঁহার রচিত পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও যেখানে তাঁহার গদ্য-সংলাপ ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয়তা হইয়াছে, সেখানেও তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটকের বিদূষক, বিদূষক-পত্নী যে ভাষায় কথা বলিয়াছে, তাহার কাঙ্গালী জগমণিও সেই ভাষায়ই কথা বলিয়াছে ; এমন কি, রমেশ এবং প্রফুল্লও যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছে, তাহাও ইহা হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নহে।

প্রত্যেক জাতির ভাষার মধ্যেই একটি বিশেষ প্রাণশক্তি (vitality) আছে। জাতির প্রবাদ-প্রবচন, বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ ইত্যাদি ব্যবহারের মধ্য দিয়াই ভাষার সেই প্রাণশক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, এমন কি, অমৃতলাল বসুরও যে অধিকার ছিল, গিরিশচন্দ্রের সে অধিকার ছিল না ; ইহাদের ব্যবহার তাঁহার গদ্য ভাষায় যে তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, সেই তুলনায়ই তাঁহার ভাষা দুর্বল।

জনপ্রিয়তা

যদিও গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক রচনাতেই সর্বাধিক দক্ষতা দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার পৌরাণিক নাটকই সংখ্যার দিক দিয়া অধিক, তথাপি এ'কথা সত্য যে, তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকখানি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তিনি সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা অবলম্বন করিয়া আরও কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন সত্য, যেমন, 'বলিদান' 'শাস্তি কি শান্তি' প্রভৃতি; তথাপি 'প্রফুল্ল' নাটকখানির জনপ্রিয়তা তাহার অন্য কোন সামাজিক নাটক স্পর্শও করিতে পারে নাই। ইহার কারণ একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথমতঃ দেখা যায়, 'প্রফুল্ল' নাটক যে জনপ্রিয়তা একদিন অর্জন করিয়াছিল, আজ আর তাহার সেই জনপ্রিয়তা নাই। আজ ব্যবসায়ী কিংবা সৌখীন রঙ্গমঞ্চে ইহাকে অভিনীত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না, একমাত্র কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা ব্যতীত ইহার আর কোথাও স্থান নাই। ইহা হইতে এ কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সমসাময়িক কারণই ইহার ব্যাপক জনপ্রীতির কারণ ছিল। কিন্তু সেই কারণগুলি কি?

দেখা যায় যে, বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট কয়েকজন অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু) এবং শিশির কুমারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং যোগেশের ভূমিকায় বহুরাত্রি অভিনয় করিয়া অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে যোগেশের কতকগুলি সংলাপ প্রবচনের মত কলিকাতার নাগরিক সমাজের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথমতঃ অভিনয়ের গুণে ইহার জনপ্রিয়তা অত্যন্ত ব্যাপক হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, সমসাময়িক বিষয়-বস্তুর সমসাময়িক কালে বিশেষ একটা আবেদন প্রকাশ পায়, কিন্তু সেই কাল এবং যুগ-পরিবেশ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তাহার জনপ্রিয়তাও হ্রাস পায়। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা যুগন্ধরের প্রতিভা। তাঁহার সকল নাটকেই যুগের প্রেরণা সক্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়। 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্য দিয়াও উনবিংশ শতাব্দীর যুগচিত্রের জীবন্ত পরিচয় যে কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এই নাটকের মধ্যে সমসাময়িক সমাজ জীবনের যে রূপটি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা তৎকালীন দর্শকদিগের মধ্যে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মদ্যপান তখন সমগ্র কলিকাতার নাগরিক সমাজের এক দুরন্ত ব্যাধি রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সুতরাং মদ্যপানের কু-ফলের চিত্রগুলি দেখিবার জন্য সেই সমাজ স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য বোধ করিয়াছে। তখন ঘরে ঘরেই যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' হইতেই তাহার চিত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছিল; 'প্রফুল্ল' নাটকের মধ্যেও তাহার রূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া সমসাময়িক দর্শকসমাজ নিজেদের পারিবারিক জীবনের অবস্থার সঙ্গে তাহার তুলনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সেই জন্যই ইহা দর্শকদিগের অত্যন্ত রুচিকর হইয়াছিল।

তৃতীয়তঃ :বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে, প্রধানতঃ স্ত্রীচরিত্রের স্বার্থপরতার জন্যই সেদিন যৌথ পরিবারগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। তারকনাথের 'স্বর্ণলতা'র মধ্যেও তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র স্ত্রীজাতির ভারতীয় সনাতন আদর্শ সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন, তাহাদের দ্বারা পারিবারিক জীবনে কোন অনিষ্ট

হইতে পারে, এ' কথা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সেই আদর্শের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি প্রফুল্ল চরিত্রের কল্পনা করিলেন। ইহাতে দেখা গেল, স্বার্থপর পুরুষই যৌথ পরিবার ধ্বংস করিবার জন্য দায়ী, বরং নারী প্রাণ দিয়ে তাহা রক্ষা করিবারই প্রয়াস পাইয়াছিল। নারী চরিত্রের এই মহত্ত্বের দিকটার প্রতিও সে দিন সমাজ শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিককার সামাজিক অধঃপতনের মধ্যে একটি উচ্চ আদর্শমূলক স্ত্রীচরিত্র সমাজের সকল ঔৎসুক্য সহজেই আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে, মধ্যে মধ্যে নাটকের সংলাপে যে জনহিতকর বক্তৃতা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাও সমসাময়িক শ্রোতার উদ্দেশ্যেই নাট্যকার প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যদিয়া সমাজ-সেবার যে শুভেচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও সমসাময়িক সমাজের শিক্ষার কাজ করিয়াছে। যেমন জ্ঞানদার সংলাপের এক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়—

'আমি কি কর্‌বো কোন্, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ির দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত হচ্ছে, যদি মদের দোকানগুলি তুলে দেয়, তা হলে ঘরে ঘরে আশীর্বাদ করে, আর লোকে, ভাতার-পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে '(৩।৫)।' এই বক্তৃতাধর্মী সংলাপ শুণবার সে দিনে সমাজের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী সাহিত্যের চিরন্তন কাহিনী। ইহার যোগেশ চরিত্রের ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষ নিয়তির যে ক্রিয়া দেখিতে পাইয়াছে, তাহাতে নিজেদের জীবনেও নিয়তির শক্তি অনুভব করিয়াছে। কিন্তু তথাপি একথা সত্য, যদি চিরন্তন নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের অসহায় অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা রচিত হইত, তবে আজিও ইহার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হইত না। সুতরাং যুগাশ্রয়িতাই ইহার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ।

দীর্ঘকাল যাবৎ গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারগণ তাঁহাদের নাটকের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী দর্শককে কেবলমাত্র পৌরাণিক কাহিনী শুনাইতেছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী তাহার নিজের ঘরের কথাও সাহিত্যের মধ্য দিয়া শুনিতে চাহিয়াছিল। সেই জন্য বঙ্কিমের সমসাময়িক কালে অবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসখানি এত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহা হইতেই গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করিলেন যে, পৌরাণিক কাহিনী শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর নিজের ঘরের কথা শুনিবার আগ্রহও জাগ্রত হইয়াছে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে সমাজ-জীবনাশ্রিত যে সকল নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ বৃহত্তর কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল, 'স্বর্ণলতা' ব্যতীত পারিবারিক জীবনের নিবিড় রূপ অন্য কিছুর মধ্যদিয়া বিকশিত হইবার সুযোগ পায় নাই। বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' নাটকে জীবনের যে পরিচয়টি প্রকাশ করিলেন, তাহা নাগরিক জীবনাশ্রিত পরিবার। রামনারায়ণ-ই হোন কিংবা দীনবন্ধুই হোন তাঁহারা তাঁহাদের সামাজিক নাটক কিংবা প্রহসনগুলির ভিতর দিয়া যে সমস্যার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একদিকে যেমন পল্লী-জীবন ও তাহার সমস্যার রূপায়ণ দেখা গিয়াছে, তেমনই অন্যদিকে সে সকল সমস্যার অধিকাংশেরই মূল্য ছিল একান্ত সমসাময়িক। কুলীনের বহু বিবাহ শিক্ষাবিস্তার দ্বারা ইতিমধ্যেই দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল, এমনকি নীলকরের অত্যাচারেরও লাঘব হইয়াছিল। বিশেষতঃ নীলকরের অত্যাচার নাগরিক সমাজের নিকট নিতান্ত গৌণ ছিল, ইহা তাহদের চোখের সম্মুখেও ঘটে নাই। অথচ যোগেশের পারিবারিক জীবনের সমস্যাটি নাগরিক সমাজের নিকট অতি পরিচিত হওয়ায়, নগরের দর্শক সমাজ বিশেষ এক কৌতূহল অনুভব করিয়াছে। মধুসূদন তাঁহার

'একেই কি বলে সভ্যতা' কিংবা দীনবন্ধু তাঁহার 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাটকের ভিতর দিয়া নাগরিক সমাজের আচার-আচরণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহারা নাগরিক সমাজের বিকৃত কিংবা দূষিত স্থানটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু গিরিশচন্দ্র শুধু ইহার বিকৃত কিংবা দূষিত রূপটিই দেখান নাই, ইহার মধ্যে শিবনাথ, পীতাম্বরের মত কিংবা জ্ঞানদা, প্রফুল্লর মতও উচ্চ নৈতিক-আদর্শে উদ্বুদ্ধ পুরুষ ও নারী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রফুল্লর চরিত্রের ভিতর দিয়া সমাজ এ'কথা উপলব্ধি করিয়াছিল যে স্ত্রীজাতির মধ্যে কল্যাণী শক্তি তখনও তিরোহিত হইয়া যায় নাই। প্রফুল্ল আত্মত্যাগ দ্বারা, জ্ঞানদার শিশুপুত্রকে রক্ষা করিয়া, স্বামীর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়া, নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিল; ইহা সে'দিনের নাগরিক দর্শকগণের নিকট ছিল আশার বাণীবহ। প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্য দিয়া সমাজ সে'দিন নিজেদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে নূতন এক আশার আলো দেখিতে পাইয়াছিল। এই বিষয়টিও 'প্রফুল্ল' নাটককে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

'প্রফুল্ল' নাটকের একটি নৈতিক মূল্যও ছিল। যদিও ইহাতে সৎকার্যের কোন পুরস্কারের উল্লেখ নাই বটে, তথাপি ইহাতে অসৎকার্যের শাস্তি পাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে এই ভাবটি প্রায় সর্বত্রই প্রকাশিত এবং এই সামাজিক নাটকখানির মধ্য দিয়াও তিনি তাহাই প্রকাশ করিলেন। 'নীলদর্পণ' নাটকে অন্যায়কারী কোন শাস্তি পায় নাই, কেবলমাত্র ছোট সাহেবের নাসিকাগ্রটি তোরাপ ছিন্ন করিয়া আনিয়াছিল; কিন্তু 'প্রফুল্ল' নাটক অন্যায়কারীর দণ্ডলাভের ভিতর দিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহাও সাধারণের বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে সমর্থক হইয়াছিল।

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা

উমা। মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটাটি আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন করে রেখো ; মা লক্ষ্মী ঘরে অচলা থাকবেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে ; দেওর দুটিকে পেটের ছেলের মত দেখো। জান্‌বে, তোমার যাদবও যেমন—রমেশ, সুরেশও তেমনি। মেজবৌমাকে যত্ন করো। মা, আপনার পর সব যত্নের, তুমি মেজবৌমাকে যত্ন ক'ল্লে সে তোমাকে মার মতন দেখ্‌বে। আর নিত্যনৈমিত্তিক পাল-পার্ব্বণ বার-ব্রত যেমন আছে, সকলগুলি বজায় রেখো। এখন গিন্নী হ'লে, (সব দিকে বুঝে চলো, বরং দু'কথা শুনো, তবু কারুকে উঁচু কথা বোলো না, কারুর মনে দুঃখ দিও না, সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়িও ;) আর কি বল্‌ব মা, পাকা চুলে সিঁদুর প'রে নাতির নাতি নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ মা, তুমি কি আর বৃন্দাবন থেকে আসবে না ?

উমা। কেমন ক'রে বল্‌বো মা, গোবিন্‌জী কি পায়ে রাখ্‌বেন !

জ্ঞানদা। না মা, তুমি ফিরে এস, তুমি গেলে বাড়ী খাঁ খাঁ করবে। আর আমি কি মা, সব গুছিয়ে করতে পারবো, তোমার আদরে আদরেই বেড়িয়েছি, ঘর-ঘরকন্নার কি জানি মা !

উমা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী ! তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড়-বাড়ন্ত ; তোমায় কচি বেলা থেকে যে দিকে ফিরিয়েছি, সেই দিকে ফিরেছ। তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নয়, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, তোমা হ'তে আমার ঘর-ঘরকন্না সব বজায় থাক্‌বে।

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। মা, তুমি হেথায় রয়েছে, আমি তেল নিয়ে সৃষ্টি খুঁজ্‌ছি, তুমি রোজই বেলা করবে, রোজই বেলা করবে ; আমি ভাত চাপা দিয়ে এয়েছি, তোমার

পাতের ডালবাটা নিয়ে তবে খাবো; তা তুমি তো নাইবে না; এস নাইবে এস!

উমা। তোর ডালবাটা খেয়ে আর আশ মিট্‌ল না।

প্রফুল্ল। তুমি খেতে দাও বুঝি? যে দিন চাই, সেই দিন বল, পেটের অসুখ কর্‌বে।

উমা। তা এইবার আমি ম'লে খুব একমাস ধ'রে ডালবাটা খাস।

প্রফুল্ল। হঁ্যা মা, তুমি যদি বৃন্দাবনে যাও, আমিও যাব।

উমা। আগে তোর নাতি হোক, তার পরে যাবি।

প্রফুল্ল। নেই নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাখাবে কে? উনুন ধরাবে কে? পাথর মেজে দেবে কে? মনে কচ্ছো ঝি রাখ্‌বে? সে বাসনে সগ্‌ড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো? সেই আমায় মাজ্‌তে দাও নি—একদিন ডালের খোসা, একদিন শাকের কুচি ছিল;—আমায় নিয়ে চল।

জ্ঞানদা। তুই যাদবকে ফেলে যেতে পার্‌বি?

প্রফুল্ল। মা কি যাদবকে ফেলে যাবে না কি? ও মা, তুমি কি নিষ্ঠুর মা; ওঃ হরি! তবেই তুমি আমায় নিয়ে গেছ! তুমি যার যাদবকে ফেলে যাচ্ছ! এই মাসেই আস্‌বে, তুমি তো একুশে যাবে?

উমা। আঃ! দাঁড়া বাছা, আগে যাওয়াই হোক্।

প্রফুল্ল। ওমা, শীগ্‌গির এস, বটঠাকুরের গলা পাচ্ছি।

উমা। তুই যা, ভাত খেগে যা, তার পর আমার পাতে খাস এখন; আমি যোগেশকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে, যাচ্চি।

প্রফুল্ল। কিন্তু তুমি শীগ্‌গির এস, আমি তেল নিয়ে বসে রইলুম।

প্রফুল্লর প্রস্থান

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। মা, রমেশ গাড়ী ঠিক ক'রে এল, একখানা গাড়ীই নিলুম; তুমি মেয়ে গাড়ীতে থাক্‌বে, আমরা আলাদা গাড়ীতে থাক্‌ব, সে নানান্ লটখটি, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাব।

উমা। এখনও খাওনি?

যোগেশ। না, একটু কাজ ছিল।

উমা। খাওয়া-দাওয়া হ'লে একবার আমার কাছে যেও। আমি দেনা-পাওনাগুলো তুলে দেব। আর বল্‌ছিলুম কি, চাটুয্যে ঠাকুরপোর তো কিছু নেই, ঢের সুদ খেয়েছি, ওর বন্ধক জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিও।

যোগেশ। তা বেশ তো।

উমা। আর বাবা, বল্‌ছিলুম কি, বামুনগিন্নীর বড় সাধ, আমার সঙ্গে যায়, হাতে কিছু নেই, একজন বামুনের মেয়ে আমার সঙ্গে থাক্‌তো—

যোগেশ। মা, তুমি 'কিন্তু' হ'য়ে বল্‌ছো কেন? যাকে সঙ্গে নিতে হয় নাও, যা ইচ্ছা হয় বল। বাবার কিছু কত্তে পারি নি, তুমিও যখনও কিছু ভার দাও নি, তুমি 'কিন্তু' হ'লে আমার মনে দুঃখ হয়?

উমা। বাবা, আমি তোদের পেটে ধরেছিলুম বটে, কিন্তু আমি মা নই, তোরাই আমার বাপ, আমি কখনও তোদের একটা ভাল সামগ্রী কিনে খাওয়াতে পারি নি, কিন্তু বাবা তোমাদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছে হয়েছে, দিয়েছি। আমার আর কিছু সাধ নেই। যারা যারা ধারে, তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, এইটি আমার ইচ্ছে। শুনেছি বাবা, দেনা দিতেও আসতে হয়, পাওনা নিতেও আস্‌তে হয়। গোবিন্‌জী যেন এই করেন, তোমাদের রেখে যাই, আর না ফির্‌তে হয়! তা বেশী পাওনা নয়, সব জড়িয়ে সড়িয়ে হাজার টাকা।

যোগেশ। তা তুমি যাকে যা দিতে হয়, দিয়ে দিও।

উমা। তাই বল্‌ছি বাছা, তুমি উপযুক্ত সন্তান, তোমায় না বলে কি কিছু পারি; তবে আমি তাদের ডাকিয়ে বলে দিই গে, আর যার যা জিনিস বন্ধক আছে, ফিরিয়ে দিই গে।

যোগেশ। মা, সে পাগ্‌লা মদন ঘোষ ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায়, কোথায়?

যোগেশ। আমি তাকে বাইরে একটা ঘর দিয়েছি, সে তেমনই পাগল আছে।

উমা। বাবা সে পাগল নয়, অমনি পাগ্‌লামো করে বেড়ায়! ও সব লোক কি ধরা দেয়!

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদন। এই যে যোগেশের মা আছ, যোগেশ আছ

উমা। বাবা, প্রণাম হই।

মদন। আমি বলছিলুম কি, বংশটা লোপ হ'ল—যা হয় ক'রে একটা বে থা দাও না। যেমন মেয়ে হয়, একটা পুত্র সন্তান নিয়ে দরকার। শুনছি, তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কচ্ছো, আমারও ঐ সঙ্গে একটা সম্বন্ধ কর। বয়স আমার বেশী নয়, কিসের বয়স!

যোগেশ। মদন দাদা, তোমার ক'নে গড়াতে দিয়েছি; মোটা মোটা সুঁদরীর চেলা দিয়ে!

মদন। ওই ঠাট্টা কর, ওই ঠাট্টা কর, বংশটা লোপ হয় যে।

উমা। বাবা, ওর কথায় রাগ করো না। তোমার নাতবোয়েদের আশীর্ব্বাদ করবে এস। তোমার মেজ নাতবো'র আজও ব্যাটা হয় নি, আর একটা মাদুলী দিতে হবে।

মদন। ব্যাটা হয় নি, সে কি? চল তো, চল তো।

উমা। বাবা, তবে জিনিসগুলো বার করে দিও।

যোগেশ। আচ্ছা মা।

উমাসুন্দরী ও মদন ঘোষের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ঠাকরুণের এক কথা—ওকে পাগল বল্লে বড় রাগেন।

যোগেশ। ঐ যে ওঁকে মাদুলী দিয়েছিল, তারপর আমরা হ'য়েছি!

জ্ঞানদা। ও মা! তুমি এখন আবার কাগজ নিয়ে বসলে কি গা! নাইবে-টাইবে না?

যোগেশ। এই যাচ্ছি, এই চাবিটে নিয়ে মা যে সব জিনিসপত্র বন্ধক রেখেছিলেন, মাকে দিয়ে এস তো, ছোট সিন্ধুকে আছে।

জ্ঞানদা। হাঁ গা, তোমাদের কদ্দিন হবে?

যোগেশ। মাকে রেখেই চলে আস্‌বো; তার পর যা হয়—

জ্ঞানদা। যা হয় কি, একটা মুখের কথাই খসাও, কাজ তো বারমাসই আছে। নাও, খাও দাও, মন নিবিষ্টি ক'রে কাজ নিয়ে বসো এখন।

যোগেশ। মাকে রেখে এসে ভাবছি, দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌ব, তুমি যাবে? যাও তো নিয়ে যাই।

জ্ঞানদা। আর অতোয় কাজ নেই, মাকে রেখে এসে উনি আবার বেড়াতে যাবেন! আজ সাত বচ্ছর বেড়াতে যাচ্ছ, আর আমায় সঙ্গে নিচ্ছ।

যোগেশ। না, এবার সত্যি বেড়াতে যাব।

জ্ঞানদা। তা খেয়ে দেয়ে তো বেড়াতে যাবে? স্নান কর গে; বাবা ভালা কাজ শিখেছিলে কিন্তু! কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সক্ নেই!

যোগেশ। সক্ কর্‌বো কি, সক্ করবার কি দিন পেয়েছিলুম। তুমি তো জান না, দুটি অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি ক'রে চালিয়ে এসেছি; বাবা মরে গেলেন, বাড়ীখানা পাওনাদারে বেচে নিলে, মাকে নিয়ে দুটী অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধ'রে খোলার ঘর ভাড়া ক'রে রইলুম। সে এক দিন গেছে, এখন ঈশ্বর-ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি। এক দুঃখ সুরেশটা মানুষ হ'ল না; তা ভগবান্ সকল সুখ দেন না। দাও তো বোতলটা।

জ্ঞানদা। তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পূজো করি নি। তোমার সব গুণ—ঐ একটু ঢুক্ করে খাওয়া কেন? আগে দিনে ছিল না, এখন আবার দিনে একটু হয়েছে; ঐ এক কাঁচ্চা চন্নামেত্তর মুখে না দিলেই নয়!

যোগেশ। আমি তো আর মাত্‌লামো ক'র্‌তে খাইনি, হাড়ভাঙ্গা মেহনৎ হয়, গা গতর কাম্‌ড়াতে থাকে, খেলে একটু সবল হওয়া যায়, ঘুম হয়—এ কি জান, বিষ বল বিষ,—অমৃত বল অমৃত।

জ্ঞানদা। অত হাড়ভাঙ্গা মেহনতই বা দরকার কি? একটু কম ক'রে কর, ও খাওয়ায় কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি।

যোগেশ। পাগল!

জ্ঞানদা। পাগল কেন, এই দিনে খাওয়া ছিল না, দিনে খাওয়া হ'য়েছে।

যোগেশ। ক'দিন ভাবনায় ভাবনায় ক্ষিদে হচ্ছে না, তাই একটু একটু খাচ্ছি;
—রমেশ ব্যস্ত আছ?

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। আজ্ঞে না।

যোগেশ। বেরোবে না?

রমেশ। আজ আদালত বন্ধ, বেরুব না।

যোগেশ। বেরিও হে, আদালত বন্ধ হোক আর যাই হোক, বেরুনো ভাল। শোন একটা কথা বলি, যদিচ আমরা পৈতৃক সম্পত্তির কিছু পাইনি, কিন্তু আমি তোমাদের পেয়েছিলুম, নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম্ম করতে পাত্তেম না; সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ করতে আলস্য বোধ হ'ত, তোমরা সেই খোলার ঘরের ভিতর শুয়ে—ফিরে দেখতুম আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়তো; সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল। আমার যা বিষয় আশয় তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশী, এই কাগজখানি দেখ, একখানি বাড়ী আমার স্ত্রীর নামে করেছি, কি জানি, পরে যদি ছেলের সঙ্গে না বনে, তীর্থ-ধর্ম্ম করুন, তারই ভাড়া থেকে চলবে; আর মার নামে খানকতক কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, মাসে মাসে তারই সুদ বৃন্দাবনে পাঠান যাবে, আর বাকি বিষয় তিন বখরা করেছি, এই কাগজ দেখলেই বুঝতে পারবে, তুমি এটর্ণি হয়েছ, উকীল পাড়ার বাড়ী তোমার ভাগে রেখেছি। তুমি দেখ, যে ভাগ তোমার ইচ্ছা হয় আমায় বল, সেই ভাগ তোমার! আর সুরেশের কি করা যায়? ওতো বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে, এখন কিছু হাতে না যায় তার একটা উপায় ঠাওরাও।

রমেশ। দাদা, আমাদের কি পৃথক্ করে দিচ্ছেন?

যোগেশ। না ভাই তা নয়, এত দিন মা ছিলেন, এখন বৌয়ে বৌয়ে বনতি হোক্ না হোক্; তুমি পরে বুঝবে যে সম্পত্তি বিভাগ হওয়াই ভাল; এক বখরা যা আমার থাকবে, তা থেকে আমার চলবে; একটা ছেলে—আর আমি কাজকর্ম্ম করবো না, ঈশ্বর ইচ্ছায় তোমাদের বাড়বাড়ন্ত হোক, যাদবকে দেখো, আমি দিন কতক বেড়িয়ে আসি, এক অন্নেই রইলুম—তবে বিষয় চিহ্নিতনামা হ'য়ে রইল—এইমাত্র। ব্যাপারীদের দিয়ে নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে থাকবে, তা তিন ভাগ কত্তে ব্যাঙ্ককে এডভাইস (Advice) করেছি।

রমেশ। দাদা মশায়! সুরেশকে দিচ্ছেন দিন; আপনার স্বোপার্জ্জিত বিষয়, ছেলে আছে; আমায় মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি কোথায় আপনাকে রোজগার করে এনে দেব, আমায় ও সব কেন! তবে আপনি দিচ্ছেন, আমি 'না' বলতে পারিনি।

যোগেশ। রোজগার করে দিতে চাও দিও; তোমার ভাইপো রইলো, তুমি এ নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। আর একটা কথা, আমার বিবেচনায় কলিকাতার গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী, এই পাড়ায় দেখ, চাক্‌রী বাক্‌রী করে আন্‌ছে—নিচ্ছে, খাচ্ছে, যেই একজন চোখ বুজ্‌লো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল; কি খায় তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা বলবো কি! ভাই রে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি! আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি, সেটি অতিথিশালা নয়, তাতে এইরূপ অনাথা গৃহস্থরা এক একটি ঘর নিয়ে থাক্‌তে পাবে, আর পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখেছি, তারই সুদ থেকে কোন রকমে শাক-অন্ন খেয়ে দিনপাত কর্‌বে, তুমি তার ট্রাষ্টি (Trustee)। আজকে একটা লেখাপড়া করো, আমি সই করে দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌বো। ত্রিশ বছর খেটেছি, একদিন একটু বিশ্রাম করিনি, একটু আলস্য হয়েছে।

রমেশ। আজ্ঞে, এ সব এত তাড়া কেন? আপনি বেড়িয়ে আসতে চান, বেড়িয়ে আসুন।

যোগেশ। না, কাজ শেষ করে যাওয়া ভাল। আমি সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়াব, কি জানি শরীরে ভদ্রাভদ্র আছে।

রমেশ। আজ্ঞে, যে রকম অনুমতি। আমি তা হলে বাড়ীতেই একটা তোয়ের করে রাখি।

রমেশের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ও মা! আবার ঢাল্‌ছ কেন?

যোগেশ। বড় বৌ, আজ বড় আমোদের দিন

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। বাবু, মাঝ দরজায় সরকার মশাই দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। আমায় বল্লেন, বাবুকে খবর দে।

যোগেশ। কে, পীতাম্বর? কাঁদছে কেন?

ঝি। আমি তো তা জানিনি, আমায় খবর দিতে বল্লেন।

যোগেশ। তাকে এইখানেই ডাক্।

ঝিয়ের প্রস্থান

বড় বৌ, একটু সরে যাও।

জ্ঞানদার প্রস্থান

ওর কি বাড়ী থেকে কিছু খবর এলো নাকি—

পীতাম্বরের প্রবেশ

কি হে পীতাম্বর?

পীতা। আজ্ঞে বাবু সর্ব্বনাশ হয়েছে! ব্যাঙ্ক বাতি জ্বেলেছে!

যোগেশ। কি, কি, কি—কোন্ ব্যাঙ্ক?

পীতা। আজ্ঞে, রিইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছে।

যোগেশ। অ্যাঁ! অ্যাঁ! আমার যে যথাসর্ব্বস্ব সেথা! আজ বড় আমোদের দিন! আজ বড় আমোদের দিন!—আবার ফকির হলুম!

পীতা। বাবু! বাবু! আবার সব হবে, ব্যস্ত হবেন না—

যোগেশ। (মদ খাইয়া) না না, আমি ব্যস্ত হইনি। যাও পীতাম্বর, যাও—খাতা তয়ের করগে, ইনসল্‌ভেণ্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি এখন জেলে বেড়াতে যাই।

পীতা। বাবু, আপনিই রোজ্‌গার করেছিলেন, গিয়েছে, আবার রোজ্‌গার করবেন।

যোগেশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাও—আমি সব বুঝি। পীতাম্বর! সব আছে কিন্তু সে দিন আর নেই, সে উৎসাহ নেই। ত্রিশ বৎসর অনাহারে

অনিদ্রায় রোজগার করেছি, গেল একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল! (মদ্যপান)

পীতা। বাবু, বাবু, করেন কি! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ কর্‌বেন না—

যোগেশ। না না যাও, তুমি যাও—পীতাম্বর দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, কার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছ? কাল আমি তোমার বাবু ছিলুম, আজ পথের ভিখারী। (মদ্যপান)

পীতা। বড় মা, আসুন—সর্ব্বনাশ হয়।

পীতাম্বরের প্রস্থান

জ্ঞানদার পুনঃপ্রবেশ

যোগেশ। বড় বৌ, আজ বড় আমোদের দিন! আজ থেকে আমার ছুটি, আর আমার কাজ নাই, আমাদের সর্ব্বস্ব গিয়েছে!

জ্ঞানদা। গিয়েছে, আবার হবে ভাবনা কি?

যোগেশ। ভাবনা কি! ভাবনা অনেক, ভাবনা আমি, ভাবনা তুমি, ভাবনা তোমার ছেলে যাদব; কিন্তু অনেক ভেবেছি, আর ভাব্‌বো না—ফুরুলো, আবার হবে। ত্রিশ বৎসরে হ'ল, এক কথায় গেল, এক কথায় হবে, হবে ত? হবে ত? আবার হবে, বাঃ বাঃ ক্যা ফুরতি! কুচপরওয়া নেই, মদ লেয়াও—এই যা ফুরিয়ে গেল। (বোতল নিক্ষেপ) মদ লেয়াও, মদ লেয়াও;—বাঃ বাঃ এমন মজা—কোন্ শালা খেটে মরে, বড় বৌ, কি আমোদের দিন। কি আমোদের দিন! আমি মদ আনি গে।

যোগেশের প্রস্থান

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! শীগ্‌গির এস, সর্ব্বনাশ হ'ল।

জ্ঞানদার প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর ডাক্তারখানা

সুরেশ ও জগমণি

সুরেশ। কি বহুরূপী বিদ্যাধরি, বিদ্যেধর কোথায় ?

জগ। এ দিকে তো খুব চালাকী হয়, কাজের চালাকী তো কিছু দেখ্‌তে পাই নি, সে চালাকী থাক্‌লে এতদিন জুড়ী চড়তিস !

সুরেশ। চালাকী কি এক দিনেই শেখে বিদ্যাধরি ? তোমার বিদ্যাধরের কাছে থাক্‌তে থাক্‌তে ছুটো একটা শিখ্‌বো বৈকি। একছিলিম তামাক সাজো, বেশীক্ষণ বস্‌বো না, নগদ পয়সা, ছ'ছিলিম তামাক দিও। আর বিদ্যাধরকে ডাক।

জগ। সে এখন পূজো কচ্ছে। বসো তামাক খাও।

সুরেশ। বাবাঠাকুরের নিষ্ঠেটুকু আছে, পূজোর মন্তর কি ?—কস্যং গলাং কাটিতং—কার গলা কাটবো ?

জগ। আমরা গলা কেটেই বেড়াচ্চি কি না ; যাও, তুমি বাড়ী থেকে বেরোও !

সুরেশ। তা শীগ্‌গির বেরোচ্চি নি, তুমি ইন্দ্রের সভায় নাচ্‌তে যাও কি পোষাকে না দেখ্‌লে আমি যাচ্ছি নি। সে দিন যে চাপ্‌রাসী সেজেছিলে, —বাঃ বিদ্যাধরি, চমৎকার !

জগ। তামাক খাবে খাও, মেলা বক্ বক কচ্ছো কেন ?

সুরেশ। আচ্ছা, চাপরাসীরূপে তো বিল সাধো, খান্‌সামারূপে তো তামাক দাও, খাস বিদ্যাধরীরূপে তো টাকা ধার দাও,—আর ক'টি রূপ আছে বিদ্যাধরি, আমায় প্রকাশ ক'রে বল দেখি ? (সুর করিয়া)

> "ঘুচাও মনোভ্রান্ত লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।
> তোমার লক্ষ্মীরূপা কোন্ রমণী,
> রুক্মিণী কি কমলিনী,
> চিন্তামণি কর চিন্তা নিবারণ ॥"

জগ। চোপ্‌ ষ্টুপিড্‌।

সুরেশ। বিদ্যাধরি, আবার বল, তোমার ইংরেজী বুক্‌নীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল, আর এই দা-কাটাতে বুক ঠাণ্ডা হ'ল।

জগ। শোন্‌! গাধা ছোকরা, তোকে বলি শোন্‌। রোজ রোজ দু'চার টাকা ধার করিস কি কর্ত্তে? আমি কিন্তু চার টাকায় চল্লিশ টাকা না লিখিয়ে দেবো না। সুদ শুদ্ধ তোর ভাইকেই দিতে হবে, তার চেয়ে কেন বিষয়টা ভাগ করে নে না?

সুরেশ। বাহবা বাঃ বহুরূপিণী বিদ্যাধরি, সাবাস্‌! এ দোকান তুলে দিয়ে, এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও, আমি তোমায় চাপ্‌কান পাগড়ী দিচ্ছি।

(নেপথ্যে কাঙ্গালীচরণ)। জগা, কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিস্‌?

সুরেশ। খুড়ো, আমি—বিদ্যাধরীর বক্তৃতা শুন্‌ছি, আর খরসান খেয়ে কাস্‌ছি।

কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ

কাঙ্গালী। কে ও সুরেশ? কতক্ষণ বাবা, কতক্ষণ?

জগ। আমি বল্‌ছিলুম দু'চার টাকা ক'রে ধার কর্‌ছিস্‌ কেন? বিষয় বখ্‌রা করে নে, উকীলের চিঠি দে, আমরা থেকে মকদ্দমা ক'রে দিচ্ছি, তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রমে বুঝ্‌বে—ক্রমে বুঝ্‌বে। কি বাবা, কি মনে ক'রে?

সুরেশ। তোমার বিদ্যাধর আর বিদ্যাধরীর যুগল দর্শন, আর গোটাকতক টাকা কর্জ্জ।

জগ। একশো টাকার নোট কর্চ্ছন তো?

সুরেশ। রূপসি, তার কি আর অন্যথা হবে।

জগ। তাতে আজ হচ্ছে না, দুশো টাকা লিখে দাও তো হয়।

সুরেশ। এ যে বাবা, বাড়াবাড়ি বিদ্যাধরি!

(নেপথ্যে রমেশ)। কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন?

কাঙ্গালী। কে!—বকেয়া নাম ধ'রে ডাকে কে? আমি তো হরিহর ডাক্তার। জগা, বল—"এ হরিহর বাবুর বাড়ী, কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী নয়।"

সুরেশ। ও বিদ্যাধরি, আমায় খিড়্কি দোর দিয়ে বা'র ক'রে দাও, মেজ্‌দা।

জগ। যাও বাড়ীর ভেতর দিয়ে পালাও, রান্না-ঘরের জান্‌লা ভাঙ্গা আছে, সেই খান দিয়ে বেরিয়ে পড়।

সুরেশের প্রস্থান

(নেপথ্যে রমেশ)। বাড়ীতে কে আছ গো,—কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন?

জগ। এ কাঙ্গালী বাবুর বাড়ী না, হরিচরণ বাবুর বাড়ী।

(নেপথ্যে রমেশ)। আচ্ছা, হরিচরণ বাবু, হরিচরণ বাবুই সই।

কাঙ্গালী। আমি সরে থাকি, শীগ্‌গির তাড়াস।

কাঙ্গালীর প্রস্থান

জগমণির দরজা খুলিয়া দেওন ও রমেশের প্রবেশ

জগ। আপনি কা'কে খুঁজছেন?

রমেশ। ডাক্তার বাবুকে।

জগ। তা আমায় বলে যান, আমি তার কম্পাউণ্ড।

রমেশ। আপনি মেয়েমানুষ, কম্পাউণ্ডার!

জগ। ও মা তাও ত বটে!

রমেশ। 'তাও ত বটে' কি?

জগ। আমি বাবুর বাড়ীর ঝি, তা বাবু নেই, আপনি এখন আসুন।

রমেশ। বাবু বাড়ী আছেন বইকি। তুমি যখন কম্পাউণ্ডার আবার ঝি, বাবুকে ডাক গে, বিশেষ দরকার আছে, কোন ভয় নাই, বল তাঁর ভাল হবে।

নেপথ্যে কাঙ্গালী। কেরে ঝি—কেরে?

কাঙ্গালীর পুনঃ প্রবেশ

কাঙ্গালী। আমি এই প্র্যাক্‌টিস (practice) ক'রে খিড়্‌কি দোর দে ফিরে এলুম।

রমেশ। বসুন বসুন, কাঙ্গালী বাবু বল্‌বো না হরিচরণ বাবু বল্‌বো? আপনি যে নামে প্রচার হ'তে চান, আমার আপত্তি নেই।

কাঙ্গালী। আপনি তো রমেশ বাবু?

রমেশ। হ্যাঁ, আমি সম্প্রতি এটর্ণি হয়েছি। আপনি রাণাঘাটে একটা মাগীর সঙ্গে ফেরারি ক'রেছিলেন, তার ভাইপো আমায় এই কাগজপত্রগুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালের ওয়ারিণ বার করবার জন্যে।

কাঙ্গালী। কি আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে বসে অপমান করেন? চাপরাসী—

রমেশ। আপনার চাপরাসী তো ঐ রূপসী, তা উনি তো হেথা হাজিরই আছেন; ব্যস্ত হবেন না, কি বল্‌তে এসেছি শুনুন, সে কাগজপত্র দেখে আপনি যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি তা আমার ধারণা হয়েছে, ক্রমে সন্ধান পেলুম, কলিকাতাতে আপনি এটর্ণির ক্লার্কগিরিও ক'রে গিয়েছেন। আমি নূতন আফিস কর্‌বো, আপনার মত একজন মহাশয়ের আবশ্যক; আপনার ভয় নেই, আমি সেই ভাইপো ব্যাটাকে তাড়িয়েছি, সে ব্যাটাকে কাগজও ফিরে দিচ্ছিনে, তাকে ধাপ্পা দিয়ে দিয়েছি যে চারশো টাকা নিয়ে আয়, সে এখন বিশ বাঁও জলে; এই দেখুন সে কাগজ আমার হাতে।

কাঙ্গালী। কই দেখি—কই দেখি—

রমেশ। এই দেখুন, এতো চিন্‌তে পেরেছেন? তবে কাগজগুলো আমার ঠেঁয়ে থাকবে, আপনার ঠেঁয়ে দিচ্ছিনি। আমি নূতন উকীল বটে তবে নেহাত কাঁচা নই; পাঁচবার এক্‌জামিনে ফেল হয়ে তবে পাশ হয়েছি! আপনি যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেকবার আমায় যেতে হবে, আপনিও হাতে থাকা চাই, বন্ধুত্বের নিয়মই এই।

জগ। তা বটে তো বাবা, তা বটে তো বাবা,—মুখপোড়া, মানুষ চেন না? এঁর সঙ্গে আলাপ কর,—তোর কপাল ফিরবে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বল্লে, যেন ভাগবত পড়লে। কি বাবা, কি করতে হবে আমায় বল? তুমি যা বল্‌বে, ছুঁপিডের কাণ ধ'রে আমি করাব।

রমেশ। বাঃ রূপসি! আপনার নাম কি? আপনি সাক্ষাৎ বুদ্ধি রূপিণী।

জগ। আমায় বিদ্যাধরী বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয় ; এখন কাজের কথা বল।

রমেশ। সুরেশ ব'লে একটা ছোকরা তোমার এখানে আসে ?

কাঙ্গালী। কে সুরেশ ?

জগ। আ মর, বুড়ো হলি—কাকে বিশ্বাস কর্ত্তে হয়, কাকে অবিশ্বাস কর্ত্তে হয় জানিস্ নি ?—এসে বাবা এসে।

রমেশ। তোমার কাছে টাকা ধার করে ?

জগ। হ্যাঁ, তা করে।

রমেশ। তার নোটগুলো আমি কিন্‌বো, আর এবার এলে তাকে বুঝিয়ে ঠিক ক'রতে হবে, যাতে একখানা Bondয়ে সই করে। বলো, পাঁচশো টাকা পাবে। খানকতক কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাক্‌বে, তাতে এণ্ডোরস্ (Endorse) করিয়ে নেবে। কথাটা এই, "তার বিষয়ের স্বত্ব আমি কিনে নেব।"

কাঙ্গালী। বুঝেছি বুঝেছি।

রমেশ। বুঝেছ তো ?

জগ। বুঝলে কি হবে, তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে আজ ছ' মাস বোঝাচ্ছি নালিশ কত্তে, সে বলে, আমি দাদার নামে নালিশ করবো না।

রমেশ। তোমাদের কাছে নোট আছে কত টাকার ?

কাঙ্গালী। সে প্রায় চার পাঁচশো টাকা হবে।

রমেশ। তাকে ভয় দেখাও—নালিশ কর্‌ব।

জগ। সে তো তাই চায়, বলে, দাদা কি আমায় জেলে দেবেন ? দাদা না দেয়, বৌ সব দেবে। এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি কর্‌বে ? একটু বুদ্ধি ঘটে নেই।

রমেশ। আচ্ছা, ও বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে। আপনি আমার ক্লার্ক হবেন ? কাল থেকে বেরোবেন, মাইনে পাবেন না, আপনি যা ক্লায়েণ্ট (client) জোটাবেন, তারই কস্‌ট (cost) য়ের দশ আনা ছ'আনা। সেই আপনার মাহিনার হিসাবে জমা-খরচ হবে।

কাঙ্গালী। তা বাবা আমার হাতে তো ক্লায়েণ্ট নেই, আমি একটা বদনামী হ'য়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিছু মাইনে না দিলে চল্‌বে না। যা হোক, ডিস্পেন্সারি খুলে নিকিরীপাড়া, ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক ক'রে দিন পোষায়, আরো আন্যো সব কার্য্য আছে, তাতেও কিছু কিছু পাই। গোটা কুড়িক ক'রে টাকা দিও, তার পর কস্‌টের দশ-আনা ছ-আনা বল্‌ছো, চার-আনা বার-আনাতেও রাজী আছি।

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্যে আটকবে না।

জগ। তোমার তো একটা পেয়াদা চাই ?

রমেশ। তা আমি দেখে নেব এখন।

জগ। কেন, নতুন আপিস ক'চ্চ আমায় কেন রাখ না, আমি তোমার চিঠি নিয়ে যাব।

রমেশ। তা রূপসি, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুরদাদা, এখানে তো ডিস্পেন্সারি চালাতে হবে, আর আর কাজ আছে তোমায় দেব।

জগ। ডিস্পেন্সারিও চল্‌বে ?

রমেশ। চল্‌বে না কেন, খুড়ো সকাল বিকেল নিকিরীপাড়া ঘুরে আস্‌তে পারবে, দিনের বেলা তুমি ওষুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। দেখ্‌লি ষ্টুপিড, মানুষ চিনিস্ নি।

রমেশ। তবে আসি, কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। রূপসী, চল্লুম।

কাঙ্গালী। এগারটার সময় বেরুলে চল্‌বে ?

রমেশ। হাঁ, তা চল্‌বে।

রমেশের প্রস্থান

কাঙ্গালী। জগা, এইবার বরাত ফির্‌লো আর কি! আবার যখন এটর্ণি পেয়েছি, আর কিছু ভাবিনি, এই পাশের জমীটে মাগীকে ঠকিয়ে ঠাকিয়ে দেড়শো টাকা ক'রে কাঠা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীকে দিয়েই একখানা গাড়ী তয়ের ক'রে নেব, আর চিৎপুর থেকে দুটো ঘোড়া;

বাগান একখানা করতেই হবে, যা হ'ক, তরীটে তরকারীটে আস্‌বে ; জগা, কথা কচ্ছিস্ নে যে ?

জগ। বল্ বল্, তোর আক্কেলের দৌড়টা শুনি, তুই মুখ্যু কি না, গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল দিয়ে বসেছিস্। ও দেখ্‌তে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, কোন রকম ক'রে সুরেশটাকে হাত করে রাখ, ওদের ঘরোয়া বিবাদ বাধলো বলে ; মকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকীলের কাছে যাস্, যে খরচা আদায় কর্‌তে পার্‌বি।

কাঙ্গালী। তোর ত বুদ্ধি বড়, আমার নামে জালিয়াতের নালিস করে চৌদ্দ বৎসর ঠেলুক—সেই মাগীর সব কাগজপত্র নিয়ে রেখেছে।

জগ। আমি চ'খে দেখলুম আর আমায় পরিচয় দিচ্ছিস কি ? মকদ্দমা কি আজ বাধাতে পার্‌বি ? দু-বছরে বাধে তো ঢের ! ও যে উকীল দেখছি, তত দিন বিশটা জাল কর্‌বে। আর আমার কথা তুই দেখিস, যখন ডাক্তারখানা রাখতে বল্লে, কারুকে বিষ খাওয়াবার মতলব যদি না থাকে তো কি বলেছি ! ওকে আমি দু'দিনে হাত করে' ওর পেটের কথা সব নেব।

সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরেশ। বিদ্যাধরি মেজদা এসেছিল কেন হে ?

জগ। ওরে, তোর কপাল ফিরেছে, ওরে তোর কপাল ফিরেছে— (পদধূলি প্রদান)।

সুরেশ। আরে যাও বিদ্যাধরী, আমার সিঁথে খারাপ হবে।

জগ। পাঁচ পাঁচশো টাকা ! একটা সই ক'ল্লেই—বাস্ !

সুরেশ। পাঁচ পাঁচশো টাকা চাই নি, আমায় দশটা টাকা দাও—আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে এনেছি দেখ।

জগ। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস্ নি।

কাঙ্গালী। তাই তো হে খুড়ো, তুমি অমন বোকা কেন ?

সুরেশ। দেখ কাঙ্গালী খুড়ো, বিদ্যেধরি শোন—এ যে দু' দশ টাকা ধার করি' এ দিতে দাদা মারা যাবে না, আর দেবেও। পাঁচশো টাকা দিতে যাচ্ছ

বাবা, পঞ্চাশ হাজারে ঘা দেবে তবে; ভাব্‌ছো বোকারাম টাকার লোভে একটা সই ক'রে দেবে এখন; আমার নিজের টাকা থাকতো, ঠকিয়ে নিলে আপত্তি ছিল না—দাদার যে সর্ব্বনাশ কর্‌বে, তা রূপসী বিদ্যাধরি পাচ্চো না। চিরকাল দাদার খেলুম, দাদা বকেন আমার গুণে, কিন্তু অমন দাদা কারুর হবে না।

জগ। আমি আর টাকা দিতে পারবো না, যে টাকা ধার নিয়েছিস দে, নইলে আমি নালিস কর্‌বো।

সুরেশ। আমি তোমায় দুবেলা সাধছি বিদ্যাধরি, জজ সাহেবও ইন্দ্রের অপ্সরী দেখবে, আমারও টাকা ক'টা শোধ যাবে; শুধু তাই না আমার একটা বাজারে নাম বেরুবে, বিদ্যাধর খুড়োর মতন মহাজনও দু-একটা জুটবে। তোমার চন্দ্রবদন যত না দেখ্‌তে হয়, ততই ভাল। বুঝ্‌লে বিদ্যাধরি, টাকা দেবে কিনা বল?

জগ। না, আমার টাকা-কড়ি নেই।

সুরেশ। তবে চল্লুম, সেলাম পৌঁছে বিদ্যাধর খুড়ো, বিদেয় হলেম। এক গুণ নিয়ে চারগুণ লিখে দিলে তোমার মত ঢের মহাজন পাব।

সুরেশের প্রস্থান

জগ। বুঝ্‌লি পোড়ারমুখো! একে সোজা দিক্ দিয়ে হবে না, একে উল্টো প্যাচ কস্‌তে হবে। সই ক'রে দিলে ওর দাদার উপকার হবে যদি বুঝ্‌তে পারে, তখনই সই কর্‌বে।

কাঙ্গালী। কি রকম—কি রকম?

জগ। রোস, এখন দাঁড়া, আমি মনে মনে ঠাওরাই। খাই গে আয়।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

প্রফুল্ল ও সুরেশ

সুরেশ। হ্যাঁরে মেজো, দাদার না বড় অসুখ ক'রেছে ?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, আমার হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যাচ্ছে, ঠাক্‌রুণ কাঁদ্‌ছেন। বট্‌ঠাকুরকে কে কি খাইয়েছিল।

সুরেশ। তা এখন দাদা কোথা ?

প্রফুল্ল। এখন ভাল হ'য়েছেন, ঘরে শুয়ে আছেন। তোমায় তাড়াতাড়ি আমি ঝিকে পাঠিয়ে দিলুম খুঁজতে, সে যদি চিক্কুরি দেখ্‌তে। ডাক্তার এল, মাথায় জল-টল দে তবে ভাল হ'ল। ছেলেটাও যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি। এমন সর্ব্বনেশে জিনিষও খাইয়েছিল। দিদিকে লাথি মেরেছেন, ছেলেটাকে চড় মেরেছেন, মাকে গালাগালি দিয়েছেন।

সুরেশ। দাদা খেয়েছেন ?

প্রফুল্ল। ডাক্তার পাঁঠার কৎ খেতে বলেছিলেন, তাই খেয়েছেন, এ বেলা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খাবেন। ঠাকুরপো অমনি ক'রে আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায় ? মা বলেন, চারিদিকে শত্তুর, শত্তুর হাস্‌ছে।

সুরেশ। এখন ভালো আছেন তো ?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, সরকার মশাইকে ডেকে কি কাজ বলেছেন, চিঠি লিখেছেন, আবার যদি কেউ কিছু খাওয়ায় ? আমার ভাই কান্না পাচ্ছে।

সুরেশ। আমিও তাই ভাবছি, হাতে টাকা নেই, তা নইলে একটা মাদুলী আন্‌তুম। বৌদিদি সেই মাদুলী পর্‌লে আর কেউ কিছু কর্‌তে পারতো না।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ ঠাকুরপো, এমন মাদুলী ?

সুরেশ। সে মাদুলীর কথা বল্‌বো কি, ওই সরকারদের বাড়ীর অমনি

একজনকে খাওয়াতো—সরকারদের বৌ মাদুলী যেই পর্‌লে, আর কেউ কিছু ক'র্‌তে পারলে না। কি খাওয়ায় জান, রাঙ্গা জল পড়া। ভাগ্‌গিস ভালয় ভালয় কেটে গেল, নইলে লোক পাগল হয়। এমন জল পড়া নয়, তুমি যদি খাও তো, অমনি ধেই ধেই করে নাচ।

প্রফুল্ল। ও মা! সে নাচাই বটে, সে যে হাত পা ছোঁড়া! তা তুমি সে মাদুলী এনে দাও, আমি দিদিকে ব'লে টাকা দেওয়াব এখন।

সুরেশ। তা হ'লে আর ভাব্‌না ছিল কি, বৌদিদির টাকায় আন্‌লে ওষুধ ফল্‌বে না।

প্রফুল্ল। তবে কি হবে, আমার ঠেঁয়ে আট গণ্ডা পয়সা আছে।

সুরেশ। আর সেই যে মাকড়ীগুলো আছে, তা তো তুমি আর পর না।

প্রফুল্ল। না, সে তুলে রেখেছি, দিদি বলেছে কাণবালা গড়িয়ে দেবে।

সুরেশ। তা সেইগুলো পেলেই হতো—

প্রফুল্ল। তা নাও, আমি দিচ্ছি, দুটো মাদুলী এনো, আমিও একটা চুপি চুপি পরে থাক্‌বো, যদি ওঁকে কেউ কিছু খাওয়ায়।

প্রফুল্লের প্রস্থান

সুরেশ। দেখি কত দূর হয়। (লিখন) "মেজ দাদা, মেজ বৌদিদির মাকড়ী লইয়া অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা দিয়েছি।" ভায়ার দেখে অঙ্গ শীতল হবে। বল্‌বেন, খুব করেছ। কি রে যেদো, কাঁদছিস কেন?

যাদবের প্রবেশ

যাদব। কাকাবাবু, বাবার অসুখ করেছে।

সুরেশ। অসুখ করেছিল, দেখ্‌ গে যা, ভাল হয়ে গিয়েছে, তার কান্না কিসের? তোর অসুখ করে না?

যাদব। বাবা আমায় রোজ ডাকেন, আজ ডাকেন নি।

সুরেশ। ডাকবেন এখন, যা, তুই কাছে যা দেখি।

যাদব। তুমি বাইরে যেও না, যদি আবার অসুখ করে!

সুরেশ। না, আর অসুখ কর্‌বে না।

প্রফুল্লের পুনঃ প্রবেশ

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, এই নাও। (মাকড়ী প্রদান)

সুরেশ। মেজ বৌদিদি, যাদবকে দাদার ঘরে দিয়ে এস তো, আর এই চিঠিখানা মেজদাদাকে দিও।

যাদব। কাকীমা, আমার কান্না পাচ্ছে, আবার যদি বাবার অসুখ হয়?

প্রফুল্ল। না, বালাই! আর অসুখ হবে কেন। চল্, তোকে আমি নিয়ে যাই।

সুরেশ। যেদো, যা তোর বাপের কাছে যা, কাঁদিস্‌নি। আমি কেমন সুন্দর ব্যাটবল কিনে এনে দেব এখন। কাল তোকে গড়ের মাঠে খেল্‌তে নিয়ে যাব।

যাদবকে লইয়া প্রফুল্লর প্রস্থান

এই যে, আমার বুদ্ধিমান মেজদাদা উপস্থিত, সহিসের মাথায় যে ব্র্যাণ্ডির কেস দেখছি, এঁর জন্যেও মাতুলী গড়াতে হবে। দাদা যখন ক্যানেস্তারা থেকে বার করে একটু একটু খান, তখন আমি জানি; ও এমন জলপড়া না, আমি আর যা করি তা করি, এ জলপড়া ছোঁব না। ইস্ আমায় দেখে বমাল সামলাচ্ছেন।

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। সুরেশ, এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্চিস্?

সুরেশ। তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল, তাই দিতে এসেছি।

রমেশ। কৈ দে।

সুরেশ। মেজ বৌদির হাতে দিয়েছি।

রমেশ। তোর হাতে কি?

সুরেশ। সুপুরি; ও মুটের ঠেঁয়ে কি গা?

রমেশ। ও কোন্‌সুলি সাহেবকে সওগাত পাঠাতে হবে।

সুরেশ। কোন্‌সুলি, না ঢুকু ঢুকু ঢালি?

সুরেশের প্রস্থান

রমেশ। ওরে, এদিকে আয়, ওই ওদিকে রাখ্‌গে যা।

সহিসের প্রবেশ ও বাক্স রাখিয়া প্রস্থান

যাতে পরের অপকার তাতে আপনার উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখ্‌রা, তারপর বাপের বিষয় বখ্‌রা, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি শত্রু! এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়গুলো যে ব্যাপারী ব্যাটারা বেচে নেবে, তা তো প্রাণে সইছে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান চাই। যখন মদ ধরেছে, সই ক'রে নেবার কথা ভাবি নি, আজই হ'ক্ কালই হ'ক মর্টগেজ (Mortgage) সই ক'রে নিচ্ছি। ভাবনা রেজেষ্টার—তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়, জুড়ুতে দেওয়া হ'বে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে, একবার দাদার কাছে যাই।

রমেশের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

যোগেশ ও জ্ঞানদা

জ্ঞানদা। ছেলেটাকে চড় মেরেছিলে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, একবার ডাক।

যোগেশ। ডাক্‌বো কি, আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখাতে লজ্জা হ'চ্ছে, এই সর্ব্বনাশ, তার উপর এই ঢলাঢলি।

জ্ঞানদা। ও আর মনে কর' না। ও ছাই আর ছুঁয়ো না।

যোগেশ। আবার!

জ্ঞানদা। একবার যাদবকে ডাক।

যোগেশ। যাদব! এদিকে এস।

যাদবের প্রবেশ

কাঁদ্‌ছ কেন? কেঁদ না বাবা, মেরেছিলুম, লেগেছে?

যাদব। না বাবা, তোমার যে অসুখ করেছে।

যোগেশ। অসুখ করেছিল, ভাল হয়ে গিয়েছে।

যাদব। আর অসুখ কর্‌বে না বাবা?

যোগেশ। না, আর অসুখ কর্‌বে না; আবার কাঁদছ?

যাদব। বাবা, আর অসুখ কর' না,—মা কাঁদবে, ঠাকুরমা কাঁদবে, কাকীমা কাঁদবে।

যোগেশ। না, আর অসুখ করবে না, তুমি ঠাকুমার কাছে গে গল্প শোন গে।

যাদব। না বাবা, আমি গল্প শুন্‌বো না. তোমার কাছে বসবো।

জ্ঞানদা। না না, গল্প শুন্‌গে। ও ঘুমুক। হ্যাঁগা থানকতক রুটী গড়ে আনি না, দুধ দিয়ে খাও, ভাতে হাতে করেছ—

যোগেশ। না না, পোড়ারমুখে আজ আর কিছু উঠ্‌বে না।

জ্ঞানদা। তবে শোও গে।

যোগেশ। এই যাই, রমেশকে ডাকতে পাঠিয়েছি, একটা কথা বলে শুইগে।

জ্ঞানদা। আয় যাদব, আয় খাবি আয়।

যাদব। হ্যাঁ মা, বাবার যদি আবার অসুখ করে?

জ্ঞানদা। আর অসুখ কর্‌বে কেন?

যাদবকে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থান

যোগেশ। একদিনে কি কাণ্ড হয়ে গেল! মদের কি আশ্চর্য্য মহিমা! এই ঢলাঢলি কল্লুম তবু মনে হচ্ছে একটু খেয়ে শুলে হ'ত। এই সর্ব্বনাশটা হয়ে গিয়েছে, বোধ হচ্ছে যেন স্বপ্ন; শেষটা কি দেনদার হব! মাগ ছেলে তো পথে বস্‌লোই। উঃ! ইচ্ছে হচ্ছে আবার মদ খেয়ে অজ্ঞান হই। ওঃ! এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়!

রমেশের প্রবেশ

ভাই, সব শুনেছ?

রমেশ। আজ্ঞে শুন্‌লুম বই কি।

যোগেশ। ঢলাঢলি করেছি, শুনেছ?

রমেশ। বলেন কি! হঠাৎ এ সর্ব্বনেশে খবর এলে লোকে জলে ঝাঁপ দেয়; আপনি খুব ভাল করেছিলেন, নইলে একটা ব্যামো স্যামো হ'ত।

যোগেশ। আর ভাল করেছি ছাই! মা'র উপোস গিয়েছে, ছেলেটাকে মেরেছি, বাড়ীশুদ্ধ কান্নাকাটী, শত্রুর মুখ উজ্জ্বল!

রমেশ। না, না, আপনি বুঝ্‌ছেন না, সাডন সকে (Sudden shock) একটা ব্যামো হ'তে পাত্তো।

যোগেশ। না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন উপায় কি? কারবার ক্লোজ করেছি, ব্যাপারীর দেনা প্রায় দেড় লাখ টাকা। বিষয় বেচে তো না দিলে নয়; আমি ব্যাপারীদের ঠেঁয়ে সময় নিয়ে দালাল ধরিয়ে দিই।

রমেশ। মা একটা কথা বল্‌ছিলেন—বলেন, এখন বেচলে কি দাম হবে? আধা দরে যাবে। তিনি বল্‌ছিলেন, বৌয়ের নামে কল্লে হয় না? তারপর ক্রমে ক্রমে বেচা যাবে।

যোগেশ। ছিঃ! তিনি যেন মেয়েমানুষ বলেছেন, তুমি ও কথা মুখে আন?

লোকের কাছে জোচ্চোর হব? সুনাম থাক্‌লে খেটে খাওয়া চল্‌বে। আর চলুক আর নাই চলুক, আমায় বিশ্বাস করে মাল ছেড়ে দিয়েছে—বিশ্বাসঘাতক হব?

রমেশ। তা তো বটেই, তা তো বটেই, তবে একটা কথা, দরে না বিকুলে তো সব দেনা শোধ যাবে না।

যোগেশ। আমি সকলকে ডেকে বলি যে, আমার এই আওহাল, তোমরা সব আপনারা রয়ে বসে বেচে কিনে নাও! না রাজী হয়, জেল খেটে শোধ দেব। এখন আর আমার বিষয় না, পাওনাদারের, তাদের যেমন ইচ্ছে, তাই হবে। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা ক'রে ব'ল্‌তে পারি, কখনো প্রবঞ্চনার দিক দিয়ে চলি নি। যারা প্রবঞ্চক, তারা কখন' ব্যবসাদার হ'তে পারে না। (বিশ্বাস ব্যবসার মূল, দেখ্‌ছ না, আমাদের জাতে পরস্পর বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও প্রায় কেউ উন্নতি লাভ ক'ত্তে পারে না;) লোকের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি, তাই করেছি; সে বিশ্বাস কখন' ভাঙ্‌বো না, এতে জেলে যাই, স্ত্রী রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল।

রমেশ। আমিও তো তাই বলি, তবে মা বল্‌ছেন, এই জন্যই শোনালুম।

যোগেশ। মা বলুন, যিনি অধর্ম্মে মতি দেবেন, তিনি মা'ই হ'ন আর বাপই হ'ন, তাঁর কথা শুন্‌তে নেই। তুমি আজ রাত্রিতেই ব্যাপারীদের ডাকাও, আমি একটা বিলি করি, তা নইলে হবে না।

রমেশ। কাল সকালে ডাকাব। দাদা, ময়রাদের একটা ছেলের ওলাউঠা হয়েছে, ব্র্যাণ্ডি একটু দিলে হয় না? আমার কাছে ওষুধ চাইতে এসেছে; আপনি ডাক্‌লেন, চ'লে এসেছি।

যোগেশ। তা আমাদের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও না।

রমেশ। কে ডাক্তার না কি একটু ব্র্যাণ্ডি খেতে বলেছে।

যোগেশ। তবে ডিস্পেন্সারিতে লিখে দাও।

রমেশ। লিখে দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে আছে, ওর তাপ দেবার জন্তে একটা এনেছিলুম; আমি দিয়ে আসিগে।

যোগেশ। শীগ্‌গির এস, আমি স্থির হতে পাচ্ছি নি, যা হয় একটা রাত্রেই শেষ কর্‌বো।

রমেশের প্রস্থান

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে, মন না, মতিভ্রম, বিশেষ মা'র কথা ঠেলা বড় মুস্কিল।

রমেশের পুনঃপ্রবেশ

রমেশ। দাদা, এইটুকু দিই? না, আর একটু ঢাল্‌ব?

যোগেশ। বেশী না হয়।

রমেশ। দাদা, আজ আমি ব্যাপারীদের খবর দিয়ে পাঠাই, কাল সকালে সব আস্‌বে, আজ হিসাব পত্র মিলুচ্ছে, সকলে তো আস্‌তে পারবে না।

যোগেশ। তা বটে, কিন্তু আজ আমার ঘুম হবে না।

রমেশের মদের বোতল রাখিয়া প্রস্থান

যাদবের পুনঃপ্রবেশ

কি রে যাদব, আবার এলি যে?

যাদব। বাবা, ঠাকুরমা কাঁদছে।

যোগেশ। কেন রে?

যাদব। ছোট কাকাবাবু চোর হ'য়েছে, কাকীমা'র মাকড়ী নিয়ে গিয়েছে।

যোগেশ। সে কি? এ আবার কি সর্ব্বনাশ! শেষ দশায় কি আমার এই হ'ল? আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে—চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না; চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলাম? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল।

যাদব। বাবা, তুমি কি কচ্ছো? আমার মন কেমন করে!

যোগেশ। করুক, আমার কি? আর কোন কথার তত্ত্ব করবো না, যা হয় হ'ক, আজ থেকে আমার চেষ্টা রহিত। এই যে সুরাদেবী! যখন

কৃপা ক'রে এসেছ, আমি পরিত্যাগ ক'র্‌বো না, আজ থেকে তোমার দাস! (মদ্যপান)

যাদব। বাবা, কি কচ্ছো? আমার মন কেমন করে। তুমি অমন ক'র না।

যোগেশ। তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই! বিস্মৃতি, বিস্মৃতি—আমায় বিস্মৃতি দান কর!

যাদব। বাবা, তোমার অসুখ হবে, ঠাকুরমা বলেছে, বোতল খেয়ে অসুখ হয়েছে, আর খেয়ো না বাবা!

যোগেশ। যা তুই যা। আজ থেকে গা হেলে দিলুম, যে যা বলে বলুক। লোকনিন্দা, কিসের ভয়?

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। দাদাবাবু, কি কচ্ছেন?

যোগেশ। কে ও সুরেশ? যা খুসী কর ভাই, আর তোমায় আমি কিছু বল্‌বো না। নেচে বেড়াও, খালি আমোদ ক'রে বেড়াও, কিছু চেষ্টা ক'র না। আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি,—কিছু না, কিছু না, ঠেকে শিখেছি! আর কি ভাবি, যা হবার হবে, ক'দিক্ ভাব্‌বো? সব দিক্ ফাঁক। খালি জমাট নেশা চলুক।

সুরেশ। ও মা! শীগ্‌গির এস, দাদা আবার মদ্ খাচ্ছে।

যোগেশ। মাকে ডাক্‌ছিস্? ডাক্, কিছু ভয় করিনি, আর মাকে ভয় করিনি। আমি যে লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়ার ভয় কি? কিছু ভয় নেই, ব্যস্! যা, এই আংটিটে নিয়ে যা, দু-বোতল মদ নিয়ে আয়। এক বোতল তুই নিস্, এক বোতল আমায় দিস্।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। ও বাবা যোগেশ, আবার কি সর্ব্বনাশ কচ্ছো?

যোগেশ। কিচ্ছু না, তুমি যাও মা ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি। (মদ্যপান)

উমা। ও সুরেশ, দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? কেড়ে নে না।

যোগেশ। খবরদার—মারুভালেগা।

রমেশের পুনঃপ্রবেশ

উমা। ও রমেশ, যোগেশ কি সর্ব্বনাশ করে দেখ।

রমেশ। মা, তুমি স'রে যাও, স'রে যাও! যত মানা কর্‌বে, তত বাড়াবে, মাতালের দশাই ওই!

যোগেশ। বাড়াবই তো! ভয় কিসের? ত্রিশ বৎসর ভয় ক'রে চলেছি, লোকনিন্দে? বড় বয়েই গেল!

রমেশ। ও সুরেশ, মাকে নিয়ে যা; আমি দাদাকে ঠাণ্ডা কচ্ছি। যত ঘাঁটাবি, তত বাড়াবে। যাদবকে নিয়ে যা!

সুরেশ। আয়, যাদব আয়, মা এস।

উমা। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে!

রমেশ। মা চেঁচিও না, চারিদিকে শত্রু হাস্‌ছে।

সুরেশ। চল মা চল, মেজদাদা ঠাণ্ডা করবে এখন।

রমেশ। যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সুরেশ, যাদব ও উমাসুন্দরীর প্রস্থান

দাদা, তুমি তো খুব খেতে পার?

যোগেশ। হাঁ বিশ বোতল খাব। যা, আর দু-বোতল নিয়ে আয়।

রমেশ। খেয়ে ঠিক থাক, তবে তো—

যোগেশ। ঠিক আছি, বেঠিক পাবে না। তবে কি জান বড় সর্ব্বনাশ হয়েছে, প্রাণটা কেমন কচ্ছে, তাই খাচ্ছি, মাতাল হইনি।

রমেশ। হয়েছ বই কি!

যোগেশ। চোপ্‌রাও!

রমেশ। চোপ্‌রাও?—কৈ লেখ দেখি?

যোগেশ। আচ্ছা, দাও দোয়াত কলম দাও।

রমেশের কলম, দোয়াত ও কাগজ প্রদান

রমেশ। অমন লেখা না, ঠিক সই কত্তে পার, তবে—

যোগেশ। ঠিক কর্‌বো; দাও।

(যোগেশ সই করিয়া) বাঃ! বাঃ! কেয়া জবর সই হয়া! শুধু সই? সই-মোহর করে দিই, আন।

রমেশ। কই দাও। (মোহর প্রদান)

যোগেশের মোহরকরণ

রমেশ। (স্বগত) একটা কাজ তো হলো, রেজেষ্ট্রী করি কি করে? দেখা যাক্।

যোগেশ। কি, কি, কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ; আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। যা খুসী কর, আমায় মদ দাও।

উমাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ

উমা। ও রমেশ, এখনও যে ঠাণ্ডা হ'ল না?

রমেশ। আবার এয়েছ? তোমরা যা জান কর, আমি চল্লুম্।

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। মা, তুমি মানা ক'ত্তে এসেছ? আর মদ খাব না, কেন খাব না? এই যে ত্রিশ বৎসর খেটে মলুম—কেন? কি কাজ ক'ল্লুম? তুমি বুড়ো মা, আজন্ম বাঁদীর মত খাট্‌লে, তোমার কি কল্লুম? পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, যে বাঁদীর অধম হয়ে সংসার ক'ল্লে তার কি ক'ল্লুম? একটা ছেলে—তার হিল্লে কি রাখলুম? ভাইটে চোর হলো, তার কি ক'ল্লুম? রমেশ মাতাল দেখে সই করিয়ে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে—চেষ্টা করে তো এই ক'ল্লুম! মনে কচ্ছো, মাত্‌লামো ক'চ্ছি?—না মনের দুঃখে বল্‌ছি, বল্‌তে বল্‌তে আগুন জ্বলে উঠে, জল দিই—(মদ্যপান) মা, তুমি কিছু বলো না, তোমার বড় ছেলে আজ মরেছে!

যোগেশের প্রস্থান

উমা। ও বাবা, কোথায় যাস—ও বাবা কোথায় যাস? ও সুরেশ তোর দাদাকে দেখ্।

উমাসুন্দরীর প্রস্থান

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর চক

ব্যাঙ্কের দেওয়ান ও রমেশ

দেও। রমেশ বাবু, আপনার দাদা কোথা ?

রমেশ। তাঁর ভারি অসুখ, তিনি শুয়ে আছেন।

দেও। ডাকুন, ডাকুন, শুনলে অসুখ ভাল হ'য়ে যাবে ; আই ব্রিং গুড নিউজ (I bring good news)।

রমেশ। ডাকবার যো নেই ; কাল মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, ডাক্তার বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছে, কোন রকম এক্সাইটমেণ্ট (excitement) না হয়।

দেও। বটে, তা হ'তেই তো পারে, বড্ড শক্‌টা (shock) লেগেছে। তা আপনাকেই ব'লে যাচ্ছি, আপনারা ডেস্‌পেয়ার্ড (despaired) হবেন না, কাল্‌কে লেটেষ্ট প্রাইভেট টেলিগ্রাম টু এজেন্টের (Letest private telegram to agent) কাছে এসেছে,—দি ব্যাঙ্ক মে রিকভার (The Bank may recover)। বোধ করি দিন পনেররই ভেতর ফের পেমেণ্ট (Payment) আরম্ভ হবে, কেউ এ খবর জানে না, সেক্রেটারি (Secretary), আমি আর আপনি এই শুন্‌লেন, আপনার দাদা আমার ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড (intimate friend), তাঁর মাইণ্ডটা (mind) কতকটা রিলিভ (relieve) কর্‌বার জন্যে এসেছিলেম !

রমেশ। এ খবর তো তাঁকে এখন দিতে পার্‌বো না, বেশী এক্সাইট্‌মেণ্ট (excitement) হবে, তাঁর হার্ট অ্যাফেক্ট (heart affect) ক'রেছে কি না।

দেও। নেভার মাইণ্ড (never mind)! আপনি জেনে থাকুন, দিন পনের না দেখে কিছু নূতন অ্যারেঞ্জমেণ্ট (arrangment) ক'রবেন না। ইট ইজ অল্‌মোষ্ট সারটেন্ ছাট উই উইল রিকভার (It is almost certain that we will recover)।

রমেশ। থ্যাঙ্ক্ ইউ, মাচ্ ওব্লাইজ্‌ড ফর্ ইয়োর্ ইন্‌ফর্‌মেশন (Thank you, much obliged for your information)।

দেও। আমি বড় ব্যস্ত আছি, সকাল সকাল বেরুতে হবে। চল্লুম, গুড্‌মর্ণিং (Good morning)।

রমেশ। গুড্ মর্ণিং (Good morning)।

দেওয়ানের প্রস্থান

ইস্! আর না রেজেষ্টারী ক'রে নিতে পারলে তো নয়। দাদার সঙ্গে দেওয়ান ব্যাটার দেখা হ'লেই সব দিক্ মাটি! আজ যদি রেজেষ্টারী না ক'ত্তে পারি, আর ব্যঙ্ক যদি পে (pay) করে সুরেশের ওয়ান্-থার্ড শেয়ার (One third share) তো বাগিয়ে নিতেই হবে! যদি দাদা টের পায়? টের পায় টের পাবে। আমার ওয়ান্-থার্ড (One-third) কে ঘুচাবে? জয়েণ্ট হিন্দু-ফ্যামিলি (Joint Hindu family)। আমি মাকড়ি চুরির নালিশটে আঁধারে ঢিল ফেলেছিলুম। দেখছি, এটা কাজে আসবে, ওর ঠেঁয়ে ওর শেয়ারটা (share) লিখিয়ে নেবার সুবিধে হ'তে পারে, জেলের ভয়ে লিখে দিলেও দিতে পারে। দিক্ না দিক্, নাড়া দেওয়া উচিত। এই যে কাঙ্গালী।

কাঙ্গালীর প্রবেশ

কাঙ্গালী। আমায় ডাকছেন কেন?

রমেশ। দেখ, আমি মাক্‌ড়ি চুরি গিয়েছে ব'লে পুলিশে জানিয়ে এসেছি। কে ক'রেছে, কি বৃত্তান্ত, তা কিছু বলিনি। তুমি এখন গিয়ে ইন্‌ফরমেশন্ (Information) দাও যে, অন্নদা পোদ্দারের হোথা মাল আছে, পুলিশ সন্ধান ক'রে বার ক'রবে। আর অন্নদাও সুরেশের নাম ক'রবে। তুমি আজ তোমার স্ত্রীকে দিয়ে যোগাড় ক'রে সুরেশকে বাড়ীতে আটক কর।

কাঙ্গালী। আর ওতো মর্টগেজ (mortgage) ক'রে নিচ্ছেন, আর সুরেশকে আটক ক'রে কি দরকার? মর্টগেজ হ'লে আর ওর ওয়ান-থার্ড শেয়ার (One-third share) থাক্‌ছে না যে, ভয় দেখিয়ে লিখিয়ে নেবেন?

রমেশ। না তবু লিখে নেওয়া ভাল।

কাঙ্গালী। মর্টগেজ যদি সাজস্ প্রমাণ হয়?

রমেশ। এতো আমি আপনার নামে ক'রিনি।

কাঙ্গালী। তবে কার নামে?

রমেশ। তবে আর তোমায় অ্যাসাইনমেণ্ট (assignment) কাপি ক'ত্তে ব'লেছি কি? এ সব হাঙ্গামা মিটে যাক্, এক ব্যাটাকে শালের জোড়া-টোড়া পরিয়ে অ্যাসাইনমেণ্ট সই ক'রে রেজেষ্টারী ক'রে নেব।

কাঙ্গালী। কার নামে মর্টগেজ ক'রলেন, রেজেষ্টারী ক'রে দেবে কে?

রমেশ। এটা আর বুঝতে পারলে না? মর্টগেজ রাখছে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া, বাড়ী এলাহাবাদ, যে হয় এক বেটা খোট্টা একশো টাকা পেয়ে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া হবে। এখন আজকে রেজেষ্টারী ক'রে নিতে পারলে হয়। একটা ব্রাণ্ডি, পোর্টের মত লাল রঙ ক'রে রাখবো, একটু লাল রঙ পাঠিয়ে দিও ত। থাকুক একটা, দাদার খোঁয়ারির মুখে পোর্ট ব'লে দিলে চল্‌তে পার্‌বে।

কাঙ্গালী। আপনি বেশ ঠাউরেছেন, আমার একটা বয়াটে ভাগ্‌নে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীর মতন চাল-চলন। সে কিছু টাকা নিয়েই আবার পশ্চিমে চ'লে যায়, তাকেই মল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজান হয়।

রমেশ। সে পরের কথা পরে, পুলিশে জানিয়ে এস গে।

কাঙ্গালী। যে আজ্ঞে।

কাঙ্গালীর প্রস্থান

রমেশ। এখন পীতাম্বরে ব্যাটাকে হাত ক'ত্তে পারলে হয়।

পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। ছি ছি ছি! কি আক্কেল! মেজবাবু, কোথায় ঘরের কলঙ্ক ঢাক্‌বেন, না ব্যাপারীদের সামনে বল্লেন কি না, বাবু মদ খেয়ে প'ড়ে আছেন!

রমেশ। ও সব না ব'লে কি রফায় রাজী ক'ত্তে পারতুম? ব্যাপারীরা যদি দেখে, দাদা ঘর-বাড়ী বেচে দেনা দিতে রাজী, তা হ'লে কি এক পয়সা কমাতে চাইবে? মর্টগেজ দেখেও নরম হ'ত না, পাকা কলা পেয়ে বস্‌তো। তুমি তো বোঝ না, ব'ল্‌তো টাকা দাও নইলে জেলে দেব। দাদাও বিষয় বেচে দিতেন। রক্ষা হয় কিসে বল দেখি?

পীতা। তা'ই ব'লে কি দেশ জুড়ে বাবুর কলঙ্কটা কল্লেন? এ ছাইয়ের বিষয় থাক্‌লেই বা কি, না থাক্‌লেই বা কি—যখন মান গেল, জোচ্চোর ব'লে গেল, মাতাল জেনে গেল? আমি বড়বাবুকে তুলি গে; তুলে বলি যে, মেজবাবু এই ক'রে বিষয় বাঁচাচ্ছেন।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি দাদাকে না মেরে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছ না। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না, দাদা টাকার শোকে মদ খাচ্ছেন? আমি বিষয় বাঁচাচ্ছি সাধে? আজ দেখ্‌চো এই,—যেদিন বাড়ী বেচে ভাড়াটে বাড়ীতে যাবেন, সেই দিন গলায় দড়ি দেবেন। মাতাল বলে—মদ ছাড়্‌লেই গেল, জোচ্চোর বলে—দেনা দিলেই ফুরলো; সব ফিরে পাওয়া যায়, প্রাণ গেলে তো আর প্রাণ ফির্‌বে না! পীতাম্বর, তা তোমার কি বল,—তোমার ত মা'র পেটের ভাই নয়, তোমার এক চাক্‌রী গেলে, আর এক চাক্‌রী হবে। তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি দাদাকে অমন বেহেড্‌ কখন দেখেছ কি? এ টাকার শোকে না কি?

পীতা। আপনি মাতাল ব'লে পরিচয় দিলেন কেন?

রমেশ। মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল পীতাম্বর! আমাতে কি আর আমি আছি? আমি মর্ম্মে ম'রে গেছি। তোমায় বল্‌ছি, কথা শুন,—দাদা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বলবো, সবাই কিস্তিবন্দীতে রাজী হ'য়ে গিয়েছে। তুমি ব'ল হ্যাঁ।

পীতা। আজ যেন বল্লুম, তারপর?

রমেশ। আজ বিকেলে সব বেটাকে রাজী ক'র্‌বো—কেন ভাবছ!

পীতা। যা ভাল হয়, করুন, দেড় লাখ টাকা পাওনা, পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন, আমার তো বোধ হয় হবে না।

রমেশ। পীতাম্বর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আমি যা বলি, শুনো—দাদার প্রাণটা রক্ষা কর, দাদাকে বাঁচাতে পারলে সব বজায় থাক্‌বে।

পীতা। তা সত্য, টাকার শোকেই এ ঢলাঢলিটা হ'ল। তা মেজবাবু না ব'ল্লেই হ'ত—মাতাল জেনে গেল, কথাটা ভাল হ'ল না।

রমেশ। তুমি একটি উপকার কর, ঐ মদন পাগলার কথা মা শোনেন; ওকে দিয়ে মাকে বলাও, যেন দাদাকে বলেন, রেজেষ্টারী ক'রে দিতে। একবার রেজেষ্টারীটে ক'ত্তে পারলে বুঝতে পারি, ব্যাপারী ব্যাটারা রাজী হয় কি না।

পীতা। আমি বলাচ্ছি, কিন্তু গিন্নীমা ব'ল্লেও বড়বাবু রাজী হবেন না।

রমেশ। চেষ্টা তো ক'ত্তে হয়।

পীতাম্বরের প্রস্থান

বড় বৌ, বড় বৌ!

(নেপথ্যে জ্ঞানদা)। কি গা?

রমেশ। এই দিকে এস না।

(নেপথ্যে জ্ঞানদা)। কি বল্‌বে বল না? ওখানে গেলে বকেন।

রমেশ। এখানে আর কেউ নেই, শোনো,—

জ্ঞানদার প্রবেশ

বড় বৌ, বিষয় যাক্, সব যাক্, আমি ভাবি নি, সংসারের জন্যেও ভাবি নি; আমি মোট ব'য়ে সংসার ক'র্‌বো; কিন্তু দাদাকে বাঁচাই কিসে? দেখ্‌ছো তো শিবতুল্য মানুষ।—টাকার শোকে মদ খেয়ে ঢলাঢলিটা ক'রেছেন। ব'লেছেন, বাড়ী বেচে দাও; কিন্তু বড় বৌ, বাড়ী বেচ্‌লে আর দাদাকে পাব না, দম ফেটেই মারা যাবেন!

জ্ঞানদা। তা ঠাকুরপো, আমি কি ক'র্‌বো বল?—আমার তো ভাই, আর হাত-পা আস্‌ছে না।

রমেশ। না, এই সময় বুক বাঁধ, তুমি অমন ক'র্‌লে আমরা ভাস্‌ব।

জ্ঞানদা। আমি কি ক'র্‌বো বল? ঠাকুরপো, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে। কাল সমস্ত রাত দুটি চক্ষের পাতা এক করি নি। ছেলেটা

সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কেঁদেছে—আর যদি ভাই, সে ছটফটানি দেখতে, —জল দাও, বুক যায়! এই ভোর বেলা এক গেলাস জল খেয়ে ঘুমিয়েছে।

রমেশ। এক উপায় আছে, যদি দাদাকে রেজেষ্টারী ক'রে দিতে রাজী ক'ত্তে পার, তা হ'লে সব দিক্ বজায় থাক্‌বে।

জ্ঞানদা। রেজেষ্টারী কি?

রমেশ। বিষয়টা বেনামী ক'র্‌ছি ; সইও করেছেন, রেজেষ্টারী ক'রে দিতে নারাজ হ'চ্ছেন। এ না ক'ল্লে পাওনাদারেরা সব বেচে নেবে।

জ্ঞানদা। দেনা শোধ হবে কি ক'রে?

রমেশ। র'য়ে ব'সে বন্দোবস্ত কর্‌বো। এই নতুন রাস্তাটা যাচ্ছে, অনেক বাড়ী পড়বে, বাড়ীর দর তিন গুণ হবে। খান দুই বাড়ী ছেড়ে দিলেই সব শোধ হবে।

জ্ঞানদা। ও দেনা রাখতে রাজী হবে না।

রমেশ। উনি বল্‌ছেন তো, আবার টাকার শোকে মদও তো খাচ্ছেন, বাড়ী বেচে তার পর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলুন।

জ্ঞানদা। আর বলো না ঠাকুরপো, আর বলো না!

রমেশ। তা শেওরালে হবে কি? বাড়ী বেচলে একটা না একটা কাণ্ড হবে। মা অনুরোধ করুন, তুমি অনুরোধ কর, আমি অনুরোধ করি।

জ্ঞানদা। মাকে দিয়েই বলাই, আমাকে ধম্‌কে তাড়িয়ে দেবেন।

রমেশ। মা থাক্‌বেন, তুমিও থাক্‌বে। যাও, মাকে বুঝিয়ে বল গে। দাদা উঠ্‌লে মাকে নিয়ে যেও, আমি থাক্‌ব এখন।

জ্ঞানদার প্রস্থান

নেপথ্যে ইনেস্পেক্টার। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু—

রমেশ। কে হে, হাবুল? এদিকে এস।

মঙ্গলসিং জমাদার ও ইনেস্পেক্টারের প্রবেশ

কি? মাক্‌ড়ির কিছু তদন্ত হ'ল?

ইনেস্। ওহে সর্ব্বনাশ!

রমেশ। সর্ব্বনাশ কি ?

ইনেস্। অন্নদা পোদ্দারের দোকানে মাল ধরা পড়েছে, তাকে অ্যারেষ্ট (arrest) ক'রে এনে তদন্ত ক'রে দেখলুম, তোমার গুণধর ভাই সুরেশ চুরি ক'রেছে !

রমেশ। সে কি ! সুরেশ চুরি ক'রেছে ?

ইনেস্। এ সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল। কি করি বল দেখি ? পোদ্দার ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো ডেপুটী কমিশনারের কাছে রিপোর্ট ক'রবে।

রমেশ। সে কি ! সুরেশ চুরি ক'রেছে ? সে পোদ্দার ব্যাটার দম।

ইনেস্। না হে—দম না, মঙ্গল সিংয়ের সামনে বাঁধা দিয়েছে। এ আজ কলুটোলার থানা থেকে এসেছে, নালিশের কথা কিছু শোনে নি। শুনেই বল্লে, সুরেশ বাবু বাঁধা দিয়েছে। সুরেশ বাবু না হ'লে যখনই বাঁধা দিতে গিয়েছিল, তখনই ধ'র্‌তো। ওর ইউনিফরম্ (uniform) ছিল না কি না, দাঁড়িয়ে শুনেছে, সুরেশ বলেছে, দাদার মাক্‌ড়ি বৌকে ফাঁকি দিয়ে এনেছি।

জমা। হাঁ, বাবু, সব সাচ্ হ্যায়, হাম শুনা।

রমেশ। অ্যাঁ ! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ ! সুরেশ চোর হ'ল !

ইনেস্। এখন কিছু খরচ কর ; রাম স্যাকরা ব'লে এক ব্যাটা আছে, সে টাকা শো চার-পাঁচ পেলে কবুল দেবে, বাক্স ভেঙ্গে চুরি ক'রেছে। বল তো, আমি সেই ব্যাটাকে চালান দিয়ে মকদ্দমা সাজিয়ে দিই।

রমেশ। বল কি হাবুল ! আমি একজন নির্দ্দোষী লোককে সাজা দেওয়াব ? আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না। আই হ্যাব টেকেন্ মাই ওথ টু এড্ জষ্টিস (I have taken my oath to aid justice)।

ইনেস্। তবে উপায় কি ?

রমেশ। লেট্ জষ্টিস্ টেক ইট্‌স্ কোর্স (Let justice take its course)। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না, যা জান কর।

ইনেস্। সে কি হে ! মেয়াদ হ'য়ে যাবে !

রমেশ। লেট জষ্টিস বি ডান্, ওঃ! হেল্প মি মাই গড (Let justice be done, Oh ! help me my God !) ওহো! হো হো হো!

জমা। (জনান্তিকে) বাবু মতলব হ্যায়।

ইনেস্। (জনান্তিকে) দেখ্তা। তবে রমেশ বাবু চল্লুম।

রমেশ। আর কি বল্বো। ওহো হো হো হো!

জমা। (জনান্তিকে) বাবু, শালা বদমাস হ্যায়!

ইনেস্পেক্টার ইত্যাদির এক দিকে ও অপর দিকে রমেশের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের ঘর

জ্ঞানদা ও যোগেশ

জ্ঞানদা। অসুখ ক'রেছে, শোবে এস না, উঠ্‌লে কেন ?

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। দাদা মশাই, গায়ে কাপড় দিয়েছেন যে, জরভাব ক'রেছে না কি ?

যোগেশ। কে জানে ভাই, ঘামও হ'চ্ছে, শীতও ক'চ্চে !

রমেশ। সে কি ! আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

যোগেশ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপারীদের সঙ্গে কি হ'ল বল ?

রমেশ। আজ্ঞে, সব খবর ভাল—আমি এসে বল্‌ছি। ঘামও হ'চ্ছে, শীতও ক'চ্ছে—এ কি !

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। বড় বৌ, কাছে এস ; আমার যেন ভয় ভয় ক'চ্ছে, যেন কে আশে পাশে রয়েছে।

জ্ঞানদা। ও মা ! সে কি গো !

যোগেশ। চট্‌ করে—না, কিছু ন', ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্ ঝুম্—এ সব কি এ ! এখনও কি নেশা রয়েছে ? মাথা টল্‌ছে, বুকটায় হাত দাও। বড় বৌ, কাল কিছু হাঙ্গাম ক'রেছিলুম ? কিছু মনে নাই।

জ্ঞানদা। না, কিছু কর নি, তুমি শোবে এস।

যোগেশ। না, চোখ্ বুজলে ভয় হয়, আমি ব'সে থাকি। শরীর ঝিমুচ্ছে ! শরীর ঝিমুচ্ছে—

নেপথ্যে রমেশ। বড় বৌ, সরে যাও, ডাক্তারবাবু যাচ্ছেন।

জ্ঞানদার প্রস্থান

কাঙ্গালীকে লইয়া রমেশের প্রবেশ

যোগেশ। ও বাবা ! এ কে ?

রমেশ। দাদা, আমি ডাক্তার এনেছি ; মশাই দেখুন দেখি, ঘামও হ'চ্ছে শীতও ক'চ্ছে।

কাঙ্গালী। ইনি কি এ্যাল্‌কোহল (Alcohol) ব্যবহার ক'রে থাকেন ?

রমেশ। আজ্ঞে, একটু হ'য়েছিল।

কাঙ্গালী। তারই রি-অ্যাক্‌সন্ (reaction), আর কিছু না, ভয় নেই। আপনি যে ক'রে গিয়ে প'ড়লেন, আমি মনে ক'রলুম, অ্যাপোপ্লেক্‌সি (Apoplexy) কি, কি হ'য়েছে, একটু মাইল্‌ড ডোজ (mild dose)-এ খেতে দিন।

যোগেশ। না, মদ আর ছোঁব না।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ তা আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ ক'ত্তে হবে বৈ কি। রমেশবাবু, বাড়ীতে কুইনাইন থাকে তো পোর্টের সঙ্গে একটু একটু দিন। রি-অ্যাক্‌সান (re-action)-টা বড্ড বেশী হ'য়েছে। মশাই, একটু ভয় ভয় ক'চ্ছে কি ?

যোগেশ। আজ্ঞে শরীরটে কেমন যেন ছম্‌ছমে হ'য়েছে।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, কোলাপ্স (collaps) আন্‌তে পারে। এক কাজ করুন, টুয়েল্‌ভ আউন্স পোর্ট, আর থি গ্রেণ কুইনাইন, (Twelve ounce port and three grain quinine) সোডাওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু দিন। বড্ড রি-অ্যাক্‌সান (re-action)-টা হয়েছে ! ভয় পাবেন না, সেরে যাবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আর অ্যালকোহল না ছোঁন।

রমেশ। তা ঔষধটা আপনার ঐখান থেকেই পাঠিয়ে দিন।

কাঙ্গালী। আচ্ছা আপনার লোক পাঠিয়ে দিন।

রমেশ। আসুন।

রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

যোগেশ। একটু পোর্ট খেলে বোধ হয় উপকার হবে। গা-গতর যেন লাঠিয়ে ভেঙ্গেছে ! এক ডোজ (dose) খেয়ে শুয়ে প'ড়বো। মানুষটা বিজ্ঞ, ঠিক ধ'রেছে।

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা, ডাক্তার কি ব'লে গেল ?

যোগেশ। ওষুধ পাঠিয়ে দেবে।

জ্ঞানদা। কোন ভয় নেই তো ?

যোগেশ। না।

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। দাদা, আমার ঠেঁয়েই আছে, একটু কুইনাইন আর সোডা-ওয়াটার দিয়ে খান, দু, ডোজ হবে, তারপর পাঠিয়ে দিচ্ছে। (জনান্তিকে) বড়বৌ, মাকে এই বেলা ডেকে আন।

যোগেশ। কি ব'ল্‌ছো ?

রমেশ। ব'ল্‌ছি, ভয় নেই।

জ্ঞানদার প্রস্থান

যোগেশ। (পান করিয়া) হ্যাঁ হে, এ ব্র্যাণ্ডীর গন্ধ যে ?

রমেশ। এখানকার ঐ বেষ্ট পোর্ট (Best Port)। দেখছেন না, একটু রঙেরও তফাৎ; এড্‌ভোকেট্ জেনারেল (Advocate General)-এর জন্যে ফ্রান্স থেকে এসেছিল। আমি একটা নিয়ে এসেছিলুম, দু' একজন চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এইটুকু আছে।

যোগেশ। খেতে একটু নেশাও হ'ল, কিন্তু ইমিজিয়েট রিলিফ (immediate relief) বোধ হ'চ্ছে, টেষ্ট (taste)-ও ব্র্যাণ্ডীর মতন।

রমেশ। ব্র্যাণ্ডীর ও রকম রঙ্ হয় কি ?

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ ও ঔষধ দিয়া প্রস্থান

যোগেশ। কি রকম খেতে ব'লেছে ?

রমেশ। মাঝে মাঝে একটু একটু খান, এই যে দু' শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখুন ঠিক একরকম রঙ, এই এখন চলিত হ'য়েছে।

যোগেশ। ব্যাপারীদের কি হ'ল ?

রমেশ। আজ সে কথা থাক্, আপনার শরীর অসুখ।

যোগেশ। না, সে কথা না শুন্‌লে আমার আরও অসুখ বাড়বে।

রমেশ। ব্যাপারীদের কথা তো—টাকা চায়। আপনার অসুখ, আমরা তো ঘরোয়া একটা পরামর্শও করি নি।

যোগেশ। আর পরামর্শ কি, বেচে কিনে তো দিতে হবে, একটা সময় নাও।

জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ

রমেশ। বৌ, দাদা ব'ল্‌ছেন, সব বেচে কিনে ব্যাপারীদের দাও। মাস দুই বাদে বেচ্‌লে তিন গুণ দর হ'ত, চাই কি, খান দুই বাড়ী বেচেই সব দেনা শোধ যেতো; তা ওঁর সামগ্রী উনি বেচ্‌তে চাচ্ছেন, তা আমি কি ব'ল্‌বো বল?

জ্ঞানদা। হাঁ গা, কেন, দু'দিন তর নেই? সব তাড়াতাড়ি! সাত গোষ্ঠীকে পথে বসাবে কেন বল দেখি?

উমা। বাবা যোগেশ, আমারও ইচ্ছে; র'য়ে ব'সে বেচা। ছেলেটা পুলেটা হয়েছে, ঐ অপোগণ্ড ভাইটে, বুড়ো মা,—এ বয়সে কোথায় বাড়ী ভাড়া ক'রে থাক্‌বো বল?

যোগেশ। মা, তুমিও ঐ কথা বল্‌ছো?

উমা। বাবা, সাধে বল্‌ছি, দু'দিন বাদে যদি দর হয়, ভদ্রাসনটা থাকে; ব্যাপারীদের টাকার সুদ ধ'রে দিলেই হবে।

রমেশ। তা বৈ কি, আমি টুয়েল্‌ভ পারসেণ্ট (Twelve percent)-এর হিসাবে দেব।

যোগেশ। রমেশ, তোমারও কি ঐ মত?

রমেশ। দাদা, সাধে মত! কোথায় যাই বলুন দেখি, বুড়ো মাকে নিয়ে আজ কার দ্বারস্থ হব? যাদবের কি হবে? ঐ সুরেশটার কি হবে? এমন নয় যে কারুকে বঞ্চিত ক'চ্ছি, দু'দিন আগু আর পিছু!

যোগেশ। ব্যাপারীরা থাম্‌বে?

রমেশ। কৌশল ক'রে থামাতে হবে।

যোগেশ। কৌশল কি? সোজায় বল,—থামে—আমার আপত্তি নেই, আমি কৌশল ক'ত্তে চাই নি।

রমেশ। তবে মা, আমি কি ক'র্‌বো বল? ব্যাপারীরা যদি টের পায়, দাদা বেচে দিতে ব'ল্‌ছেন, তারা বল্‌বে—আজই বেচ। আর বেচতেই যে যাচ্ছেন, তার কিছু একদিনে হয় না। কেউ কেউ বদমায়েসী ক'রে অ্যাটাচমেণ্ট (attachment) বার ক'ত্তে পারে, তার পর তাকে বোঝাও সোঝাও, তার মন নরম কর, না হয় ডিগ্রী ক'রে কোর্ট থেকে আধা কড়িতে বেচে নেবে।

যোগেশ। কি কৌশল ক'ত্তে বল?

রমেশ। আমি পীতাম্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেছি সে ঠিক ঠাওরেছে। সে বল্লে, বেনামী করুন।

যোগেশ। কি, বেনামী? এ তো জুচ্চুরি!

রমেশ। দাদা, জুচ্চুরি না ক'রলে জুচ্চুরি! এই যে বো'র নামে বাড়ী ক'রেছেন, বৌ কি টাকা দিয়েছিল, না আপনার রোজগার? এও বলুন জুচ্চুরি! আপনি বল্‌বেন, আমি রোজগার ক'রে দিয়েছি। ঐ সুরেশটা বদমায়েস, ও যদি বলে, জয়েণ্ট ফ্যামিলি (joint family)—দাদা আমাদের ফাঁকী দেবার জন্য ক'রেছেন। বলুন, এতদিন আমাদের খাওয়ালেন পরালেন, বলুন জুচ্চুরি করেছেন!

যোগেশ। হুঁ! (মদ্যপান)

উমা। ও কি খাচ্ছ?

রমেশ। ও ওষুধ। তা দাদা, আমায় জেলে দিন; সর্ব্বস্ব যাবে, আমি প্রাণ থাক্‌তে দেখতে পারবে না। যেদো ভিখিরী হবে; বৌ রাঁধুনী হবে,—মাকে আবার মামার বাড়ী রেখে আসবো, তা আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না! আমি বল্‌ছি, কাল রাত্রে আপনার কাছ থেকে মর্টগেজ (mortgage) লিখিয়ে নিয়েছি, রেজিষ্ট্রার (Registrar) ডাকিয়ে আনি—আপনি বলুন মিছে, আমায় বাঁধিয়ে দিন, আপদ চুকে যাক্; দ্বীপান্তর যাই, এ সব দেখতেও আস্‌বো না, ব'ল্‌তেও আস্‌বো না। দেখ দেখি মা, দু'দিন তর

নেই। ওঁর মা ব'ল্ছেন, স্ত্রী ব'ল্ছে, পুরনো চাকর পীতাম্বর—সে ব'ল্ছে, আধা কড়িতে সর্ব্বস্ব বেচ্‌বেন, আর দেনদার হ'য়ে থাকবেন।

যোগেশ। রমেশ, রমেশ, শোন শোন—আমি সই করেছি?

রমেশ। আজ্ঞে, আপনি ক'রেছেন কি—আমি সই করিয়ে নিয়েছি আমি তো বল্‌ছি!

যোগেশ। তবে জোচ্চোর হ'য়েছি।

উমা। বাবা যোগেশ, আমার এই কথাটি রাখ, আমি তোকে গর্ভে ধরেছি, তোর মাতৃঋণ শোধ হবে, এই কথাটি রাখ, রমেশ যা ব'ল্ছে শোন, তোমার ভাল হবে। এই দেখ দেখি বাবা, তুমি টাকার শোকে মদ খেয়েছ; যখন বাড়ী বেচে যাবে তখন কি আর তোমায় তুমি থাক্‌বে? তুমি জান, আমি ঋণ কত ডরাই! আমি তোমার ভালর জন্য বল্‌ছি. সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিও। আজ দিচ্ছ, না হয় কাল দেবে।

রমেশ। মা, ঋণ শোধ যাচ্ছে কৈ? তা হ'লেও তো বুঝতুম, মোট বয়ে সংসার চালাতুম!

যোগেশ। মর্টগেজ (mortgage) কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ?

রমেশ। দেখিয়েছি, না দেখালে আজ সাতখানা এনতাকাল এসে পড়তো।

যোগেশ। তবে তো কাজ অনেক এগিয়েই রেখেছ। ভাই, একটা কথা আছে, 'বিষয় সমস্যা'—তার মানে আমি বুঝতুম না—আজ বুঝলুম, আমার 'বিষয় সমস্যা'! মার অনুরোধ; স্ত্রীর অনুরোধ; হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা একজনের উপর দিয়েই স'ক! কুনাম র'টতে দেরি হয় না, মাতাল নাম র'টেছে, এতক্ষণ জোচ্চোর নামও বাজলো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা থেকে আমার উপর দিয়ে অনেক সয়েছে; আজও স'ক। বড় বৌ, খুব কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছ—জুচ্চুরি করে বিষয় রাখবে। পার ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—আমার সব ফুরিয়েছে! (যখন সুনাম গেছে—সব গেছে, আর কিসের টানাটানি?) আর মমতাই বা কিসের? ভায়া তো রেজেষ্টারি কর্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে আছ, চল, 'শুভস্য শীঘ্রং'। আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে

শিখিয়ে দিও কি বল্‌তে হবে। (মা, তোমার না ওষুধ নিয়ে ছেলে হ'য়েছিল? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে,—একটা মাতাল, একটা জোচ্চোর, একটা চোর।)

রমেশ। দাদা মশাই, কি ব'লছেন?

যোগেশ। আর 'দাদা মশাই' না, ভয় নেই—আর আমি কথা ফেরাচ্চি নি, রেজেষ্টারি ক'রে দেব, ভয় নেই। বড় বৌ, আমি বলেছিলুম, দিনকতক নিশ্চিন্ত হব, তার দেরি ছিল; কিন্তু তোমরা আজ আমায় নিশ্চিন্ত ক'রলে।

জ্ঞানদা। অমন ক'রছ কেন? তোমার মত হয়, বেচেই দাও।

যোগেশ। আর গোড়া কেটে আগায় জল কেন? সুনাম খুইয়েছি! সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার রত্ন হারিয়েছি! পিতৃবিয়োগে দরিদ্র হয়েছিলুম, কিন্তু পরশমণি সুনাম ছিল! সেই পরশমণি যাতে ঠেকেছে, সোণা হয়েছে—সে রত্ন আর আমার নেই। চল রমেশ, তবে তয়ের হও!

যোগেশের প্রস্থান

উমা। না বাবা রমেশ, ও বেচে কিনেই দিক্।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো, ও যখন অমন ক'রছে—

রমেশ। মা, ছেলেটির মাথা না খেয়ে আর নিশ্চিন্ত হ'চ্ছো না, বেচেকিনে দিয়ে গলায় দড়ি দিক, এই তোমার ইচ্ছে! যাও, তোমাদের কথা আমি শুনিনি, যেদোকে আমি ভাসিয়ে দিতে পারবো না। আমি পই পই ক'রে বারণ ক'রেছিলুম, দাদা—ও ব্যাঙ্কে টাকা রেখো না, শুন্‌লেন না। ওঁর কি এখন বুদ্ধিশুদ্ধি আছে যে, ওঁর কথা শুন্‌তে হবে? কত দুঃখে রোজগার হয়, তা তো কেউ জান না, তা হ'লে বুঝতে, মানুষটার প্রাণে কি ঘা লেগেছে। এই ডাক্তার ব'লে গেল কি, "রমেশবাবু, সাবধান! যে ঘা লেগেছে, হঠাৎ একটা খারাপ হ'তে পারে।" সর্ব্বস্ব খোয়াবেন, আবার জেলে যাবেন, আবার ঋণকে ঋণ রইলো, এই কি তোমাদের ইচ্ছে? আঃ! আমার মরণ নেই!

উমা। বাবা, রাগ করিস্‌নি, রাগ করিস্‌নি।

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো, দেখ, ও বড় অভিমানী।

রমেশ। এই আমিও তাই বলি, উঁচু মাথা হেঁট হবে, পাঁচজন হাসবে, তা হ'লে কি বাঁচবে!

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর বাড়ীর উঠান

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরেশ। বিদ্যাধরি, বিদ্যাধরি, দোর খোলো—

জগমণির প্রবেশ

জগ। কে ও—সুরেশ! আমি এই বিল সেধে টাকা নিয়ে এলুম। এই নাও এই পাঁচ টাকার নোটখানা নাও।

শিব। কে বাবা, তোমার এ মহাজন কে বাবা! (জগমণির প্রতি) লক্ষ্মী, আপনি অপ্সরী কি কিন্নরী? আ মরি মরি! চাপকানের কি বাহার হ'য়েছে! আবার এই যে তক্‌মা দেখ্‌ছি! বিবি, পাগড়ীটে পর, কি বাহার দেখি; সুরেশ, এ হিজড়ে বেটীকে পেলি কোথা?

সুরেশ। চল্ চল্, মজা আছে, মদন দাদা এসেছে?

জগ। সে অনেকক্ষণ ব'সে আছে।

সুরেশ। শিবে, বেটীরা পেছিয়ে পড়্‌লো নাকি?

শিব। পেছিয়ে পড়বে কেন? ঐ যে সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছা দেখা দিয়েছে। কিন্তু বাবা, তুমি যে পেটেণ্ট বার ক'রেছ, বলিহারি যাই।

জগ। কি বল্‌ছ, পাঁঠা? আমি পাঁঠা রেঁধে রেখেছি, আমোদ ক'রবে ব'লে গেলে—

সুরেশ। বিদ্যাধরি, আজ ব্যাপারটা কি? না চাইতে চাইতেই টাকা, পাঁঠা রেঁধে রেখেছ,—আজ গলায় ছুরি দেবে, না বাঁধিয়ে দেবে?

জগ। চোপ শূয়ার!

শিব। বাঃ—বাঃ, বুলিদার

জগ। এই ইষ্টুপিড্ কে?

শিব। ফের জিতা, পড় বাবা পড়—

জগ। চোপ! কাণ ম'লে দেব।

শিব। এ কে বাবা ?—"দিনেতে অশ্বিনী হ'ত, রেতে কামিনী !"

খেম্‌টাওয়ালীগণের প্রবেশ

বাবা মেয়েমানুষ দেখ, মনে ক'রেছ, তোমরাই চেহারাবাজ, তোমাদের বাবার বাবা দাঁড়িয়ে !

জগ। যা যা, ভেতরে যা, আমোদ ক'র গে যা।

শিব। রূপসি, তুমি না এলে রাজযোটক হবে না।

জগ। আমি যাচ্ছি, তোরা যা, আমার একটু কাজ আছে।

শিব। রূপসি, এস, মাথা খাও, তা নইলে এক তিল আমোদ হবে না।

সুরেশ। আরে আয় না, এর চেয়েও মজা হবে আয়।

শিব। হ্যাঁরে তুই বলিস্ কি, এর চেয়ে মজা হয় ? আমি আধ ঘণ্টায় ভঙ্গী ঠাওর ক'ত্তে পারলাম না। যেন কামিখ্যের হিজড়ে ডা'ন। রূপসি, গাছচালা জান ?

সুরেশ। আয় না, আর এক চেহারা দেখবি আয় না।

শিব। বাবা, এর উপর যদি তোমার ফরমেসে চেহারা থাকে, তা হ'লে তুমি হোসেন খাঁ। সব ক'ত্তে পার, ইন্দ্রের শচী আন্‌তে পার।

সুরেশ। আয়, মজা দেখবি আয়।

শিব। রূপসি, ভুলে থেকো না, আমোদ হবে না, তোমার নাচ দেখতে হবে ; (খেম্‌টাওয়ালীদের প্রতি) এস হে।

১ম খেম্‌টা। হ্যাঁ মিতে, ওকি দাড়ি-গোঁফ কামিয়েছে ?

শিব। এই মুরুব্বিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তত্ত্ব পাইনি বাবা।

জগমণি ব্যতীত সকলের প্রস্থান

জগ। মড়ারা সব ম'রেছে ! কারুর দেখাটী নেই। ওদের ইয়ারের মন, এ কোটরে যদি না ট্যাকে, তা হ'লে তো ফস্কালো ; কাজ করে তার বাঁধন নেই।

জনৈক দরোয়ানের প্রবেশ

তোম্ কে হায় ?

দরো। বাবু ঘরমে আছে ?

জগ। কেন ?

দরো। ভিতরে যাব, একঠো কথা আছে।

জগ। কি কথা আছে, হাম লোককে বল।

দরো। আরে এতো বড় ঝামিল! তোম্ নোকর হায়, তোম্‌সে ক্যা বোলে ?

জগ। নোকর হায় তো কি হুয়া হায় ? কোন্ বাবুসে কথাবাত্রা হায় ?

দরো। জগ বাবুসে!

জগ। হাম লোক হ'চ্ছি জগ বাবু।

দরো। আরে! এ আওরাৎ ক্যা চাপরাসী!

জগ। তুমি তো সন্ধান নিতে আয়া হায়, সুরেশ বাবু আয়া কি না ?

দরো। আরে, এ তো ঠিক হুয়া, আওরাৎ তো বাবু বন্ গিয়া। বাঙ্গালা কা বহুৎ তামাসা, সেলাম বাবু সেলাম!

জগ। বাত্‌কা জবাব পার্‌তা নেই ?

দরো। হাঁ হাঁ, ওহি বাত।

জগ। তুমি যাও, পোড়ারমুখো মিন্‌সেকে জল্‌দী কর্‌কে পাহারাওয়ালা নিয়ে আস্‌তে বল।

দরো। সেলাম বাবু সাব।

দরোয়ানের প্রস্থান

মদন ঘোষ, সুরেশ, শিবনাথ ও ঘোমটাওয়ালীগণের পুনঃ প্রবেশ

শিব। ছিঃ বিদ্যাধরি! এমন ফাঁকা জায়গা থাক্‌তে অমন কোটরে জায়গা ক'রেছ ?

জগ। তা এইখানেই ব'স—তা এইখানেই ব'স। আমি আস্‌ছি, এইখানে একটু কাজ সেরে আসছি।

শিব। দোহাই সুন্দরি! অনাথ হব—অনাথ হব!

জগ। আমি এলুম ব'লে!

জগমণির প্রস্থান

সুরেশ। মদন দাদা, এই তো সব ক'নে এনে হাজির ক'রেছি, একটা পছন্দ ক'রে নাও।

মদন। কই—কই ? তা ভাই, তোমরা ক'রবে না তো ক'র্‌বে কে ? যাকে হয় দাও, যাকে হয় দাও ; কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা—

সুরেশ। মদন দাদা, গোটা দুই বে'কর, কি জানি, একটা যদি বাঁজা হ'ল ?

মদন। তা ভাই, তোমার কথায় আমার অমত নেই, তোমার কথায় আমার অমত নেই।

সুরেশ। দেখ, দাদার আপত্তি নেই।

১ম খেম্‌টা। আমাদের ভাগ্‌গি।

মদন। তবে, দাদা, আজকে বে' হ'লে হয় না ?

সুরেশ। তা হবে না কেন, পুরুত ডাকাই।

শিব। সুরে—সুরে, বিদ্যাধরি আসুক, যুগল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা কর্‌বো।

মদন। ভায়া, এরা সব ওড়না গায়ে দিয়ে এসেছে, এরা ত বেশ্যা নয় ?

সুরেশ। মহাভারত ! এদের চৌদ্দপুরুষ কুলীন, ঘটকের কাছে কুলুজী আছে।

মদন। তাই বল্‌ছি ভাই, তাই বল্‌ছি। কি জান দাদা, দত্তপুকুরে একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আমি দাঁতে কুটো ক'রে তবে জাতে উঠি।

সুরেশ। দাদা, ক'নেদের একবার গান শোন।

মদন। ক'নে গাইবে ?

সুরেশ। গাইবে না ? ওরা সব কি যেমন তেমন ক'নে ? এরা সব রাজ্যের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (Deputy Magistrate)। গাও হে ক'নেরা গাও।

খেম্‌টাওয়ালীগণের গীত

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল।
ড্যাগ্‌রা নাগর বরণ দু-পোড়, বদনখানি বাদার বিল॥
মরি কি আঁকা বাঁকা, চেপ্টা নাকে নয়ন ঢাকা,
আকর্ণ হাঁ, দু' যেড়ে ফাঁকা,
গজে গেছে বাছার দাড়ী, উল্‌টো ঠোঁটে মজার দিল॥

সুরেশ। দাদা, বাহবা দিলে না? চুপ ক'রে কি ভাবছ?

মদন। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা—

শিব। কি ব'ল্‌ছো?

মদন। বলি, এরা তো যাত্রাওয়ালার ছেলে নয়?

শিব। রামঃ!

মদন। তাই ব'ল্‌ছি, তাই ব'ল্‌ছি। কি জান, বোসেরা একটা যাত্রাওয়ালার ছোঁড়ার সঙ্গে বে দিয়েছিল, সেই অবধি আশঙ্কা আছে—

জগমণির পুনঃ প্রবেশ

শিব। না, কাজ নেই, তোমার সন্দেহ হয়, এই ক'নে বে' কর।

মদন। এ কে? এ যে সেই চাপ্‌রাসী!

শিব। সে কি? চাপরাসী কিসের?

মদন। তবে কি বৌরূপী?

শিব। বহুরূপী কেন? ক'নে দেখ্‌ছো, আ মরি মরি!

২য় খেমটা। তোমার বরাত ভাল, বরাত ভাল।

শিব। (মদনের প্রতি) গালে হাত দিয়ে কি দেখ্‌ছো?

মদন। কি জান ভাই, আশঙ্কা হয়; দেখছি গোঁপ-টোপ তো কামায় নি?

শিব। চল্ সুরে চল্, তোমার দাদার পছন্দ হবে না।

সুরেশ। তাই তো দেখ্‌ছি, এমন বিদ্যাধরী ছেড়ে দিলুম—

মদন। পছন্দ হবে না কেন, পছন্দ হবে না কেন, যেমন হয় হ'লেই হ'ল, কি জান, বংশরক্ষা—বংশরক্ষা!

সুরেশ। এস। বিদ্যাধরি, আমার দাদার বাঁয়ে এস।

জগ। (স্বগত) আঁটকুড়ীর ব্যাটা ম'রেছে!

সুরেশ। কি বিদ্যাধরি, চুপ ক'রে আছ যে, বর পছন্দ হ'চ্ছে না, না কি?

জগ। (স্বগত) আ মর্!

শিব। কি বাবা ডাকিনি, কি মন্তর আওড়াচ্ছ?

সুরেশ। দাদা, ক'নের সঙ্গে কথা কও।

মদন। ভায়া, এই তো আমোদ-প্রমোদ হ'ল এখন বাসরঘর হবে না ?

সুরেশ। সে কি দাদা ? আগে বে' হ'ক্।

মদন। হঁ্যা হঁ্যা, তবে পুরুত ডাক।

সুরেশ। ক'নে পছন্দ হ'য়েছে তো ?

মদন। তা হ'য়েছে, তা হ'য়েছে, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

সুরেশ। শিবে মন্তর পড়।

শিব। "অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা, যঃ প্রদগ্ধা কুলে মম"—

সুরেশ। বল হরি হরিবোল—

খেম্‌টাগণ। উলু উলু উলু—

কাঙ্গালীর প্রবেশ

কাঙ্গালী। জগা, সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্। ঘরে চোর পুষে রেখেছিস্? পাহারাওয়ালা-জমাদারে বাড়ী ঘেরোয়া ক'রে রেখেছে।

জগা। ও মা! সে কি গো ?

কাঙ্গালী। এই ছ্যাখ এই সার্জ্জন আস্‌ছে।

ইনেস্পেক্টার, জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ

ইনেস্। সুরেশবাবু, এ মাকড়ী কার ?

সুরেশ। এ মাকড়ী মেজ বো'র।

ইনেস্। আপনি কোথায় পেলেন ?

সুরেশ। আমি তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইনেস্। ভুলিয়ে, না বাক্স ভেঙ্গে ?

জমা। (খেম্‌টাওয়ালীগণের প্রতি) আরে, তোম লোক খাড়া রহো।

ইনেস্। কি বাক্স ভেঙ্গে ?

জমা। আপ্ চালান দিজিয়ে, বহু যে'সা গাওয়া দে। (জনান্তিকে) বাবু, এস্‌মে কুচ্ মিলেগা।

সুরেশ। কি! বৌকে সাক্ষী দিতে হবে ?

জমা। নেই তো কা পুলিসমে সব কইকো চালান দেগা।

সুরেশ। তবে আমি বল্‌ছি, বৌ কিছু জানে না, আমি বাক্স ভেঙ্গে চুরি ক'রেছি।

জমা। কবুল দেতা ?

ইনেস্। সুরেশবাবু, সত্যি কথা বলুন। আপনার তাতে ভাল হবে। শুনুন, আপনি বৌকে জড়ান, বেঁচে যেতে পারেন।

সুরেশ। সে কি ইনেস্পেক্টারবাবু, আমার প্রাণ যায়, সেও কবুল, আমি আপনার কুলবধূকে পুলিসে হাজির কর্‌বো ? আমি কবুল দিচ্ছি, আপনি লিখে নিন ;—দাদার বাক্স, দাদার বাইরের ঘরে ছিল, আমি ভেঙ্গে চুরি ক'রেছি।

জমা। আরে বাবু, শুনিয়ে তো, মারা যাওগে কাহে ?

সুরেশ। মারা যাই যাব, আমার এই কথা জমাদার সাহেব। আমি আমোদ ক'রে বেড়াই, কিন্তু কাপুরুষ নই। আমার যদি ট্রান্সপোর্টেশন (Transportation) হয়, তবু আমার এই এক কথা। আমি কুলাঙ্গার, আমি কোন্ বংশে জন্মেছি, তা জানেন ? আমাদের সাত পুরুষে মিথ্যে কথা জানে না।

ইনেস্। আপনি আপনাদের বৌকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'রেন, কিন্তু আপনি ছেলেমানুষ, বুঝতে পার্‌ছেন না। আপনাদের বৌয়েতে আর আপনার মেজ-দাদাতে ষড়যন্ত্র ক'রে আপনাকে ধ'রিয়ে দিচ্ছে ; বলেন তো, রিপোর্ট লিখে নিই,—আপনাদের বৌ আপনাকে বাঁধা দিতে দিয়েছিল।

সুরেশ। কি, মেজদাদা আমায় বাঁধিয়ে দেবেন ? মিথ্যা কথা। আর যদিও দাদা আমায় শাসিত ক'র্‌বেন মনে ক'রে থাকেন, বৌ যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ! যার মুখ দেখলে প্রাণ শীতল হয়, যার সরলতার তুলনা হয় না, যার মিষ্ট কথা শুনলে আমারও প্রাণ নরম হয়, ইনেস্পেক্টার সাহেব, তুমি সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখনি, তাই ও কথা বল্‌ছো। আর অমন কথা মুখে এনো না, তোমার মহাপাতক হবে।

কাঙ্গালী। অ্যাঁ, আমার চিঠি ছিঁড়ে কে পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে নিয়েছে ? (শিবুকে ধরিয়া) দেখি, তোর হাতে কি দেখি ? এই

আমার নোট! এই আলপিন গাঁথা! ইনেস্পেক্টার সাহেব, ধর—এ চোর।

সুরেশ। সে কি বিদ্যাধরী, চুপ ক'রে রইলে যে? তুমি যে ধার দিলে?

কাঙ্গালী। ধার দিলে বৈ কি? আবার জবরদস্তি! এই দেখিয়ে জমাদারসাহেব, ভাইপোকে পাঠাব ব'লে গালা-টালা এঁটে সব ঠিক ক'রে রেখেছিলুম, ছিঁড়ে বার ক'রে নিয়েছে।

সুরেশ। শিবে, তুই ভাবিস নি, আমি ম'জেছি না ম'জতে আছি! দেখছি ষড়যন্ত্রই বটে! জমাদারসাহেব, আমার বন্ধুর কিছু দোষ নেই, যা দোষ সব আমার, আমি ওকে ডেকে এনেছি।

জমা। বাহার গিয়া, চিঠি লেকে গিয়া নেই? রেজেষ্টারী নেই কর্‌কে, ঘরমে রাখ্‌কে গিয়া কাহে?

কাঙ্গালী। আমার কম্পাউণ্ডারকে বলে গিয়েছিলুম, রেজিষ্টারি ক'ত্তে।

জমা। আচ্ছা, নালিস কিয়া, হাম লোক চালান দেতা। খেদাবন্দ, লে চলে?

সুরেশ। ইনেস্পেক্টার সাহেব, আমি সত্য বল্‌ছি, আমার বন্ধুর কোন অপরাধ নেই। এই মাগী আমায় ঐ নোট ধার দিয়েছিল, আমি ওর ঠেঁয়ে রেখেছি, এ চুরি নয়। যদি চুরির দাবী হয় সে দাবী আমার উপর দিন। ওকে ছেড়ে দিন। ও আস্‌তে চায়নি; আমি ওর মার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইনেস্পেক্টার সাহেব, এ ভদ্রলোকের ছেলেকে থামকা অপমান করবেন না। চোর ধরা আপনাদের কাজ, আপনি অনায়াসে বুঝতে পারছেন, আমি সত্য বল্‌চি কি মিথ্যা বল্‌ছি। বাবু, আপনার পায়ে ধ'চ্ছি, মিনতি ক'চ্ছি, একে ছেড়ে দিন, আমাকেই তুই চুরির দাবী দিয়ে চালান দিন।

ইনেস্। কাঙ্গালী বাবু, মাম্‌লা সাজিয়েছেন বটে, টেঁক্‌বে না।

কাঙ্গালী। (জনান্তিকে) ইনেস্পেক্টার বাবু, ওর মার হাতে ঢের টাকা, কিছু আদায় ক'রে নিন্‌ না। একবার ওর বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই কিছু পাবেন; আর নালিশ বন্ধ হ'তে মানা করেন, আমি চেপে যাচ্ছি।

ইনেস্। চল, এন্‌লোককে লে চল, আওরাৎলোককে ছোড় দেও।

মদন। বাবা, আমি নই, আমার বে' দিতে এনেছিল।

স্থরেশ। হায়, হায়, আমি এত লোককে মজালুম। বন্ধুকে মজালুম, এই পাগ্‌লাটাকে মজালুম! নরাধম বিটলে বামুন, তোর মনে এই ছিল? কেন ভদ্রলোককে মজাস্? ছেড়ে দিতে বল্। কাঙ্গালী খুড়ো, রাগ থাকে, আমার উপর দাবী দাও; শিবু, ভয় ক'র না, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমি সব সত্য কথা বল্‌বো।

মদন। হায় হায়, বে কত্তে এসে মজলুম!

ইনেস্। এ আবার কে? একে ছেড়ে দাও।

জমা। শিবু বাবু, ইনেস্‌পেক্টার সাবকো কুচ্ কবলায়কে ছুটি লেও।

শিবু। যা বলেন, আমি মা'র ঠেঁয়ে নিয়ে দেব।

জমা। তোমভি আও, রিপোর্ট লিখনে হোগা।

জগমণি ও কাঙ্গালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান

জগ। তুই ভারি গাধা। স্থরেশকে ফাঁসাবার কথা, ওকে নিয়ে টানাটানি ক'রলি কেন?

কাঙ্গালী। আরে জানিস নি, ও বড় পাজী! ওর মা'র হাতে ঢের টাকা আছে। সে দিন বল্লুম হ্যাণ্ডনোট সই ক'রে দে, তা আমায় বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলে গেল।

জগ। আ মুখ্য, আ মুখ্য। যখন ওর মা'র হাতে টাকা আছে বলছিস্, ওকে অমনি ক'রে চটাতে হয়? দেখ দেখি, আলাপ হ'য়েছিল, আমায় পছন্দও করেছিল—আজও রাগ বরদাস্ত কত্তে পারলি নি,—কাজ করবি? দূর! যা, রমেশবাবুকে খবর দিগে যা, আমি রাঁধি গে।

উভয়েব প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর দরদালান

যোগেশ ও পীতাম্বর

পীতা। বাবু, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সুরেশ বাবু চুরির দাবীতে গ্রেপ্তার হ'য়েছে! জামিন নিলে না, মেজ বাবুকেও খুঁজে পাচ্ছি নি; কি হবে, কি করি, বাবু, বাবু—

যোগেশ। কি কাকে ডাক্‌ছো

পীতা। আজ্ঞে—

যোগেশ। আমায়?—আমায় কি বল্‌তে এসেছ? যাও, মেজবাবুর কাছে যাও, যাও মা'র কাছে যাও, যাও বড় বো'র কাছে যাও। যারা বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে তাদের কাছে যাও—আমি রেজেষ্টারী আফিসে এককলমে বিষয়, মান, মর্য্যাদা তোমাদের মেজবাবুকে দিয়ে এসেছি। বাকী প্রাণ, তার ওষুধ এই! (বোতল প্রদর্শন)

পীতা। আজ্ঞে সুরেশ বাবু ফৌজদারীতে প'ড়েছেন।

যোগেশ। আমি তো শুনেছি এ আর বিচিত্র কি? চুরি জুচ্চুরি বাটপাড়ী দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান সেথায় ফৌজদারী হওয়া আশ্চর্য কি? আমায় আর কিছু শুনিও না আমার কাছে কেউ এস না; আমি কিছু শুন্‌বো না ব'লে মদ খাচ্চি, ভুলে থাক্‌বো ব'লে মদ খাচ্ছি, প্রাণ বেরুবে ব'লে মদ খাচ্চি। আমার মহাজন শুঁড়ী, কারবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞানবিসর্জ্জন, এইতে যদ্দিন যায়। যখন ম'রবো ইচ্ছে হয় টেনে ফেলে দিও। যাও, ততদিন আর আমার কাছে এস না।

জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। ও বাবা, সুরেশকে নাকি পাহারাওয়ালায় ধরেছে?

যোগেশ। শুনেছি, আর দুবার শোনাতে চাও শোনাও। বড়বো শোনাতে চাও, শোনাও। সকলে মিলে বল সুরেশকে ধ'রেছে, সুরেশকে ধ'রেছে,

সুরেশকে ধ'রেছে ! আমার উত্তর শুন্‌বে ? আমি কি ক'রবো, আমি কি ক'রবো, আমি কি ক'রবো। মা, সেদিন ছিল যে দিন আমার এক কথায় লাখ টাকা আস্‌তো ; বোধ হয় খুনী আসামীও আমি জামিন্ হ'লে ছেড়ে দিত ; সে দিন ছিল যে দিন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার আমার অনুরোধ রক্ষা ক'ত্ত, সেদিন ছিল যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলেম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি আমায় লোকে জান্‌তো ; আজ সে দিন নেই—আজ মদ আমার প্রিয়সঙ্গী, জোচ্চোর আমার খেতাব !

উমা। ও বাবা, সুরেশের অদৃষ্টে যা আছে হবে, তুই মদ বন্ধ কর, আমি বুড়ো মা —আর আমায় দগ্ধাস্ নি।

যোগেশ। তুমি মা ? ভাল, তোমার ঋণ তো শোধ দিয়েছি ; রেজেষ্টারী ক'রে দিয়েছি, আর তোমার অনুরোধ কি ? যা কারুর হয় না তা আমার হয়েছে, মাতৃঋণ শোধ গিয়েছে !

উমা। আমার কপালে কি মরণ নেই ! যম কি আমায় ভুলে রয়েছে। যোগেশ তুই এ কথা বল্লি ? তোর যে আমি বড় পিত্তেস্ করি !

যোগেশ। মা তুমি মাতালের পিত্তেস কর ? জোচ্চোরের পিত্তেস কর ? বিশ্বাসঘাতকের পিত্তেস্ কর ? এমন পিত্তেস্ রেখ না ; যাও তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও যে বিষয় রক্ষা ক'চ্চে, সে সব দিক রক্ষা করবে। মা বড় প্রাণ কাঁদছে, তাই একটা কথা তোমায় বল্‌ছি—মনে করে দেখ যখন আমি কাজ-কর্ম্ম করে সন্ধ্যার পর ফিরে আস্‌তুম, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হ'ত আবার মাকে প্রণাম করবো আবার ভায়েদের মুখ দেখবো আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবো, আবার ছেলের মুখচুম্বন করবো ; সমস্ত দিন কাজে ভুলে থাক্‌তুম, আসবার সময় মনে হ'ত যে, আমার জুড়ি চল্‌তে পারছে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই ! দশ মিনিট দেরী আমার দশ ঘণ্টা বোধ হ'ত। গাড়ী থেকে নেমে দোরে ছেলেকে দেখতেম্ ; উপরে উঠে ভায়েদের দেখতেম্, বাড়ীর ভেতর তোমাদের দেখতেম্ ; বাড়ী আস্‌তেম—স্বর্গে আস্‌তেম্ ! আজ সেই বাড়ী আমার নরক ! বাড়ী আমার না, জুচ্চুরি ক'রে এ বাড়ীতে র'য়েছি। (মা আমায় চান না, বিষয় চান ;

পরিবার আমায় দেখেন না, বিষয় দেখেন ; ভাই আমায় দেখেন না, বিষয় বাগিয়ে নেন। বাঃ! কি সুখের সংসার !] তবে আমায় কাকে দেখতে বল ? আমার আর শক্তি কই ? জোচ্চোর, জোচ্চোর, জোচ্চোর ! মা, আমি জোচ্চোর ! ছি ছি ছি !

উমা। বাবা, আমায় তুমি কেন তিরস্কার ক'চ্ছ ? আমি তোমার বিষয় দেখি নি, আমি প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলেম ; তুমি টাকার শোকে মদ ধ'ল্লে, সকলে ব'ল্লে তুমি বাড়ী বেচ্‌লে প্রাণে মারা যাবে।

যোগেশ। প্রাণের জন্য ? তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা ! [মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ ক'রেছ !] সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতেম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'ত, আমার মনে এই শান্তি থাক্‌তো, এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি নি। সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি, আর ফিরবে না, বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে তার দোর খুলে দিয়েছি।

পীতা। বাবু, আপনি প্রতিপালক, অন্নদাতা, আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয় ; আপনি বিবেচক, বিবেচনা ক'রে দেখুন, সপরিবার ডোবাবেন না।

যোগেশ। পীতাম্বর, আবার নূতন কথা ! সপরিবার ডোবাব না ব'লেই রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, সপরিবার রক্ষা হ'ক্, আমায় ছেড়ে দাও। মান গিয়েছে, মান গিয়েছে, বুঝেছ পীতাম্বর, দুর্ণাম রটেছে !

জ্ঞানদা। ওগো, আমাদের গলায় ছুরি দিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।

যোগেশ। কেন, আমার গরজ কি, ইচ্ছা হয়, গঙ্গা আছে, ঝাঁপ দাও ; আগুন আছে, পুড়ে মর ; বঁটি আছে, গলায় দাও ; বিষ আছে, কিনে খাও ; আমায় কেন ব'লছ ? আমার উপায় আমি ক'চ্ছি, তোমাদের উপায় তোমরা কর।

পীতা। বাবু, একটু ঠাণ্ডা হ'ন, সব ফিরবে, সব পাবেন।

যোগেশ। কি ফিরবে, কি পাব ? স্বীকার করি টাকা ফিরে পেতে পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচবে না ; কারুর কখনও ঘোচেনি। রাজা যুধিষ্ঠির-কেও মিথ্যাবাদী বলে। এ দুঃখের সংসারে ভগবান্ একটি রত্ন দেন, সে

রত্ন, যা'র আছে, সেই ধন্য! সুনাম! রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীন দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান অপেক্ষাও পূজ্য হয়! সে রত্ন আমার নাই, আছে মদ—চল হে যাই।

যোগেশ ও জ্ঞানদার প্রস্থান

উমা। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

পীতা। গিন্নি মা, গিন্নি মা, কাঁদবার দিন পাবেন। একটি কথা বলি শুনুন, থানায় শুন্‌লেম, মেজবাবু ছোটবাবুকে ধরিয়ে দিয়েচেন।

উমা। অ্যাঁ! বল কি! রমেশ কোথায়? তা'কে ডাক।

পীতা। আমি তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি নি।

উমা। দেখ—খুঁজে দেখ; শীগগির আমার কাছে নিয়ে এস। দীনবন্ধু! এ কি আবার শুন্‌লেম্।

পীতাম্বরের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। ও মা, ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়ে দাও মা,—মা শীগ্‌গির আনতে পাঠিয়ে দাও।

উমা। তুই বাছা আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস নি।

প্রফুল্ল। ওমা, তোমার পায়ে প'ড়ি মা, বটঠাকুরকে ব'লে ঠাকুরপোকে আন, ঠাকুরপো খেয়ে যায় নি। আন্‌তে পাঠাও মা, আন্‌তে পাঠাও নইলে আমি বাঁচ্‌বো না মা, তোমার পায়ে প'ড়ি।

উমা। আন্‌তে পাঠিয়েছি, তুই চুপ কর।

প্রফুল্ল। মা, তুমি আমায় ভাঁড়িও না, তোমরা পরামর্শ ক'রেছ—ঠাকুরপোকে শাসিত ক'রবে; আমি ভুলবো না, আমি এইখানেই ব'সে রইলেম, আমি খাব না, কিচ্ছু না।

উমা। যাই, একবার বাবার কাছে যাই, তিনি কি উপায় করেন দেখি তুই আয়, এখানে একলা ব'সে কি ক'র্‌বি?

প্রফুল্ল। না, আমি যাব না, ঠাকুরপোকে না দেখে উঠবো না। আমার মাকড়ীর জন্যে ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, আমি সব গয়না খুলে বাক্সয় পুরেছি, যদি ঠাকুরপো না ফিরে আসে, বাক্স শুদ্ধ জলে ফেলে দেব, আর আমিও জলে ঝাঁপ দেব।

উমাসুন্দরীর প্রস্থান

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। ওরে তুই এখানে ব'সে র'য়েছিস্ ?

প্রফুল্ল। ওগো ঠাকুরপোকে ধ'রেছে, তুমি শিগ্‌গির ঠাকুরপোকে নিয়ে এস।

রমেশ। শোন্ আমি সেইখান থেকেই আস্‌ছি, কাল যদি কেউ সাহেব টায়েব জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে আসে—

প্রফুল্ল। ওমা! সাহেব আস্‌বে কি গো ? আমি সাহেবের সাম্‌নে বেরুব কেমন ক'রে ?

রমেশ। দোরের পাশ থেকে কথা কইতে হবে।

প্রফুল্ল। ওমা! আমি তা পার্‌বো না।

রমেশ। শোন্, ন্যাকামো করিস না এখন। তোকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে যে সুরেশকে মাক্‌ড়ী তুমি দিয়েছিলে ? তুই বলিস্—না, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছে।

প্রফুল্ল। না, তাতো না, আমি মাদুলী অন্‌তে দিয়েছিলুম।

রমেশ। তুই বল্‌বি, বাক্স ভেঙ্গে নিয়েছিল।

প্রফুল্ল। ও মা, কি ক'রে ব'ল্‌বো ?

রমেশ। কি ক'রে ব'লবি কি ? যেমন ক'রে কথা ক'চ্ছিস্, তেমনি ক'রে ব'লবি। এই কথা ব'লতে আর পার্‌বি নি ?

প্রফুল্ল। না, আমি তা পরবো না।

রমেশ। পার্‌বি নি, তবে তোকে সাহেব ধ'রে নিয়ে যাবে।

প্রফুল্ল। আমি মা'কে ডাকি, আমি মা'র কাছে যাই।

রমেশ। শোন শোন, তুই এ কথা না ব'ল্লে সুরেশের মেয়াদ হ'য়ে যাবে,

মেয়েমানুষের ঠেঁয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে শুন্‌লে সাহেব বড় রাগ ক'র্‌বে, সুরেশকে কয়েদ দেবে।

প্রফুল্ল। ওগো, তুমি আমার সব গয়না দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস, ঠাকুরপোর জন্যে আমার প্রাণ বড় কেমন ক'র্‌ছে, আমি মিছে কথা ব'ল্‌তে পার্‌বো না, ঠাক্‌রুণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়।

রমেশ। তবে সুরেশ জেলে যাক্।

প্রফুল্ল। না গো, তুমি নিয়ে এস।

রমেশ। আমার কথা শুনবি নি? আমি তোর স্বামী, মা তোকে শিখিয়ে দিয়েছেন জানিস্, স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা শুন্‌তে হয়।

প্রফুল্ল। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি।

রমেশ। খবরদার! কেটে ফেল্‌বো, দূর ক'রে দেব। শোন্, যা শিখিয়ে দিলুম ব'লিস তো বল্‌বি, নইলে আর তোর মুখ দেখ্‌বো না।

প্রফুল্ল। আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও!

যাদবের প্রবেশ

যাদব। ও কাকাবাবু, তুমি ছোট কাকাবাবুকে কেন ধ'রিয়ে দিয়েছ? ও কাকাবাবু, ছোট কাকাবাবুকে ধরিয়ে দিও না।

রমেশ। চোপ্!

যাদব। না কাকাবাবু, আর ব'ল্‌বো না কাকাবাবু, ঘাট হ'য়েছে কাকাবাবু, ও কাকীমা, তুমি বল না, ছোট কাকাবাবুকে আনতে বল না?

রমেশ। যেদো, এখান থেকে বেরো।

যাদব। যাচ্ছি কাকাবাবু, যাচ্ছি!

যাদব ও প্রফুল্লর প্রস্থান

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। ভ্যালা মোর ভাই রে! চাঁদ রে! তোমায়—পাঁচ পাঁচ বৎসর ফেল ক'রেছিল!—কি অবিচার—কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান

ক'র্‌তে পার্‌তে! সুরেশকে জেল দাও, যেদোর গলায় পা দাও, আমার জন্য ভেব না—আমি মদ খেয়েই থাক্‌বো।

রমেশ। কি মাত্‌লামো ক'র্‌ছো?

যোগেশ। সাবাস, সাবাস, উকিল কি চিজ্‌! ও দেরি না, দেরি না, শুভকর্ম্মে বিলম্ব না; যেদোর গলায় পা দাও; আর বুড়ো মাকে চালকুম্‌ড়ী কর, আর মা আমার রত্নগর্ভা,—একটী মাতাল, একটী উকিল, একটী চোর!

রমেশ। মাতলামোর আর জায়গা পেলে না?

রমেশের প্রস্থান

যোগেশ। যেদো, ধর্‌ ধর্‌ তোর কাকাবাবুকে ধর্‌।

যোগেশের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাটীর সম্মুখ

মদন ঘোষ

মদন। বরাত্ বরাত্! ক'নে জুটেছিল, সবই হ'য়েছিল, বংশরক্ষাটা হ'ল না। বরাত্ বরাত্! আর কি ক'রবো! দিন দিন যৌবনটা ব'য়ে গেল, কি ক'রবো! বরাত্ বরাত্! ও বাবা, আবার পাহারাওয়ালা আসে যে! আমি না, আমি না—

জগমণি ও কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ

জগ। কি বর, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো না? অমন ক'রছো কেন আমি যে ক'নে।

মদন। তুমি ক'নে, না পাহারাওয়ালা? তোমার সঙ্গে কে, উটিও কি ক'নে?

জগ। ও ক'নে কেন? ও পুরুষমানুষ, ও আমার—

মদন। ও কি তোমার বড় দিদি?

জগ। হ্যাঁ, একটা কথা বলি শোন।

মদন। হ্যাঁগো, তোমাদের কোন্ দেশে বাড়ী? তোমাদের মেয়ে-মদ্দের গোঁপ-বেরোয়?

জগ। গোঁপ বেরুবে কেন? শোন না—

মদন। তবে যে, তোমার দিদির গোঁপ বেরিয়েছে?

জগ। দিদি কেন! ও আমার মাসতুতো ভাই।

মদন। মেসো, না বোন্‌পো?

জগ। কথা শোন, তা নইলে আমি চ'লে যাব।

মদন। না, যেও না, যেও না, কি জান, বংশরক্ষা—কি জান বংশরক্ষা—

কাঙ্গালী। ও তোর বাপের পিণ্ডি, কি কথা ব'ল্‌ছে, শোন্ না।

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিণ্ডির স্থল, পিণ্ডির স্থল! বংশরক্ষা! বংশরক্ষা!

জগ। তুমি যদি ক'নে চাও, একটি কথা ব'ল্‌তে হ'বে, এই কথা—তুমি ঘরে ছিলে, তুমি দেখেছ যে চিঠি ছিঁড়ে নোট বা'র ক'রে নিয়েছে। সাহেব যখন জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, তুমি ব'ল্‌বে যে চিঠি ছিঁড়ে নিয়েছে।

মদন। ও বাবা, সাহেব।

জগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় জমাদার এখনি নিতে আস্‌বে!

মদন। ও বাবা! আমি না—আমি না—

জগ। শোন না, ব্যাটাছেলে, অত ভয় পাচ্ছো কেন?

মদন। দোহাই জমাদার সাহেব! আমি না—আমি—

মদন ঘোষের প্রস্থান

কাঙ্গালী। জগা, তোর যেমন বিদ্যে, পাগ্‌লার কাছে এসেছিস্ সাক্ষী ক'র্ত্তে, দেখ্ দেখি, কত বড় অপমানটা হ'ল? আমার সাম্‌নে তোকে ক'নে বল্লে।

জগ। তোর মতন গাধা শূওর আর জন্মায় না; যদি পাগ্‌লাটাকে দে বলাতে পারতুম, তা হ'লে ম্যাজিষ্টারের কি বিশ্বাস জন্মাত বল দেখিন্?

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। কে বাবা তোমরা যুগলে! তোমরা কি রমেশ ভায়ার ইষ্টদেবতা? যাও কেন, যাও কেন, যদি কৃপা ক'রে দর্শন দিলে, প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে যাও; যেও না, যেও না, যেদোকে এনে দিচ্ছি, আড়্‌ছে মার।

সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পুলিশ কোর্ট

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপ্রেটার, উকিলগণ, সুরেশ, শিবনাথ, অন্নদা পোদ্দার, পীতাম্বর, জমাদার, কন্‌ষ্টেবলগণ, পাহারাওয়ালাগণ ও কোর্ট-ইনেস্পেক্টার ইত্যাদি

পাহারা। এই চোপ্‌রাও, চোপ্‌।

ইণ্টার। সুরেশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদা পোদ্দার, শিবনাথ লাহিড়ী আসামী—

পাহারা। সুকলাস গুঁই আসাম—শিউলক্ষ্মী বেওয়া আসাম—

১ম উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর্ দি ফার্ষ্ট প্রিজনার (I appear for the first prisoner)।

২য় উকিল। আই ফর্ দি সেকেণ্ড প্রিজনার (I for the second prisoner)।

৩য় উকিল। আই অ্যাপিয়ার ফর শিবনাথ (I appear for Shivanath)।

জমা। খোদাবন্দ! ঘরসে বাক্‌স তোড়কে আসামী সুরেশ মাকড়ী চোরি করকে অন্নদা পোদ্দারকে দোকানমে বেচা।

ইণ্টার। ব্রেকিং বক্‌স, ষ্টিলিং ইয়ারিং (Breaking box, stealing earing)—

ম্যাজিষ্ট্রেট। আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড (I understand)।

ইণ্টার। গাওয়া লে আও—

ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি—

রমেশ। ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি, যাহা বলিব, সব সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না।

ইণ্টার। কি নাম?

রমেশ। রমেশচন্দ্র ঘোষ।

সুরেশ। মেজদাদা, মিথ্যা হলপের প্রয়োজন নাই। আমায় সাজা দেওয়াবেন দেওয়ান, আমি স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। ধর্ম্ম-অবতার! দাদার ঘরে

কাঠের বাক্সতে এই মাকড়ীগুলি ছিল, আমি বাটালি দিয়ে বাক্স ভেঙ্গে এ মাকড়ীগুলি অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা রেখেছিলাম।

রমেশের প্রস্থান

পীতা। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার! আমার একটী আরজি শুনতে আজ্ঞা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট। টোম কোন হ্যায়?

(ইণ্টারপ্রেটার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কানে কানে কথা)

ও ইজ ইট (Oh is it)? ক্যা আরজ বোলো?

পীতা। হুজুর, এ আসামী অতি সদাশয়। ওঁর ভাজ, রমেশবাবুর স্ত্রী এই মাকড়ীগুলি ওঁকে দেন, কিন্তু পাছে ওঁর ভাজকে সাক্ষী দিতে হয়, এই ভয়ে আসামী দোষ স্বীকার করে নিচ্ছেন। ইনি চুরি করেন নি, মাকড়ীগুলি ওঁকে দিয়েছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট। আচ্ছা, বাই-জরুকা গাওয়া ডেও।

সুরেশ। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার, আমার নিবেদন শুনুন, আমার ভাজ আমায় দেন নি, আমি ফাঁকি দিয়ে—চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি; আমার কথা সত্য, মিথ্যা নয়, আপনি আমায় সাজা দিন। এই পীতাম্বর আমাদের বাড়ীর পুরান লোক, আমার মায়ায় মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছে! ধর্ম্ম-অবতার, আর একটী আমার নিবেদন, আমার বন্ধু শিবনাথের নামে চুরির দাবী হ'য়েছে, শিবনাথ নির্দ্দোষী, আমিই নোট নিয়েছিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট। ইয়ংম্যান, ইউ উইল বি পানিশ্‌ড ফর ইওর কন্‌ফেসন্ (Young man you will be punished for your confession)।

ইণ্টার। তোমার কবুল দেওয়াতে সাজা হবে।

সুরেশ। সাজা হয় হ'ক, আমার মৃত্যুই শ্রেয়! যখন আমার ভাই আমায় মেয়াদ দেবার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, না না—হলপ কত্তে প্রস্তুত, যখন আমার এই বিপদ জেনে দাদা মেজদাকে বারণ করেন নি, তিনিও আসেন নি, তখন আমি বুঝতে পারছি, যে আমিই ঘরের কণ্টক, সে কণ্টক দূর হওয়াই আবশ্যক। আমার বাড়ীর কথা জানেন না,—মা আমার সাবিত্রী! আমার দাদা সাক্ষাৎ সদাশিব! বড় ভাজ অন্নপূর্ণা! ছোট

ভাজ সরলা সোণার প্রতিমা! মেজদা উকিল, আমি নির্গুণ, আমার দূর হওয়া উচিত।

১ম উকিল। হি ইজ স্পিকিং আণ্ডার পুলিশ পারস্বয়েসন্ (He is speaking under police persuation)।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নো হেল্প, আই হ্যাব ওয়ারণ্ড হিম (No help, I have warned him)। টুমি যাহা বলিটেছ ফিরাইয়া না লইলে টোমার সাজা হইবে।

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার! সাজা দিন, এই আমার প্রার্থনা। আমার মত নরাধমের চোর ডাকাতের সঙ্গে বাস হওয়া ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? আমি একজন পোদ্দারকে মজাতে বসেছি, আমার নির্দ্দোষী বন্ধুকে মজাতে বসেছি, অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক এনেছি—কুলাঙ্গারকে দণ্ড দিন।

ম্যাজিষ্ট্রেট। নোট চুরির কঠা কি বলো?

জমা। ইস্কা কুচ গাওয়া নেই হ্যায় খোদাবন্দ।

সুরেশ। ধর্ম্ম-অবতার! এ মকদ্দমায়ও আমি দোষী! যে বন্ধু আমায় মুখ থেকে খাবার দেয়, তাকে আমি নীচাশয় নরাধমের কাছে নিয়ে গিয়ে চোর অপবাদ দিয়েছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট। টোমার পোনের ডিবস কঠিন পরিশ্রমের সইট কারাগার হইল। মিষ্টার পিয়ারসন্, আই ডিস্চার্জ্জ ইয়োর ক্লায়েণ্ট (Mr. Pearson, I discharge your client)।

৩য় উকিল। থ্যাঙ্ক ইয়োর ওয়ারসিপ (Thank your Worship)।

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপ্রেটার ও উকিলগণের প্রস্থান

জমা। তোম্ এসা বেকুব, যাও জেলমে যাও।

শিব। জমাদার সাহেব দাঁড়াও দাঁড়াও আমার বন্ধুকে একবার দেখি! সুরেশ ভাই তোমার এই দশা হ'লো! তুমি সদাশয় আমি জান্তেম, কিন্তু তুমি যে বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তা কখনও আমি জানিনি। তোমার কাছে আমি বন্ধুত্ব শিখলেম; তোমার বন্ধুত্ব আমি এ জন্মে ভুলব না, আর যদি পারি এ ঋণের এক কণাও শোধবার চেষ্টা পাব। সুরেশ ভাই একবার

কোল দাও। আমার কোন গুণ নেই তোমার কিছুই ক'ত্তে পার্‌বো না কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জে'ন যে, আমার প্রাণ দিয়েও যদি তিলমাত্র উপকার হয় আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত। যদি আমার ক্ষুদ্র কুটীর থাকে—আধখানি তোমার। যদি একখানি বস্ত্র থাকে—আধখানি ছিঁড়ে তোমায় দেব। যদি এক মুঠো অন্ন থাকে—আধমুঠো তোমায় দেব। ভাইরে, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার ভাই-ই তোমার শত্রু। কিন্তু দাদা, আজ থেকে আমি তোমার ছোট ভাই! তোমার নফর!

পাহারা। চল্! চল্! হাড়বড়াও মৎ!

জমা। আরে রহো রহো—

সুরেশ। শিবনাথ আমার একটি অনুরোধ রেখ'—আমার মত লোকের কুসঙ্গ ছেড়ে সৎ হও, লেখাপড়ায় মন দাও মানুষ হবার চেষ্টা পাও। আমি আমার বুড়ো মা'র বুকে বজ্রাঘাত করে চ'ল্লাম, কুলে কলঙ্ক দিলেম! তুমি ভাই আমার মাকে সদ্‌গুণে সুখী ক'রো যদি কখন' আমার সঙ্গে দেখা হয়, মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেও, কখন' আমার ছায়া মাড়িও না। আমার দাদাদের দোষ নেই, তাঁরা বারবার আমায় শোধরাবার চেষ্টা ক'রেছেন, আমি নির্ব্বোধ, তাঁদের উপদেশ শুনি নি; আমার এক অনুরোধ, তোমার মাকে এক একবার আমার বুড়ো মা'র কাছে পাঠিয়ে দিও, যেন তিনি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করেন, মেজকে বুঝিয়ে বলেন, তার কোন দোষ নেই, আমি নিজের দোষে সাজা পেয়েছি। সে অন্ন-জল পরিত্যাগ ক'র্‌বে, তোমার মা যেন তাঁকে ভোলান। আমার বাড়ীতে হাহাকার উঠবে, কেউ দেখবার লোক থাকবে না, পার যদি এক একবার যেদোকে আদর ক'রো। ভাই, বিদায় দাও। জমাদার সাহেব, নিয়ে চল। পীতাম্বর, তোমার ঋণ আমি শুধ্‌তে পার্‌বো না, তুমি এ অকর্ম্মণ্যের জন্য কেঁদ না।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পীতাম্বরের বাসাবাটীর সম্মুখ

কাঙ্গালী ও পীতাম্বর

কাঙ্গালী। আপনাকে আমি যে দিন অবধি প্রদর্শন ক'রেছি, সেই দিন অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হ'য়েছে, আপনি অতি সজ্জন ও প্রকাণ্ড অজ্ঞ।

পীতা। ম'শায়ের আমার নিকট প্রয়োজন?

কাঙ্গালী। আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি, আপনার সৌহার্দ্দ্য জন্য আমি একান্ত সুললিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধৃষ্ট।

পীতা। ম'শায়ের কিছু আবশ্যক আছে কি?

কাঙ্গালী। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাজলক্ষ্মী আপনার ঘরে বিচলা হ'ন।

পীতা। যে আজ্ঞে, তার পর?

কাঙ্গালী। আপনি তো বহুদিন—বহুদিন বিষয়কার্য্য ক'রে মাথার কেশ অসিত ক'রলেন, এখন যা'তে আপনি খোস মেজাজে নিরুদ্বেগে কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম ক'রে প্রদেশে গিয়ে ব'স্‌তে পারেন, আর নিরুদ্বেগে কাল কবলিত হন, তার উপায় আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'ত্তে এসেছি।

পীতা। কি উপায় 'উদ্‌ভ্রান্ত' ক'রলেন?

কাঙ্গালী। আপনি আপনার ভবনে পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রস্তুত?

পীতা। প্রস্তুত অপ্রস্তুত পরে ব'ল্‌ছি, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

কাঙ্গালী। উত্তম উত্তম, আমি অভিপ্রায় বিখ্যাত ক'র্‌ছি; আপনাকে আমি পাচ শত টাকা প্রাপ্ত করাতে পারি।

পীতা। প্রাপ্ত করান।

কাঙ্গালী। উত্তম উত্তম, কিন্তু পরিলোচনা ক'রে দেখুন, অম্‌নি তো কিছু হয় না, আপনাকে একটি কার্য্য ক'র্‌তে হবে, কোন কষ্ট নাই।

পীতা। কি কাজটা শুনি?

কাঙ্গালী। শাদা কাজ, অতি গলিজ কাজ, কোন কষ্ট না, আপনার প্রতি আড়ষ্ট হ'য়েছি, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করা।

পীতা। কাজ যে গলিজ, তা আপনার দর্শনেই বুঝেছি।

কাঙ্গালী। বুঝ্‌বেনই তো—বুঝ্‌বেনই তো, আপনি অতি অজ্ঞ।

পীতা। পাঁচশো টাকা কে দেবে ?

কাঙ্গালী। আমি আপনাকে দিব, আপনি আমার বন্ধু হ'লেন, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা ক'র্‌বো না, আমার কথা সর্ব্বদাই অনটল পাবেন।

পীতা। কাজটা কি বলুন না ?

কাঙ্গালী। আপনি আপনার প্রদেশে পর্য্যবেক্ষণ করুন, আর কিছুই না, জায়গা-জমি কিনুন, ভোগদখল করিতে রহুন।

পীতা। কথাটা তো এই, যোগেশবাবুকে ছেড়ে চ'লে যাই। তা হচ্ছে না, আমি তাঁর পরিবারকে দিয়ে নালিশ রুজু করাচ্ছি। রমেশবাবুকে ব'ল্‌বেন,—কিছু না পারি তাঁর জুচ্চুরি আমি আদালতে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

কাঙ্গালী। এই কথাটি আপনি অবিভীষিকার মতন ব'ল্লেন।

পীতা। অবিভীষিকা কেন ? ঘোরতর বিভীষিকা সাম্‌নে দেখছি, আবার অবিভীষিকা কোথায় !

কাঙ্গালী। এ কার্য্যে আপনার লাভ কি ?

পীতা। লাভ এই আমার অন্নদাতা প্রতিপালককে রক্ষা ক'র্‌বো, দুর্জ্জনকে সাজা দেব।

কাঙ্গালী। ভাল, পাঁচশত টাকায় না রাজী হন, হাজার টাকা দেওয়া যাবে।

পীতা। আপনি 'পর্য্যবেক্ষণ' করুন, 'পর্য্যবেক্ষণ' করুন, এখানে মতলব খাট্‌বে না।

কাঙ্গালী। ম'শয়, মোচড় দিচ্ছেন মিছে, আর বাড়্‌বে না, যে টাকা মকর্দ্দমায় পড়্‌তো, সেইটে না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে, দুশো একশো বলেন, তাতে আটক খাবে না।

পীতা। কেন ব্যাজ্‌ ব্যাজ্‌ কচ্ছেন, চ'লে যান না।

কাঙ্গালী। তুমি তো নেহাৎ নির্ব্বুদ্ধি হে, কেন টাকাটা ছাড় ?

পীতা। আরে কোত্থেকে এ' বালাই এল! ভাল চাও তো বেরিয়ে যাও; দুর্গা দুর্গা সকাল-বেলা!—

কাঙ্গালী। আচ্ছা চল্লেম, দে'খে নেব, উকীলের সঙ্গে লেগেছ, শেষটা বুঝ্‌বে। সিভিল—ক্রিমিনেল (Civil—Criminal) দুই রকম সুট (Suit)-এ মারা যাবে।

রমেশের প্রবেশ

রমেশবাবু, ইনি বেগোড় ক'র্‌তে চান।

রমেশ। পীতাম্বর, তুমি কি ক'রে বেড়াচ্চ? শুনছি নাকি বৌকে দিয়ে আমার নামে নালিশ করাবে? তুমি যে মার চেয়ে দরদী দেখতে পাই, দাদা মদে-ভাঙ্গে সব উড়িয়ে দিক্, তার পর ছেলেটা পথে বসুক।

পীতা। ম'শায়, যার বিষয়, সে ওড়াবে, আপনি কেন ফিরিয়ে দিন না।

রমেশ। ফিরিয়ে নিতে চাও, নাও, ওয়ান থার্ড পাবে বৈ তো না। আমি রিভিসার অ্যাপয়েণ্ট (Receiver apponit) ক'রেছি, যেদো সাবালক হ'লে রিসিভারের ঠেঁয়ে নিয়ে নেবে।

পীতা। মেজবাবু, ভাল চান তো, ফিরিয়ে দিন, নইলে আপনার ব্যাভার আমি আদালতে জানাব। আপনি অতি দুর্জ্জন, নইলে ভাইকে মেয়াদ খাটান!

রমেশ। শোন, কাঙ্গালী শোন। আমি দুর্জ্জন বটে?

পীতা। রমেশবাবু, আপনি লোকালয়ে মুখ দেখান কেমন ক'রে, আমি তাই ভাবি। এক ভাইকে জেলে দিলেন, বড়ভাই—যে বাপের মতন প্রতিপালন ক'রে এ'ল তাকে দরোয়ান দিয়ে বাড়ী ঢুকতে দিলেন না।

রমেশ। তোমার এমন আক্কেলই বটে, বাড়ীর ভেতরে মাত্‌লামো ক'র্‌বেন, আর আমি কিছু ব'লবো না? আর বাড়ীতে ওঁর অধিকার কি? উনি তো কন্‌ভে (Convey) ক'রে দিয়েছেন, আমি আমার ক্লায়েণ্টস্ বিহাফ (Clients' behalf)-এ দখল ক'রেছি।

পীতা। টাকা দিলেন না, কিছু না, অমনি কন্‌ভে (convey) হ'য়ে গেল ?

রমেশ। টাকা দিই নি—তুমি এমন কথা বল ? তোমার নামে ডিফামেশন স্যুট্ (defamation suit) হ'তে পারে। রেজেষ্টারি অফিসে মর্টগেজের কাপি (Copy) দেখে এস, বরাবর হ্যাণ্ডনোট কেটে এসেছেন, তাই হ্যাণ্ডনোটের টাকা জড়িয়ে মর্টগেজ দিয়েছেন।

পীতা। আপনার সঙ্গে আমার তর্কের দরকার নেই, আপনি যা জানেন করুন, আমি যা জানি ক'র্‌বো।

রমেশ। পীতাম্বর, আমার কথা বোঝ।

পীতা। আর বুঝতে চাই নি ম'শায়, আপনাকে তো তাড়িয়ে দিতে পার্‌বো না, আমিই চল্লুম।

রমেশ। পীতাম্বর শোন, আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি।

পীতা। আপনি নরাধম।

পীতাম্বরের প্রস্থান

কাঙ্গালী। আপনি এর এত খোসামোদ ক'র্‌ছেন কেন ? শুন্‌ছি তো আপনাদের বড়বৌ আপনার মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন, এখন তো আপনার দখলে সব, দখল ক'রে ব'সে থাকুন', তার পর যা হয় ক'রে আপনার দাদার দফা নিশ্চিন্ত করুন, তিনি দিনরাত মদ খাচ্ছেন। এক নাবালক, আর বৌ। এক পীতাম্বরকে যে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন, সেই টাকা খরচ ক'রে ওর জ্ঞাতকে দিয়ে ওর দেশে এক মাম্‌লা রুজু ক'রে দিন। আমি খবর নিয়েছি, ওর জাস্‌তুতো ভায়েদের সঙ্গে ভারি বিবাদ।

রমেশ। যা হয়, এক রকম ক'র্‌তে হবে।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রেসিডেন্সি জেল

কয়েদিগণ, সুরেশ ও মেট

১ম কয়েদী। কাঁদছো কেন? ছ'টা বছর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে। এই আমি পাঁচ বচ্ছর আছি, দিনকতক একটু ক্লেশ, তার পর স'য়ে যাবে, আমার মত মোটা হবে।

২য় কয়েদী। ওরে, ও শালার আটদিন হ'য়েছে।

৩য় কয়েদী। দে শালার মাথায় চাঁটি, দে শালার মাথায় চাঁটি।

মেট। তুই শালা, কি হাঁ ক'রে দেখছিস্? পাথর ভাঙ্।

সুরেশকে প্রহার

সুরেশ। উঃ মা!

মেট। হাঃ হাঃ! এখানে মাও নেই, বাপও নেই, ভাঙ্গ শালা ভাঙ্গ পাথর; জোরে ঘা দে, এই কাঁড়িটা সাবাড় ক'ত্তে হবে।

সুরেশ। ও ভাই, আর যে পারি নি, হাতে ফোস্‌কা হ'য়েছে!

৩য় কয়েদী। ওরে, ওরে, গোপালের হাতে ফোস্‌কা হ'য়েছে, হাঃ হাঃ হাঃ!

১ম কয়েদী। তোর অঙ্গেকগুলো যদি ভেঙ্গে দিই, তুই কি দিস্?

সুরেশ। আমার ঠেঙে তো কিছু নেই, পাঁচটা টাকা ছিল, কেড়ে নিয়েছে।

মেট। তুই শালা যে ব'ল্লি, তোর ভাই আছে, তোর মা আছে, ঘর্ থেকে টাকা আন্ না, যোগাড় ক'রে হাঁস্‌পাতালে থাক্ না।

সুরেশ। বাড়ীতে কি ক'রে খবর পাঠাব?

মেট। তার যোগাড় ক'র্‌ছি! আমায় ষোলটা টাকা দিবি, তার পর এখানে যদি আমাদের সঙ্গে মিশিস্ আর টাকা ছাড়তে পারিস্, কি মজায় থাকবি, তা বুঝতে পারবি। শ্বশুরবাড়ী তো শ্বশুরবাড়ী! মদ খাও, গাঁজা খাও, যা খুসী কর, আর যদি ভদ্র-আনার জারি কর, পাথর ভাঙ্গো, আর মেটের বেত খাও।

টারণ্‌কি(Turnkey), রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রবেশ

টারণ্‌কি। এ আসামী, তোমরা উকিল আয়া হ্যায়।

স্থরেশ। মেজদা, আমায় কি এম্‌নি ক'রে শাসিত ক'ত্তে হয়? আমায় বাঁচাও, আমার প্রাণ গেল!

রমেশ। চুপ ক'রে শোন, তুই যদি কথা শুনিস তো আমি কালই খালাস ক'রে নিয়ে যাই।

স্থরেশ। আমায় যা ব'ল্‌বে শুন্‌বো, আমি রোজ স্কুলে যাব, আর বাড়ী থেকে বে'রব না।

রমেশ। দেখিস্‌, খবরদার।

স্থরেশ। না মেজদা, দেখো, আর আমি কখন কিছু দুষ্টুমি ক'রবো না।

রমেশ। আচ্ছা, এইটেতে সই ক'রে দে দেখি, আপীল ক'রে তোকে ছাড়িয়ে নিতে হবে। কৌন্সুলির টাকা যোগাড় ক'ত্তে হবে, সই কর্‌।

স্থরেশের সহি করণ

রমেশ। কাঙ্গালী, কোথায় গেলে? সাক্ষী হও।

স্থরেশ। দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙ্গালী কেন?

রমেশ। সাক্ষী হবে।

স্থরেশ। কিসের সাক্ষী? র'সো, যাতে কাঙ্গালী আছে, তাতে অবশ্যই জুচ্চুরি আছে, আমায় জেলে দিয়েছ, বোধ করি, ট্রান্সপোট (Transprot) দেবার চেষ্টা ক'র্‌ছো।

রমেশ। না না, কাঙ্গালীকে না সাক্ষী হ'তে বলিস্‌ নেই নেই। দে, আর একজনকে সাক্ষী ক'র্‌বো এখন।

স্থরেশ। আগে তুমি বল, এ কিসের লেখাপড়া?

রমেশ। আর কিছু না, তোর বখ্‌রা বাঁধা রেখে টাকা তুল্‌তে হবে। সেই টাকা কৌন্সুলিকে দিয়ে আপীল ক'র্‌বো।

স্থরেশ। আমার বখ্‌রা কি?

রমেশ। তুই জানিস্‌ নি, দাদা আমাদের দু'ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় করেছে, এ বিষয়ে তোরও বখরা আছে, আমারও বখ্‌রা আছে।

সুরেশ। দাদা ফাঁকি দিয়েছেন! তোমার মিথ্যা কথা। মেজদা, আমার ক্রমে চক্ষু খুল্‌ছে, তোমায় কাঙ্গালীর সঙ্গে দেখে, তোমায় আর এক চক্ষে দেখ্‌ছি, আমি এখন বুঝতে পারছি যে, তুমি আমায় শোধরাবার জন্যে জেলে দাও নি, এ কষ্ট মা'র পেটের ভাই কখন দিতে পারে না; মা'র পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুতেও দেয় না। আমি এখন ভাবছি যে, তুমি আমায় জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বোঝালে? দাদাকে কি ব'লে বোঝালে? মেজবৌকে কি ব'লে বোঝালে? বড়বৌকে কি ব'লে বোঝালে? না, তুমি আপনি ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় জেলে দিয়েছ; তুমি আমার ভাই নও—শত্রু! বোধ হয়, দাদা বেঁচে নাই, কিম্বা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন বিপদে প'ড়েছেন, তা নইলে আপীলের টাকার জন্য আমার বখরা বাঁধা দেবার কোন আবশ্যক হ'ত না! তুমি সত্য বল, তাঁদের কি হ'য়েছে?

রমেশ। সুরেশ, তুই কি পাগল হ'য়েছিস্? দে দে, কাগজখানা দে।

সুরেশ। ক্রমে আরও আমার চক্ষু খুল্‌ছে, তুমি আমায় জেল থেকে খালাস ক'র্ত্তে আস নি, আপনার কাজ ক'র্ত্তে এসেছ, আমার বখরা লিখে নিতে এসেছ, কিন্তু মেজদা, শোন—আমার তো বখরা নেই, যদি থাকে, তার এক কড়াও পাবে না। আমি জেলে প'চে মরি, দ্বীপান্তর যাই, ফাঁসী যাই, সেও স্বীকার—তবু যে কাঙ্গালীর বন্ধু তাকে আমি বখরা লিখে দেব না। পরমেশ্বর জানেন, আরও কি ষড়যন্ত্র তোমার মনে আছে! পরমেশ্বর জানেন, দাদার কি সর্ব্বনাশ তুমি ক'রেছ! যাও মেজদা, ফিরে যাও, এ কাগজ তুমি পাবে না।

রমেশ। সুরেশ, ভাই, তুমি কি শোন নি, যে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, ব্যাঙ্ক ফেল হ'য়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমার হাতে টাকা নাই—

সুরেশ। মেজদা, বড় চমৎকার বোঝাচ্ছ। দাদার টাকা নাই, তোমার টাকা নাই—তোমারা কৃতী! আর আমি, যে কখনও এক পয়সা রোজগার করিনি, আমার সইয়ে টাকা পাবে? মেজদা, তুমি আমার চেয়ে

মিথ্যাবাদী! আমার চেয়ে কেন, বোধ করি কাঙ্গালীর চেয়েও মিথ্যাবাদী! তুমি যে দাদার মা'র পেটের ভাই—এই আশ্চর্য্য!

কাঙ্গালী। বাবাজী, অবুঝ হয়ো না, অবুঝ হয়ো না, তোমার দাদা তোমার ভালর জন্যে এসেছে।

সুরেশ। বুঝেছি কাঙ্গালীচরণ, আমার ভালর জন্য পুলিশে নালিস ক'রেছিলেন, আমার ভালর জন্য আমায় তোমার বাড়ী পুরে গ্রেপ্তার ক'রে দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্য জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্য বখ্‌রা লিখে নিতে এসেছেন—আর ভালয় কাজ নেই, আমি কাগজ ছিঁড়ে ফেল্লুম, তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত!

রমেশ। তবে জেলে প'চে মর্।

সুরেশ। দাদা, বড় নিরাশ হ'লে,—জোচ্চোর, জোচ্চোরের বন্ধু! জেলে জুচ্চুরি ক'ত্তে এসেছ? তোমার জেল হয় না কেন, তা জান?—আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয় নি। 24

রমেশ। আমার কথা হ'য়েছে, একে নিয়ে যাও।

রমেশ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

টারণ্‌কি। চল্ রে চল্।

মেট। খাটনা শালা, ব'সে রয়েছিস্? (সুরেশকে প্রহার)

সুরেশ। ও মাগো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না! (মূর্চ্ছা)

ডাক্তারের প্রবেশ

মেট। বাবু, দেখুন তো, মুখ দে রক্ত উঠ্‌ছে।

ডাক্তার। ইস্! তাই ত, হাসপাতালে নিয়ে যাও।

সুরেশকে লইয়া মেটের প্রস্থান

টারণ্‌কি। খানেকা ঘণ্টা হুয়া, চল্—লাইন্ হো!

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

উমাসুন্দরী ও পীতাম্বর

উমা। পীতাম্বর, তুমি সত্য বল, আমার সুরেশের তো ভাল-মন্দ কিছু হয় নি? তুমি আমায় এনে দেখাও, আমার রাত্রে বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে, মন হু হু করে, যদি একবার চোখ বুজি, নানান্‌ স্বপ্ন দেখি, কত কি তোমায় কি বলবো; পীতাম্বর, লক্ষ্মী বাপ, আমায় বল, সে প্রাণে বেঁচে আছে তো?

পীতা। গিন্নী মা, তোমায় বোঝাতে পার্‌লেম না বাছা, আমি কট্‌ দিব্যি গেলে ব'ল্লেম, তবু তুমি বিশ্বাস ক'র্‌বে না? পুলিস থেকে খালাস পেয়েই রেলগাড়ী চ'ড়ে মার দৌড়! আমি কত বোঝালেম যে গিন্নী-মার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও, তা বল্লে যে,—'না'; সব ছোঁড়ার দল নিয়ে আমোদ ক'ত্তে বেরিয়ে গেল। ন'দে শান্তিপুরে যে মেলা আছে, সেই মেলা দেখে আস্‌বে।

উমা। তা বাবা, তুমি লোক পাঠাও, শীগ্‌গির তা'কে নিয়ে এস। তা'কে যদি আর তিন দিন না দেখি, তা হ'লে আর বাঁচবো না।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নীমা কি বলে! আমি লোক পাঠাই নি গা? বড় বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমার ভাইকে পাঠিয়েছি; সে পত্র লিখেছে, আর দিন চারেক সেখানে মেলা হবে, মেলা শেষ হ'লেই চলে আস্‌বে।

উমা। বাবা পীতাম্বর, তুমি আমায় নিয়ে চল, আমি একবার দেখে আসি, তার পর পোনের দিন থাকুক।

পীতা। দেখ দেখি গিন্নীমার কথা! সে নেড়া-নেড়ীর কাণ্ড, তুমি কোথা যাবে বল দেখি?

উমা। বাবা, তোমার বাড়-বাড়ন্ত হ'ক্‌, তোমার ব্যাটার কল্যাণে আমায় একবার নিয়ে চল, আমার বড় আদরের সুরেশ। মেজটা হবার পর ন'বছর আমার ছেলেপুলে হয় নি, তার পর বাছাকে পেয়েছিলেম। চার

বচ্ছর অবধি দস্তি রোগে ভুগেছিল, মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে হারানিধিকে পাই। লোকে বলে দুরন্ত হ'য়েছে, কিন্তু বাছা আমার কিছু জানে না। আমি কাছে না ব'সলে আজও খেতে পারে না। সুরেশ একলা শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আমি রেতে উঠে উঠে দেখে আসি, সেই সুরেশকে আমি পাঁচ দিন দেখি নি, আমার বুক খালি হ'য়ে গিয়েছে। পীতাম্বর, তুমি আমার এ কথাটি রাখ, একবার আমায় দেখিয়ে নিয়ে এস।

পীতা। আচ্ছা, আজ 'তারে' খবর লিখি, যদি না আসে, কাল তখন নিয়ে যাব। এদিকে নানান্ ঝঞ্ঝাট প'ড়েছে, আমার মাথা চুলকোবার সাবকাশ নেই।

উমা। তা বাবা তুমি না যেতে পার, একজন লোক ক'রে দিও, তার সঙ্গে আমি যাব।

পীতা। আচ্ছা, তাই হবে গো তাই হবে, তুমি এখন পূজো করগে।

উমা। বাবা, পূজো কর্‌ব কি! পূজো ক'ত্তে যাই, সুরেশকে দেখি, খেতে বসতে যাই, সুরেশকে মনে পড়ে; চোখ বুজতে যাই সুরেশকে দেখি। হাঁ বাবা, সুরেশ আমার আছে তো, সত্যি বল্‌ছিস্? হ্যাঁ বাবা, তোর চোখ ছল্ ছল্ ক'রছে কেন? তবে বুঝি আমার সুরেশ নেই!

পীতা। বুড়ো হ'লে ভীমরথী হয়। চোখে বালি পড়েছে, চোখ ছল্ ছল্ ক'রছে—

উমা। বাবা, আমি যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বিমর্ষ হয়; যোগেশের কাছে ভয়ে যায়নি, সে আমায় দেখ্‌লে নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, বড় বৌমা কথা চাপা দেয়, আমি আর ভাব্‌তে পারিনি। বাবা, আমি কি কুক্ষণেই মেজটার পরামর্শ শুনেছিলেম। কেন আমি যোগেশকে ব'ল্লুম যে, রেজেষ্টারী ক'রে দে। আমার ধর্ম্মভীতু ছেলে, লোকে জোচ্চোর ব'ল্‌বে, এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে। আমি আবাগী এই সর্ব্বনাশের গোড়া! যদি যোগেশ না মনের দুঃখে অমন হ'ত, তা হ'লে কি মেজটা সুরেশকে ধরিয়ে দিতে সাহস ক'ত্ত? আহা! বড় বৌমা কচি ছেলের হাত ধ'রে বেরিয়ে

এল ; দুধের বাছা কিছু জানে না, বলে, "মা, আমরা বাড়ী ছেড়ে কেন যাব ?" গোবিন্‌জী কেন আমায় এ মতি দিলেন ? মা হ'য়ে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম্ম খোয়াতে ব'ল্লেম ! আমি আজন্ম তামাসা ক'রেও মিথ্যা কথা বলি নি, মা হ'য়ে কেন কালসাপিনী হ'লেম ? ধর্ম্ম খুইয়েই আমার এ দশা হ'ল ! আমার ধর্ম্মের সংসারে পাপ সেঁধিয়েছে—তাই বাছা, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি। ভাল মন্দ যা হয় একটা সত্যি কথা বল, তা'র কি মেয়াদ-টেয়াদ হ'য়েছে ?

পীতা। দেখ্‌লে সেদিন কালীঘাটে পূজো দিয়ে এলুম ; মেয়াদ হয়েছে—মেয়াদ হ'লে কেউ পূজো দেয় ? তোমার যেমন কথা, এ নিঃশ্বাস ফে'লে উঠে যায়, ও কথা চাপা দেয়। তুমি রাতদিন ব্যাজ্‌ ব্যাজ্‌ ক'র্‌বে কাঁহাতক লোকে তোমার কথার জবাব দেয় ? এখন তো বাপু কথা হ'য়ে গেল, কা'ল তো তোমায় নিয়ে যাব।

উমা। নিয়ে যাবে তো বাবা ?

পীতা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! ভাল যন্ত্রণা ! এ বুড়ী ম'র্‌বে কবে গা ?

উমা। বাছা, মরণ হ'লেই বাঁচি রে, মরণ হ'লেই বাঁচি !

পীতা। ম'রো এখন, এখন পূজো করগে।

উমা। যাই বাবা, তবে নিয়ে যাস।

উমাসুন্দরী'র প্রস্থান

জ্ঞানদার প্রবেশ

জ্ঞানদা। পীতাম্বর, কাঁদ্‌ছো কেন ?

পীতা। বড়মা গো, বুড়ীর কথা শুন্‌লে পাষাণ ফেটে যায়। মাগীকে ধ'ম্‌কে ধাম্‌কে তাড়িয়ে দিলুম। খায় দায় তো ? ও যে বাঁচে, এমন বোধ হয় না ! এ দশটা দিন কি ক'রে কাটাই ?

জ্ঞানদা। বাছা, আমি যে কি ক'র্‌বো, কিছু ভেবে পাই নি ; একবার ভাতে হাতে করেন, রাত্রে তো দুটি চক্ষের পাতা এক করেন না, কখন বুক ধড়ফড় করে, কখন নিশ্বাস পড়ে না, বুকে তেলে-জলে দিই, পুরাণ ঘি মালিস

করি। একটু নিথর হ'য়ে থাক্‌লে আমি মনে করি ঘুমুলেন, তা নয়, সেটা আমায় ভুলোনো যে ঘুমুচ্ছেন ; আমার ঘরের দোরে এসে দেখি যে নিঃশ্বাস ফেল্‌ছেন—কাঁদ্‌ছেন।

পীতা। তাই তো বড়মা, কি হবে ? দশটা দিন কি ক'রে কাটবে ? আমি ত বাপু বড় বড় কৌন্সুলিকে কাগজপত্র দেখালেম, আপীল হবে না।

জ্ঞানদা। হঁ্যা বাবা, পাথরভাঙ্গা মোকুব করাতে পার্‌লে না ?

পীতা। কই আর পার্‌লেম ? চার হাজার টাকা নিয়ে চেষ্টা-বেষ্টা কর্‌লুম, কিছুই তো ক'স্তে পার্‌লেম না ! দুঃখের কথা কি ব'ল্‌বো, জমাদারের ঠেঁয়ে শুন্‌লেম, কে উকীল এসে জেলারকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে, যাতে খাটুনি মোকুব না হয়। সে উকীল আর কেউ নয়, আমার বোধ হয় মেজবাবু।

জ্ঞানদা। সে কি ! সে কি চণ্ডাল ? তুমি আরও টাকা কবলাও, সে ডব্‌কা ছেলে, পাথর ভাঙ্‌লে বাঁচ্‌বে না।

পীতা। চণ্ডালের অধম ! আর তো টাকা হাতে নেই মা ! মাগো তুমি গয়না খুলে দিলে, আমার বুক ফেটে গেল ! সেইগুলি বাঁধা দিয়ে তাড়াতাড়ি চার হাজার টাকা নিয়ে গেলুম। মা, মহাজনে আর টাকা দিতে চায় না, কে নাকি ব'লেছে যে ঝুটো গয়না।

জ্ঞানদা। আমার আরও গয়না আছে, তোমায় দিচ্ছি, যেদোর ভাতের গয়না আছে, সেগুলোও নাও।

পীতা। দেখি, বোধ হয় তা দিতে হবে না ; একটা খবর পাচ্ছি—

জ্ঞানদা। কি খবর বাবা ?

পীতা। সেটা এখন পাঁচকাণ কর্‌বেন না, বোধ হয়, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে।

জ্ঞানদা। পাওয়া যায় ভালই, কিন্তু তুমি আর দেরী ক'রো না, যাতে পাথর-ভাঙ্গা মোকুব হয়, আগে কর ; আমি গয়না পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাবা, তোমায় বল্‌বো কি, তুমি পেটের ছেলের চেয়ে বেশী, কিন্তু তোমার সাম্‌নে

আমি একদিনও বেরুই নি, আজ আমার ইচ্ছে ক'র্‌ছে, জেল-দারোগার পায়ে গিয়ে ধরি। বাবা, আমার ওঁর চেয়ে সুরেশের জ্বালা বড় হ'য়েছে!

পীতা। তবে তাই পাঠিয়ে দেবেন, আমি চট ক'রে খেয়ে নিই।

পীতাম্বরের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

জ্ঞানদা। মেজবৌ, কি ক'রে এলি? পালিয়ে আসিস্ নি তো?

প্রফুল্ল। না দিদি, আমায় পাঠিয়েছে; ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। একবার মা নাকি গেলেই ছেড়ে দেয়।

জ্ঞানদা। মা যাবে কি লো?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো একখানা কাগজে সই করলেই হয়; ওর উপর নাকি রেগে আছে, যদি ওর কথায় সই না ক'রে, মা সই ক'র্ত্তে ব'ল্লেই সই ক'র্‌বে, তা হ'লেই ঠাকুরপো আসবে। দিদি গো, তোমরা চ'লে এলে গো, আমার ঠাকুরপোর জন্যে মন কেমন ক'র্‌ছে গো! ছাই খেয়ে কেন মাক্‌ড়ী দিয়েছিলেম গো!

জ্ঞানদা। কাঁদিস্ নি, কাঁদিস নি, চুপ কর্, মা শুন্‌বেন।

প্রফুল্ল। মাকে ব'ল্‌বো না?

জ্ঞানদা। না, না, খবরদার বলিস নি।

প্রফুল্ল। তবে দিদি, ঠাকুরপো কেমন ক'রে আসবে?

জ্ঞানদা। মা শোনে নি, তার জেল হ'য়েছে শুন্‌লেই ম'রে যাবে।

প্রফুল্ল। মা ম'রে যাবে! ভাগ্যিস দিদি তোমায় ব'লেছিলেম; আমায় চুপি চুপি মাকে ব'ল্‌তে ব'লেছিল, তোমায় বল্‌তে বারণ ক'রেছিল, না দিদি, আমায় ব'লেছে, ঠাকুরপোকে ছেড়ে দেবে; আমায় ভুলিয়ে রাখতো— আজ আন্‌বো কাল আন্‌বো; আমি কাল পরশু দু'দিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস ক'রে রইলাম। আমায় ব'ল্লে, ঠাকুরপোকে এনে দোব, তবে আমি বেরিয়েছি—এখন' কিছু খাই নি, ঠাকুরপো না এলে আমি না খেয়ে মর্‌বো। দিদি, মাকে তেল মাখাতে পাই নি, তোমায় দেখতে পাই

নি, যেদোকে দেখতে পাই নি, তাতেও তবু খেতুম, ঠাকুরপোকে না দেখলে আমি বাঁচবো না।

জ্ঞানদা। কি প্রতারণা! সে কি চণ্ডাল। আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণা! রামায়ণে শুনেছিলাম, কে একজন রাক্ষস চোখে ঠুলি দিয়ে থাক্‌তো, স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখতো না, সেই এসে কি জন্মেছে? এ কারুর নয়।

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি ওঁর নিন্দা ক'রো না, মা যে বলেন ওঁর নিন্দে শুন্‌তে নেই। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপোর কি হবে?

জ্ঞানদা। তুই খাবি আয়, ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়েছি।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, ঠাকুরপো এলে তোমরা সকলে ও বাড়ীতে যাবে? ও আমায় বাপের বাড়ী না পাঠিয়ে দিলে, আমি তোমাদের আস্‌তে দিতুম না. দেখতুম দেখি, কেমন ক'রে আস্‌তে। আমি যেদোকে কোলে নিয়ে মায়ের দু'টো পা জড়িয়ে ব'সে থাকতুম।

জ্ঞানদা। আর যা'ব কেমন ক'রে ভাই? আমাদের তাড়িয়ে দিলে, আর কোথায় যাব?

প্রফুল্ল। তোমাদের তাড়িয়ে দিলে? তবে যে ব'ল্লে, তোমরা চ'লে এলে, —ও কি সব মিছে কথা কয়? তবে আমি ওর কথা শুন্‌বো কেমন ক'রে? মা আমায় কি ব'লে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি ক'রে শুন্‌বো—মিথ্যা কথা কি ক'রে শুন্‌বো?—দিদি, আমি খাব না, কিছু কর্‌বোনা, আমি ম'র্‌বো।

জ্ঞানদা। না, তুই খাবি আয়, আমরা আবার সে বাড়ীতে যাব।

প্রফুল্ল। তাড়িয়ে দিয়েছে, যাবে কেমন ক'রে?

জ্ঞানদা। ঠাকুরপো হয়, তামাসা ক'চ্ছিলেম।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বল। দিদি আমি এখন খাব না, আমি মাকে তেল মাখিয়ে দিয়ে যেদোকে খাইয়ে দেব, আর খাব।

জ্ঞানদা। মা'র এখন ঢের দেরি, তুই আয়।

প্রফুল্ল। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি—ও মা! বট্‌ঠাকুর আস্‌ছে। দিদি, যেদোকে পাঠিয়ে দাও।

প্রফুল্লর প্রস্থান

যোগেশ ও যাদবের প্রবেশ

যাদব। বাবা, ছোট কাকাবাবু কখন আসবে, বল না? বাবা, আমার মন কেমন ক'চ্ছে, বাবা!

যোগেশ। তুই স্কুলে যাস্ নি?

যাদব। না বাবা, আমি পড়া ভুলে যাই, মাষ্টার ম'শায় মারেন; ছোটকাকাবাবু না এলে আমার পড়া মুখস্থ হবে না। বল না বাবা, কখন্ আস্‌বে?

যোগেশ। রাত্রে আস্‌বে।

যাদব। বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি, তুলে দিও; আমি তা নইলে রাত্রে কেঁদে উঠি। আমার ভয় করে বাবা, ও বাবা, কাঁদ্‌ছো কেন বাবা?

জ্ঞানদা। ও যেদো, তোর কাকীমা এসেছে রে!

যাদব। ছোটকাকাবাবু?

জ্ঞানদা। সে রাত্রে আস্‌বে।

যাদব। আমি আজ শোব না মা, আমি দেখ্‌বো মা!

জ্ঞানদা। তা দেখিস্, তোর কাকীমার সঙ্গে খাবি' যা।

যাদব। কাকীমা কাকীমা—

যাদবের প্রস্থান

যোগেশ। মেজবৌমা এসেছেন?

জ্ঞানদা। হাঁ, তোমার গুণধর ভাই মাকে খবর দিতে পাঠিয়েছেন। মতলব ক'রেছেন, মাকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরপোর ঠেঁয়ে কি সই করিয়ে নেবেন।

যোগেশ। এই কথা বল্‌তে এসেছেন, ওঁকেও কি বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে তৈয়ের ক'রেছে নাকি?

জ্ঞানদা। রাম রাম, এমন কথা মুখে আন? চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তবু মেজবৌয়ে কলঙ্ক নেই। ঠাকুরপোর জন্য ও তিনদিন খায় নি। ছেলেমানুষ, বুঝিয়েছে ঠাকুরপো আস্‌বে—আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ব'ল্‌তে এসেছে।

যোগেশ। তুমি জান না, জান না, ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে।

জ্ঞানদা। ছি! অমন কথা মুখে আন? আবার সকালে সুরু ক'রেছ নাকি?

যোগেশ। উঃ! সব ভুল্‌তে পার্‌ছি, সুরেশটাকে ভুল্‌তে পার্‌ছি নি!

জ্ঞানদা। তা সুরেশের একটা উপায় কর।

যোগেশ। কি উপায় ক'র্‌বো ? আমা হ'তে কোন উপায় হবে না। পীতাম্বর আছে, যা জানে করুক।

জ্ঞানদা। ছি ছি! কি হ'লে ?

যোগেশ। কি হ'য়েছি, আগাগোড়াই তো জান।

জ্ঞানদা। ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা!

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গরাণহাটার মোড়—শুঁড়ির দোকানের সম্মুখ

ব্যাপারীদ্বয়

১ম ব্যাপারী। এমন মানুষটা এমন হ'য়ে গেল?

২য় ব্যাপারী। ম'শয়, টাকার শোক বড় শোক! পুত্রশোক নিবারণ হয়, টাকার শোক যায় না।

১ম ব্যাপারী। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, পীতাম্বর যা ব'ল্লে সত্যি—মদ খাইয়ে লিখে নিয়েছে? না আমাদের ঠকাবার জন্য সাজস ক'রে এইটে ক'রেছে?

২য় ব্যাপারী। কি বল্‌বো মশয়, সাজসও হ'তে পারে, মদেরও অসাধ্যি কাজ নাই। রমেশবাবু কা'ল এসেছিলেন, আমার পাওনাটা কিনে নিতে, আমায় কি না সর্ব্বেশ্বর সাবুথা পেয়েছেন? দশ হাজার টাকা পাওনা, পাঁচশো টাকায় বেচে ফেল্‌বো? ব্যাঙ্ক খুল্‌বে সন্ধান পেয়েছে, সব কিনে নিতে এসেছে; জুচ্চুরি মত্‌লবটা দেখ! ও সাজস, সাজস।

১ম ব্যাপারী। শুন্‌ছি, যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

২য় ব্যাপারী। সেও সাজস।

ব্যাঙ্কের দেওয়ানের প্রবেশ

দেও। ওহে, তোমরা যাও না, সকাল সকাল টাকাগুলো নিয়ে এস না।

১ম ব্যাপারী। আর ম'শয় যে হুজুকি দেখিয়েছিলেন।

দেও। আর ভয় নেই হে! আর ভয় নেই।

২য় ব্যাপারী। "আর ভয় নেই" ব'ল্লেই হ'ল, না বাতী জ্বালালেই হ'ল!

১ম ব্যাপারী। ম'শয়, আপনার তো যোগেশবাবুর সঙ্গে খুব আলাপ; শুন্‌ছি নাকি রমেশবাবু সব ফাঁকি দে লিখে প'ড়ে নিয়েছেন, এ সাজস, না, সত্যি?

দেও। সাজস না, সত্য, রমেশটা ভারী জোচ্চোর।

২য় ব্যাপারী। কি ক'রে জান্‌লেন ম'শয় ?

দেও। আমি তার পরদিনই যোগেশকে খবর দিতে যাই যে, ব্যাঙ্ক পেমেণ্ট ক'র্‌বে, তুমি কিছু বন্দোবস্ত ক'রো না। রমেশটা আমার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে দিলে না, ওর এই সব মতলব ছিল।

২য় ব্যাপারী। মদ খাইয়ে যেন লিখে নিয়েছে, রেজেষ্টারি হ'ল কি ক'রে ? ঠকানও বটে, সাজসও বটে ; উনি আমাদের ঠকাতে বেনামী ক'ত্তে গিয়েছেন, শোনেন নি যে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে, আর উনি সবাইকে ফাঁকি দেবেন মতলব ক'রেছেন। ব্যাপারীদ্বয় ও দেওয়ানের প্রস্থান

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন খাবেন, শুদ্ধ একবার ব্যাঙ্কে যাবেন আর একটা এফিডেবিট্ ক'রে আসবেন চলুন। আমি ব'ল্‌ছি আস্‌বার সময় চার কেশ মদ নিয়ে আসবেন !

যোগেশ। ব্যাঙ্কে আবার কি ক'ত্তে যাব ?

পীতা। চেক্‌বইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন কি না ; একখানা চেক্‌বই নিয়ে আসবেন, আমাদের দেবে না। আর রমেশবাবুর নামে যে টাকা জমা দেবার অ্যাডভাইস ক'রেছিলেন, সেইটে ক্যান্‌সেল্ ক'রে আসবেন। আর হাজার দু'চার টাকার একখানা চেক কেটে দেবেন ; দেখি যদি জেলে কিছু সুবিধে ক'ত্তে পারি।

যোগেশ। কিছু সুবিধা ক'ত্তে পার্‌বে ? ঐটে হ'লে আমি আর কিছু ভাবি নি, সুরেশটাকে ভুল্‌তে পার্‌ছি নি ! পীতাম্বর, তা নইলে আর আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতেম না, ও ছেলেবেলা থেকে আমা বৈ আর জানে না। কত মেরেছি ধ'রেছি, কখনও একবার মুখ তুলে চায় নি। আহা ! কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘটলো ! কারে দুষ্‌ছি, আমারই বা কি ? গাড়ী আন, ওখানে ব্যাপারীরা র'য়েছে, আমি যাব না।

পীতা। আচ্ছা, এ গাড়ীরই বা কি হ'য়েছে, একখানা গাড়ী নেই ? বোধ হয় সব খড়দায় বেরিয়ে গিয়েছে ; আপনি এইখানে দাঁড়ান, আমি গাড়ী ক'রে নিয়ে আসছি।

শিবনাথের প্রবেশ

শিব। পীতাম্বরবাবু, শুনেছি নাকি জেলে ঘুস্ দিলে খাটা বন্ধ হয় ?

পীতা। আপনি কে ?

শিব। আমি সেই শিবনাথ। যাকে সুরেশ বাঁচিয়েছিল, আমি হাজার টাকা নিয়ে দু'দিন জেলের দোরে ফিরেছি ; কাকে দিতে হয় জানি নি, আপনি যদি এই টাকা নিয়ে ঘুস্ দিতে পারেন।

পীতা। বাপু, তুমি চিরজীবী হও। তোমার টাকা দেবার দরকার নাই, আমি দেখ্‌ছি।

শিব। না পীতাম্বর বাবু, আপনি নিন্, আমি মার ঠেঁয়ে চেয়ে এনেছি, মা ইচ্ছা ক'রে দিয়েছেন।

শিবনাথ ও পীতাম্বরের প্রস্থান

ব্যাপারীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ

২য় ব্যাপারী। এই যে যোগেশবাবু! লুকুবেন না—লুকুবেন না, আমরা দেখেছি! খুব কৌশলটা শিখেছেন বটে! এমন জুচ্চুরিটে ক'র্‌ত্তে হয় ? ঘর থেকে মাল দিয়ে আমরা চোর ? আপনি রইলেন বাড়ীতে দোর দিয়ে, ভাইকে আমাদের ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের হক্কের টাকা ডোব্বার নয়, কারুর তো জুচ্চুরি ক'রে নিই নি।

ব্যাপারীদ্বয়ের প্রস্থান

যোগেশ। এই অদৃষ্টে ছিল! রাস্তায় গালাগালগুলো দিয়ে গেল! ওদেরই বা দোষ কি ? জুচ্চুরি ক'রেছি ; দূর হ'ক, আর মুখ দেখাবো না, চলে যাই।

একজন ইতর স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গীত

মা, তোমার এ কোন দেশী বিচার।
আমি কেঁদে বেড়াই পথে পথে, দেখা দাও না একটি বার॥
মদ খেয়ে বেড়াস্ খেয়ে, কে জানে কেমন মেয়ে,
কোলের ছেলে দেখ্‌লিনি চেয়ে,
আমিও মাত্‌বো মদে মা ব'লে ডাক্‌বো না আর।

স্ত্রী। কি ইয়ার, আড় নয়নে চাচ্ছ' যে? এক গ্লাস মদ খাওয়াবে?

যোগেশ। যা যা, সরে যা, দেক্ করিস্ নি।

স্ত্রী। স'রে যাব? কেন বল দেখি? জোর! জোর না কি? বটে, ঢের দেখেছি—জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি? থাক, আমি চ'ল্লেম।

যোগেশ। ধিক্ আমায়! এ ছোটলোক মাগীও জেনেছে, এও আমায় জোচ্চোর ব'লে গেল! আর কারুর মুখ চাবনা, যার যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে! সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি ক'রবো? আমি যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না সে জেলে গিয়েছে, আমার দোষ? যাক্—কে কার জন্য মরে, কে কার জন্য বাঁচে? যে মরে মরুক্, আমার আর পেছু ফেরবার দরকার নাই। যে পথে চ'লেছি সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই শুঁড়ীর দোকান! কিসের লজ্জা? টাকা তো সঙ্গে নেই—বাঃ, এই যে ঘড়ী, ঘড়ীর চেন র'য়েছে! (দোকানে প্রবেশ পূর্ব্বক) ভাই, এই ঘড়ী, ঘড়ীর চেন রেখে এক বোতল ব্রাণ্ডী দাও তো, বিকেল বেলা ছাড়িয়ে নে যাব।

শুঁড়ি। আমাদের সে দোকান না, আমরা জিনিস বাঁধা রেখে দিই নি।

যোগেশ। দাও ভাই দাও, নিদেন আধ বোতল দাও।

শুঁড়ি। দাও হে একটা ব্রাণ্ডী দাও। ম'শায়, নগদ খাবার বেলা অন্য দোকানে যান, আর ঝুঁকির বেলায় আমার হেথা? নিন, ভদ্রলোক—চাচ্চেন, ফেরাব না, পেছনে বেঞ্চি আছে, ব'সে খান গে।

যোগেশের প্রস্থান

ওরে মস্ত খদ্দেরটা, দু'পয়সার চাট কিনে দিগে যা, তামাক টামাক যা চায়, দিস্।

মাতালগণের মদ খাইতে খাইতে

গীত

রাণী মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পাবে পয়সা নেবে না।
ঠোঙ্গা ক'রে শাল পাতাতে, চাট দেবে হাতে হাতে,
তেলমাখা মটরভাজা মোলাম বেদানা॥

রাস্তায় পীতাম্বরের প্রবেশ

পীতা। কই ছাই গাড়ী তো পেলেম না! বাবু কোথায় গেলেন? শুঁড়ির দোকানে ঢুক্‌লেন নাকি? কৈ না, হেথা তো নেই, বাড়ী চ'লে গেছেন।

শুঁড়ি। ম'শায় যান কেন? ভাল মাল আছে, যা চান, তাই আছে।

পীতা। দুর্গা দুর্গা!

পীতাম্বরের প্রস্থান

১ম মাতাল। আয় আবার গাই আয়—আবার গাই আয়।

২য় মাতাল। বেশ! বেশ! খুব আমোদ হ'বে।

গীত

চুচ্চুরে হ'য়ে মদে　　　এলোচুলে কোমর বেঁধে,
হর্ ঘড়ী তামাক দেয় সেজে,—

(যোগেশের প্রবেশ ও মাতালগণের সহিত নৃত্য)

বাপের বেটী মুদীর মেয়ে　　　ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে
নাচ গাও যত পার তার কি ঠিকানা।
মুদিনীর এমনি কেতা　　　পড়ে থাক যেথা সেথা
জমাদার পাহারা'লার নাইক নিশানা॥

পীতাম্বরের পুনঃ প্রবেশ

পীতা। কি সর্ব্বনাশ! এও দেখ্‌তে হ'ল! হাড়ী বাগ্দীদের সঙ্গে বাবু নাচ্চেন। বাবু, বাবু, কি ক'চ্ছেন? আসুন।

যোগেশ। পীতাম্বর, পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না—

পীতা। ওরে মুটে, তোদের আট আট আনা পয়সা দেব, ধ'রে নিয়ে আসতে পারিস্?

মুটে। নেই বাবু, হামি লোক পারবে না, মাতোয়ালা হয়া।

পীতা। ওহে, তোমরা দু'জন লোক দাও ভাই, বড়মানুষ লোকটা বে-ইজ্জত হয়, আমি তোমাদের পাঁচ টাকা দেব।

শুঁড়ী। ও সেধো, যা তো, তোতে আর গঙ্গাতে নিয়ে যা!

যোগেশ। নাচ, নাচ, নাচ ; ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না।

১ম লোক। চলুন বাবু চলুন, খুব আমোদ হবে এখন।

যোগেশ। আয় আয়, তোরা আয়, খুব মদ খাব এখন।

মাতালগণ। আয় আয়, বাবু ডাক্‌ছে আয়, খুব মদ খাওয়া যাবে।

যোগেশ, পীতাম্বর ও মাতালগণের প্রস্থান

দোকানের মধ্যে জনৈক মাতাল। ওহে, আর একটা ব্র্যাণ্ডী নিয়ে এস।

শুঁড়ী। যাচ্ছি বাবু। প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

জ্ঞানদার বাড়ীর উঠান

জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল

জ্ঞানদা। মধুসূদনের ইচ্ছেয় আজ সকালটা মানুষের মতন আছেন, পীতাম্বরের সঙ্গে বেরুলেন, আবার কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌বেন ব'ল্‌ছেন। যদি এই ছাই না খান, তা হ'লে কি ওঁর তুল্য মানুষ আছে!

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি খেতে দাও কেন দিদি?

জ্ঞানদা। আমি কি ক'র্‌বো বোন্‌, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ির দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত হ'চ্ছে, যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তা হ'লে ঘরে ঘরে আশীর্ব্বাদ করে আর লোকের ভাতার-পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, কোম্পানী কেন দিক না।

জ্ঞানদা। ও বোন, তোমার আমার কথায় কি তুলে দেবে? শুনেছি শুঁড়ি পোড়ারমুখোরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়, অত টাকা কি ছাড়্‌বে বোন্‌?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, আমরা যদি টাকা দিই, তুলে দেয় না?

জ্ঞানদা। পাগল, কত টাকা দেব বোন্‌?

প্রফুল্ল। কেন দিদি, তুমি বলতো গয়না বেচে দিই! একশো দু'শো টাকায় হবে না?

জগমণির প্রবেশ

জগ। কি গো মায়েরা, কি হ'চ্ছে গো?

প্রফুল্ল। তুমি কে গো?

জগ। আমায় চেন না বাছা? আমি যে তোমাদের খুড়ী হই। আহা, বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রফুল্ল। ও দিদি, কে এসেছে দেখ গো, ও দিদি—কে গো!

জ্ঞানদা। কেগা তুমি ? তোমার কেমন আক্কেল গা, পুরুষমানুষ মেয়ে সেজে বাড়ীর ভেতর এসেছ ? ভাল চাও তো স'রে যাও।

জগ। সে কি বাছা, আমি তোমাদের খুড়ী হই।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ গা বাছা, তুমি কে গা ?

জগ। আমার বাছা বাড়ী এইখানে। আহা, তোমাদের সোণার সংসার ছারখারে গেল, তাই দেখ্‌তে এলুম। বলি মা'রা কেমন আছেন, বাবা কেমন আছেন ?

প্রফুল্ল। ও দিদি, এ ডা'ন। তুমি স'রে এস !

জ্ঞানদা। না বাছা, আর এক সময় এস, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি।

জগ। মা, বাড়ী এসেছি, এমন ক'রে বিদেয় ক'ত্তে আছে কি ? আহা সুরেশ আমায় জান্‌তো, আমার বাড়ীতে যেতো, কত আবদার ক'র্‌ত। আহা, বাছা আমার কোথায় রইলো !

জ্ঞানদা। ও বাছা, চুপ কর, চুপ কর, ঠাকৃরুণ শুনবে।

জগ। চুপ কর্‌বো কি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। অমন ডবকা ছেলে তা'র কপালে এই হ'ল !

জ্ঞানদা। ও বাছা, ক্ষমা দাও।

প্রফুল্ল। ও দিদি—ও দিদি, ওকে তাড়িয়ে দাও।

জগ। হ্যাঁ বাছা, সুরেশের কি ক'র্‌লে ? বাছাকে আন্‌তে পাঠালে না ? তোমরা পেটে অন্ন দিচ্ছ কেমন করে ? বাছা জেলে র'য়েছে, আর তোমরা নিশ্চিন্ত র'য়েছ ?

জ্ঞানদা। র'য়েছি, র'য়েছি—বাছা তুমি বেরোও, দাঁড়িয়ে রইলে যে, তুমি কেমন মানুষ ?

জগ। আহা, সুরেশ রে !

জ্ঞানদা। বেরুবে তো বেরোও, নইলে অপমান হবে,—ঝি—ঝি, মাগীকে তাড়িয়ে দে ত।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। কি বড়বৌমা, কি বড়বৌমা ?

জগ। কে, দিদি ? আমায় চিন্‌তে পারবে না, সুরেশ আমায় খুড়ী, খুড়ী ব'ল্‌তো।

জ্ঞানদা। তা বল্‌'তো বল্‌'তো, দূর হবি ত হ' ; ঝি মাগী কোথায় গেল, দূর ক'রে দিক না গা !

উমা। ছি মা ছি, দুর্ব্বাক্য কারুকে ব'ল্‌তে নাই, মানুষ বাড়ীতে এসেছে। এস দিদি এস, মেজবৌমা, একখানা পিঁড়ে এনে দাও।

প্রফুল্ল। ও মা, ও ডা'ন। ওকে তাড়িয়ে দাও মা।

উমা। চুপ কর্‌ আবাগী, পিঁড়ে নিয়ে আয়। এস দিদি, এস !

জগ। আহা দিদি, আমারও বুক ফেটে যাচ্ছে ; তোমাদের সোণার সংসার কি হ'য়ে গেল !

উমা। আর দিদি, সব গোবিন্‌জীর ইচ্ছা ! আমার তো হাত নেই।

জগ। দিদি, তোমায় একটা কথা ব'লতে এসেছিলুম, নিরিবিলি বল্‌তুম।

জ্ঞানদা। (জনান্তিকে) ওগো বাছা, তোমায় আমি পাঁচ টাকা দেব, তুমি কোন কথা ব'লো না।

জগ। না, আমি কি সুরেশের কথা বলি ! আমি আর একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছিলুম। গিন্নীর সঙ্গে দেনা পাওয়া আছে, তাই ব'লতে এসেছিলুম। দিদি, শুনছো—একটা কথা ব'ল্‌তে এসেছিলুম।

উমা। তা বল না।

জগ। তুমি অন্যমনস্ক হ'চ্ছো।

উমা। আর বোন্‌, আমাতে কি আমি আছি ; সুরেশকে না দেখে আমি দানো পেয়ে রয়েছি।

জগ। আহা, তা বটেই তো, কোলের ছেলে !

জ্ঞানদা। তুমি কি কর ?

জগ। ভয় নেই মা ভয় নেই। দিদি, নিরিবিলি ব'লবো, বৌমাদের যেতে বল !

জ্ঞানদা। কেন গা, আমরা রইলেমই বা।

জগ। না বাছা, সে একটা গোপন কথা।

উমা। বৌমা এসতো গা, কি ব'ল্‌ছে শুনি !

প্রফুল্ল। ও দিদি, তুমি যেয়ো না, এ মাগী ডা'ন; মাকে খাবে!

জ্ঞানদা। ব'ল্‌ছে কিছু মিছে না, মাগী যেন রাক্ষসী!

প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার অন্তরালে অবস্থান

উমা। দাঁড়িয়ে রৈলে কেন গা? তোমরা এস, একটা কি ব'ল্‌বে মানুষটা, শুনে যাই।

জ্ঞানদা। আয় মেজবৌ, মধুসূদনের মনে যা আছে হবে।

প্রফুল্ল। দিদি, লুকিয়ে থাকি এস, মাগী মাকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

জগ। আমি তো দিদি বড় মুস্কিলে প'ড়েছি। সুরেশ মাঝে মাঝে এর চুরি ক'রত, ওর চুরি ক'রত, আমি কি ক'রবো, চৌকিদারকে ঘুষ দিয়ে, জমাদারকে ঘুষ দিয়ে, কত রকম ক'রে বাঁচিয়ে বেড়াতাম; এই ক'রে প্রায় শ'প'াচেক টাকা খরচ ক'রে ফেলেছি।

উমা। বল কি গো, বল কি! সুরেশ চুরি ক'রে বেড়াতো? বাবা তো আমার তেমন নয়।

জগ। ও দিদি, সঙ্গগুণে হয়; ঐ যে শিবে ব'লে একটি ছোঁড়া, সেই সব শিখিয়েছে!

উমা। তারপর, তারপর?

জগ। আমি দিদি, এ টাকার কথা ধরি নি; কিন্তু কর্ত্তা, সে পুরুষমানুষ বড় টাকার মায়া; আমায় ধমক ধামক ক'রে ব'লে, "টাকা কি ক'রেছিস্?" আমি ভয়ে ব'লে ফেল্লেম, "সুরেশকে দিয়েছি।" এই সুরেশের ঠেঁয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে নিয়েছে! আমি দিদি, এদ্দিন টেলে রেখেছিলুম, আর তো টাল্‌তে পারিনি। সে বলে, "নালিস ক'র্‌বো।" বলে, "কেন? ওর ভায়েরা রয়েছে, টাকা দেবে না কেন?" কি ক'র্‌বো দিদি, বড় দায়ে প'ড়ে এসেছি।

অন্তরালে জ্ঞানদা। এত কথা কি হ'চ্ছে?

অন্তরালে প্রফুল্ল। মাগী মন্তর প'ড়ছে, ঐ দেখ না চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে!

উমা। দেখ বোন্, তুমি আর দিন-কতক রাখ, আমি সুরেশের দেনা এক কড়া রাখবো না, যেমন ক'রে পারি শোধ দেব। আমি বড় বিপদে পড়েছি গোবিন্‌জীর ইচ্ছায় শুন্‌ছি, একটু হিল্লে লাগ্‌ছে; একটা কিছু সুবিধা হ'লেই সুদ শুদ্ধ চুকিয়ে দেব, ওর ভায়েরা না দেয়, আমি যাদের ধার দিয়েছি, আদায় হ'লেই তোমায় ডেকে চুকিয়ে দেব।

জগ। কর্ত্তা তো আর রাখ্‌তে চায় না; সে বলে, "কেন, ওর মেজ-ভাই চুকিয়ে দিক না, ও একটা সই ক'র্‌লেই চুকে যায়।"

উমা। কিসের সই? আবার সই কিসের!

জগ। কে জানে বোন্, রমেশবাবু নাকি ব'লেছে।

উমা। না বোন্ আর সই-ট'য়ে কাজ নাই, আমি সবই চুকিয়ে দেব; বেটা তো নয়, আমার পেটের কণ্টক! কি একটা সই ক'রে নিয়ে আমার যোগেশকে উন্মাদ ক'রেছে। সুরেশ ফিরে আসুক, কত টাকা শুনি, হিসেব ক'রে সব চুকিয়ে দেব।

জগ। দিদি, সে কথাও ব'ল্‌তে এসেছি অমন ডব্‌কা ছেলে, এখনও দশ দিন রয়েছে।

উমা। দশ দিন নয় বোন্, চিঠি লিখেছে, পরশু দিন আসবে।

জগ। কে চিঠি লিখেছে গো?

উমা। পীতাম্বরের ভাই নবদ্বীপ থেকে তাকে আনতে গিয়েছে।

জগ। নবদ্বীপ কি গো?

উমা। তবে কোথা গিয়েছে?

জগ। ও মা, তুমি কিছু শোন নি? না বোন, ব'লবো না, আমায় বৌমায়েরা বারণ ক'রেছে।

উমা। তুমি বল, শীগ্‌গির বল, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে! সে কি নেই? সুরেশ কি আমার নেই?

জগ। নেই কেন, বালাই!—কর্ত্তা তো ঠিক ব'লেছে, আহা, মাগী জানে না, সেকেলে মানুষ, ভুলিয়ে রেখেছে।

উমা। কি, কি, আমায় বল—আমায় শীগগির বল?

জগ। ও বোন্, তুমি কারুর কথা শুনো না, তুমি তোমার মেজবেটার সঙ্গে চল। সুরেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সই ক'ত্তে বল্‌বে চল। যা হবার হবে, কারুর কথা শুন না ছেলে যদি বাঁচে, সব পাবে।

উমা। শীগগির বল, শীগগির বল, আমার সুরেশ কোথায়, শীগগির বল? আমার প্রাণ থাক্‌তে থাক্‌তে বল; বল, বল,—তোমার পায়ে পড়ি বল? দেখছো কি, আমার প্রাণ যায়,—বল, বল?

অন্তরালে প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কেমন ক'চ্ছে!

অন্তরালে জ্ঞানদা। ওরে তাই তো!

জ্ঞানদার ও প্রফুল্লর অন্তরাল হইতে প্রবেশ

জ্ঞানদা। মা, মা, অমন ক'চ্ছো কেন মা? তুমি চলে এস, দূর হ মাগী, দূর হ।

উমা। বল—বল, শীগগির বল, কেন স্ত্রী হত্যা দেখছো। তুমি সেকেলে মানুষ, স্ত্রীহত্যা ক'র না! বল দিদি বল, আমার প্রাণ রাখ, সুরেশের কি হ'য়েছে বল? আমার সুরেশকে পাব তো?

জগ। দিদি, কি ব'ল্‌বো বল, তার যে জেল হয়েছে; সে পাথর ভাঙ্গ্‌ছে।

উমা। অ্যাঁ! জেল হ'য়েছে?

জ্ঞানদা। না মা না, মিছে কথা, ও মাগী রাক্ষসী!—দূর হ!

উমা। অ্যাঁ! জেল হ'য়েছে? পাথর ভাঙ্গ্‌ছে? মধুসূদন! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞানদা। ও মা! কি হ'ল গো! কি সর্ব্বনাশ হ'ল! মা, মা, মিছে কথা, মা শোন মা,—দূর হ মাগী!

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হ'ল না, মাগী মূচ্ছো গেল,—কাল আবার আস্‌বো। মাগী যেন ন্যাকা, মূচ্ছো যাবার আর সময় পেলেন না! কাজের কথা শোন্, তবে তো মূচ্ছো যাবি।

জ্ঞানদা। বেয়ারা, বেয়ারা, মাগীকে গর্দ্দানা দে তাড়িয়ে দে তো।

জগ। দূর হোক্‌গে ছাই, মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না? সেইখানে গিয়ে ধরবো।

জগমণির প্রস্থান

প্রফুল্ল। ও মা, ওঠো মা, ওঠো!

উমা। আ মর্! ঘুমুচ্ছি, ঘুম ভাঙ্গাচ্ছিস্ কেন? গোল ক'চ্ছিস কেন? আমি উঠ্বো না।

প্রফুল্ল। ও দিদি, মা কি বলে গো!

জ্ঞানদা। মা, মা, কি ব'ল্ছো? মা, ওঠো মা!

উমা। যা পোড়ারমুখী, আমি এখন খাব না।

জ্ঞানদা। ও মা, কি ব'ল্ছো মা, ওঠো মা!

উমা। আ মর! ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে গিয়ে ব'ল্বো, এমন ঝিও সঙ্গে দিলে, আমায় ত্যক্ত ক'রে মার্লে।

জ্ঞানদা। হায়, হায়! মেজবৌ রে, সর্ব্বনাশ হ'ল! মা বুঝি ক্ষেপ্লা!

উমা। কৈ রে, সুরেশ আমার কৈ? সুরেশ রে—বাপ রে, তোকে কি আমি পাথর ভাঙ্গ্তে পেটে স্থান দিয়েছিলেম! বাবা রে, তুই কি আর ফিরবি! আর কি মা ব'ল্বি! তুই যে আমার হারানিধি! আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোকে পেয়েছি। আমার সেই সুরেশ, সুরেশ পাথর ভাঙ্গছে! ও মা বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞানদা। কি সর্ব্বনাশ! কি হবে! মেজবৌ, ঝিকে শীগ্গির পাঠিয়ে দে, ডাক্তারকে আসুক।

প্রফুল্লর প্রস্থান

ওমা, ওঠো মা, অমন ক'চ্ছো কেন? মা, ওঠো মা, ঠাকুরপো আবার ফিরে আস্বে, তাকে পাথর ভাঙ্গতে হবে না; আমি টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি, তাকে পাথর ভাঙ্গতে হবে না; মা, মা, শুন্ছো মা? মা, মা!

উমা। হ্যাঁ মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না মা, আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিও না মা, আমি বাবা এলে যাব, আমি বাবাকে দেখে যাব।

জ্ঞানদা। ও মা, কাকে কি ব'ল্ছো? আমি যে তোমার বড়বৌ।

উমা। ওহো-হো-হো! কি হ'ল, কি হ'ল। বাপ রে, সুরেশ রে! ও বাবা, তোমায় ধ'রে রেখেছে বাবা? বাবা, তাই আস্তে পার্ছ না বাবা?

তুমি যে মা নইলে থাক্‌তে পার না। আহা হা হা! কি হ'ল, কি হ'ল। বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়। (মূর্চ্ছা)

নেপথ্যে যোগেশ। পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না, আমোদ হবে না, (সুরে)—"রাণী মুদিনীর গলি"—

যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচবো! এই যে বড়বৌ, ও প'ড়ে কে, মা? তুলছো কেন, তুলছো কেন? ঘুমুক; হয় মদ খাও, নয় ঘু'মও, ব্যস্! বড়বৌ, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর মদ খাও—

পীতা। বড় মা, এ কি গো?

জ্ঞানদা। আর কি বল্‌বো বাছা, সর্ব্বনাশ হয়েছে! এক মাগী এসে মাকে খবর দিয়েছে।

যোগেশ। পীতাম্বর, পীতাম্বর, মদ নিয়ে এস, খুব সর্‌গরম হ'ক; খেয়ে প'ড়ে থাকি।

পীতা। বাবু, একেবারে উচ্ছন্ন গেলে? গিন্নী মা যে মূর্চ্ছা গিয়েছেন, দেখছো না?

যোগেশ। তোর কি? তুই কেন মূর্চ্ছো যা না।

পীতা। না, মাত্‌লামো ক'র্‌বেন না। বড় মা ধরুন, গিন্নীমাকে বিছেনায় নিয়ে যাই। গিন্নীমা, গিন্নীমা—

উমা। কে রে রূপো? ঠাকৃরুণ এ দিকে আস্‌ছেন নাকি? রান্নাঘরে যাই, রান্নাঘরে যাই—

উমাসুন্দরী ও তৎপশ্চাৎ জ্ঞানদার প্রস্থান

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, ও পীতাম্বর—এদিকে এস, এখুনি আছাড় খেয়ে পড়্‌বে।

পীতাম্বরের গমনোদ্যোগ

যোগেশ। (পীতাম্বরের হাত ধরিয়া) কোথা যাস্ শালা? মেয়েদের পেছনে পেছনে কোথা যাচ্ছিস্?

পীতা। যান্ ম'শায়, মাত্লামীর সময় আছে।

যোগেশ। চোপ্রাও শূয়ার, আমি মাতাল? দেখ্, বাড়ীর ভেতর থেকে যা বল্‌ছি; ভাল চাস্ তো বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোও। শালা, অন্দরে ঢুকে মেয়েদের পেছনে ফির্‌ছো?

পীতা। বাবু, গিন্নিমা যে মরে।

যোগেশ। মরে মরুক, তোর বাবার কি?

নেপথ্যে জ্ঞানদা। ও পীতাম্বর, শীগ্‌গির এস—শীগ্‌গির এস।

পীতা। যাই মা যাই; যাচ্ছি বড় মা, এখানে এক আপদে ঠেকেছি।

যোগেশ। শালা তবু যাবি?

ইট লইয়া পীতাম্বরকে প্রহার

পীতা। ওরে বাপ্‌রে! খুন ক'রলে রে, খুন ক'র্‌লে রে!

প্রস্থান

যোগেশ। ধর্ শালাকে! চোর, চোর, চোর—

পশ্চাদ্ধাবন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবনাথের বাড়ীর ছাদ

সুরেশ ও শিবনাথ

সুরেশ। ভাই, শিবনাথ, তুমি আমার মাকে এইখানে নিয়ে এস, আমায় দেখ্‌তে পেলেই তাঁর বাই-রোগ সেরে যাবে, আমি তো এখন সেরেছি।

শিব। তা আন্‌ব হে, তুমি এতো মিনতি ক'র্‌ছো কেন? তোমায় যে বাঁচাতে পার্‌বো, এ আমার মনে ছিল না; তা হ'লে কি তোমার মাকে রমেশ বাবুর বাড়ী যেতে দিই? তুমি কিছু ভেবো না, মা রোজ দেখে আসেন; আর তোমাদের মেজবৌ যে যত্নটা ক'র্‌ছে, তোমায় আর কি বল্‌বো। মা বলেন, অমন বৌ কারুর হবে না।

সুরেশ। শিবনাথ, তোমার ঋণ আমি কখনও শুধ্‌তে পার্‌বো না—

শিব। তুমি ঐ কথা একশোবারই বল। তোমার ধার আমি কখনও শুধ্‌তে পার্‌বো না, তুমি আপনি জেলে গিয়ে আমার জেল বাঁচিয়েছ।

সুরেশ। ভাই শিবনাথ, তুমি বড়বৌর কোন খবর পেলে?

শিব। না ভাই, আমি সে খবর তো কিছুতেই পেলাম না; সে যে বাড়ী বেচে কোথায় গিয়ে আছে, আমি অ্যাডভার্‌টাইজ (advertise) ক'রে দিয়েছি, ডিটেক্‌টিভ পুলিশ (Detective Police)-কে টাকা দিয়ে খবর নিচ্ছি, আমি আপনি রোজ ঘুর্‌ছি, কিছুতেই কিছু সন্ধান ক'র্‌তে পার্‌ছি নি।

সুরেশ। তারা বোধ হয় বেঁচে নাই; দাদার কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে কথা আর তোমায় কি ব'ল্‌বো! রমেশ বাবু কতকগুলো মাতাল ঠেকিয়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মদ খাচ্ছেন, আর পথে পথে বেড়াচ্ছেন। আমি এত আন্‌বার চেষ্টা ক'রেছি, কিছুতেই বাগ ফেরাতে পারি নি।

সুরেশ। আমাদের সোণার সংসার ছারখার হ'ল। কি কুক্ষণেই মেজদাদা জন্মেছিলেন! দাদার এ দশা হবে, আমি স্বপ্নেও জানি নি। কখনও একটা মিথ্যা কথা বলেন নি, কখনও পরস্ত্রীর মুখ দেখেন নি। ভাই রে, যদি ব্যামোতে আমার মৃত্যু হ'ত, সেও ভাল ছিল; আমি বেঁচে উঠে দাদার এই দশা দেখতে হ'লো!

শিব। সুরেশ, কেন আক্ষেপ করছ, তুমি সব ফের পাবে; তুমি একটু ভাল ক'রে সেরে ওঠো, আমি টাকা খরচ ক'রে মকর্দ্দমা ক'র্‌বো। তোমার মেজদা'র জোচ্চুরি আমি বার ক'রে দিচ্ছি। মা ব'লেছেন, বাড়ী বেচতে হয়, সেও কবুল, তবু যাতে তোমার মেজদাদা জব্দ হয়, তা ক'রবেন।

সুরেশ। হ্যাঁ হে, পীতাম্বরের কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে চিঠি লিখেছে শীগ্‌গির আসবে, বড্ড কাহিল আছে, একটু সারলেই আস্‌বে; অমন লোক হবে না। তোমার দাদা মাথায় ইট মেরেছিল, জ্বরে কাঁপছে, আমি এত বারণ ক'রলেম, তবু তোমার খালাসের দিন আমার সঙ্গে গেল। আহা বেচারা রাস্তায় ভিরমি গেল, আমি এক বিপদে প'ড়লেম; এ দিকে তোমায় নিয়ে সাম্‌লাব, না তাকে নিয়ে সাম্‌লাব!

সুরেশ আমার সে সব কিছুই মনে নাই।

শিব। তুমি তিন মাস অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছ, কি ক'রে জান্‌বে।

সুরেশ। দেখ, তিন মাস যে কোথা দে কেটেছে—ভাই, আমার কিছুই মনে নাই। আমার স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়, কে আমায় জেল থেকে নিয়ে এল; তার পর জ্ঞান হ'য়ে দেখি, তোমার মা কাছে ব'সে, তুমি কাছে ব'সে। ভাই শিবনাথ, আমি জেলে যাবার সময় একবার কোল দিয়েছিলে, আজ একবার কোল দাও; তোমার মত বন্ধু আমার যেন জন্ম জন্মান্তরে হয়।

শিব। সুরেশ আমরা বন্ধু নই; মা বলেন, তোরা দু'ভাই! আমার মায়ের পেটের ভাই নাই, তুমি আমার ভাই; আমার পুলিসের কথা মনে পড়্‌লে এখন গা কাঁপে! তুমি আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমায় বাঁচিয়েচ। ভাই সুরেশ, আমি তোমার উপদেশ শুনেছি, আমি শুধ্‌রেছি, আমি আর কুসঙ্গে মিশি নি।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। স্থরেশ বাবু, স্থরেশ বাবু, তোমার গুণধর ভাই জিজ্ঞাসা ক'রছিল, স্থরেশ কেমন আছে? আমি ব'ল্লেম, ম'রে গেছে, যে খুসী! পথে আবার কাঙ্গালে বেটা ধ'রেছে, তাকেও ব'লেছি, তুমি ম'রেছ। সে বেটা বিশ্বাস ক'রেছে। তার মাগ বেটী—বেটীই বল আর ব্যাটাই বল, মাথা চাল্‌তে লাগলো। অমন চেহারা কখন দেখি নি বাবা। মন্‌ষ্টার অব আগলিনেস্ (Monster of ugliness)! শিববাবু, তোমার ফ্রেণ্ডকে একটু একটু বেড়াতে বল।

শিব। বেড়াচ্ছে তো, রোজই একটু একটু ছাদে পাইচারি ক'রছে।

ডাক্তার। একটুর কর্ম্ম নয়; সেরে গিয়েছে তো, সকাল বিকেলে খানিক খানিক বেড়িয়ে আস্‌বে। চল, তিনজনে খানিক বেড়িয়ে আসি।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাঙ্গালীর কম্পাউণ্ডিং রুম

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি

কাঙ্গালী। এখন নিশ্চিন্ত, রামরাজ্য ভোগ করুন্। কেমন বাবু, ব'লেছিলেম, ও অকালকুষ্মাণ্ড পীতাম্বর, ও ঘোর আহাম্মক, ওকে আপনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন; পাঁচহাজার টাকাও লাগলো না; দু'হাজার টাকাতেই ফৌজদারীতে গ্রেপ্তার ক'রে দিলেম। এখন যাক, তারপর মকর্দ্দমা যা হয় হবে। ওর জাস্‌তুতো ভাইটে বড় ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়। যখন টেনে নিয়ে যায়, সে যে তামাসা। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বাঁচি নি।

রমেশ। কি রকম, কি রকম ?

কাঙ্গালী। সেই তো আপনার দাদা মেরেছিল; বেটা এম্‌নি পাজী, বিছানায় প'ড়ে, জর,—তবু সুরেশের খালাসের দিন গাড়ী ক'রে চল্ল।

রমেশ। তা তো শুনেছি, তার পর ?

কাঙ্গালী। সুরেশ ও মুদ্দোর, ও-ও মুদ্দোর, কে কাকে দেখে, ও বেটা তো গাড়ীর ভেতর ভির্‌মি গেল, সুরেশও ভির্‌মি যায় যায়—

রমেশ। সেই দিনেই ল্যাঠা মিটতো, চৌরঙ্গীর মাঠ না পেরুতে পেরুতে মারা যেতো, কোথেকে শিবে বেটা জুটলো।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ, ঐ এক বেটা চামার। বেটা দু'জনকে মুখে জল দিয়ে বাতাস ক'রে, বাড়ী নিয়ে গেল।

জগ। হুঁ হুঁ, আমি তো বলেছিলাম—যে, শিবেকে চটাস নি, হাতে রাখ, তা হ'লে তো এ কাজ হয় না। সুরেশটা হাসপাতালে প'চতো। সকলকে হাতে রাখা ভাল, সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা ভাল। ঐ যে তুই মদনকে পাগল ব'লে অগ্রাহ্য ক'রেছিলি, কত বড় কাজটা পেলি বল্ দেখি ? পাগল ব'ল্‌লে হয় না, দলিলের বাক্স তুই চুরি ক'র্ত্তে পার্‌তিস্, না আমি পারতুম ? বড়বৌটা যে খাণ্ডারণী, তোকে জায়গা দিত, না আমায় জায়গা দিত ?

কাঙ্গালী। পাগলাটা খুব হুঁসিয়ার, কেমন সন্ধান ক'রে ক'রে, সিন্ধুক ভেঙ্গে নিয়ে এসেছে।

জগ। রোজ কেন ওর কাছে যেতেম, এও বোঝ। রমেশবাবু, তুমি উকীলই হও আর যেই হও, আমার বুদ্ধি একটু একটু নিও। বেটা ছেলে, ভয়েই সারা হও, মিছে ডিক্রী ক'রে যদি তোমার দাদাকে না ধর, তা না হ'লে কি তোমাদের বৌ হাজার টাকায় বাড়ী বেচে? গেছলো গেছলো দলিল চুরি, রেজেষ্টারী আপিসে তো নকল পেতো।

রমেশ। বাবা! তুমি মেয়ে নও, পুরুষের কাণ কাটো! মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী ক'রে দাদাকে ওয়ারিণ ধরান, আমার বুদ্ধিতে আস্‌তো না, বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ'ত না। যদি ফল্‌স্‌ পারসনিফিকেশন (false personification)-এর চার্জ্জ আন্‌তো, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হ'ত।

জগ। চার্জ্জ আন্‌লেই হ'ল? তবে পয়সা খরচ ক'রে মাতাল লাগিয়েছ কি ক'ত্তে? পয়সা খরচ ক'রে মদ দিচ্ছ কি ক'ত্তে? দিনে রেতে চোখ চাইতে পার্‌লে তো আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে, তবে তো চার্জ্জ আন্‌বে।

রমেশ। আচ্ছা, বড়বৌ বাড়ী বেচে টাকা দেবে, কি ক'রে ঠাওর পেলে?

জগ। আমরা সব এক আঁচড়ে মানুষ চিনি; ওরা সব পতিপ্রাণা, পতিপ্রাণা!

কাঙ্গালী। বাড়ীটের খুব দর হ'য়েছিল; যদি দলিলগুলো হাত না হ'ত ফ্যাসাদে ফেলেছিল; হাতে কতক টাকা পেতো। তোমাদের বড়বৌ যে দস্যি; স্বচ্ছন্দে মকর্দ্দমা চালাতো। আপনার ঠেঁয়ে দলিল দেখে খদ্দের বেটা ভারি দম্‌ খেয়ে গেল।

জগ। তা নইলে বাড়ী হাজার টাকায় বাগাতে পার্‌তেন না; পাগ্‌লাকে দিয়ে তো দলিল আনিয়েছি, আরও কি কাজ করি দেখ। বড়বৌ মনে ক'রেছে; চোরে চুরি করেছে, পাগ্‌লার পেটে পেটে এত, তা ধ'ত্তে পারে নি। এখনও আন্দাজ হয়; মাগীর হাতে দু'তিনশো টাকা আছে, আর মদে খরচ ক'রো না, মদ বন্ধ ক'রে দাও, ঘরের টাকায় টান পড়ুক। ব্যাঙ্কের টাকা তো আটক হ'য়েছে?

রমেশ। সে আমি এড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেল (Administrator General-এর) হাতে দিয়েছি, ব্যাপারীর টাকা পেমেণ্ট ক'রে বাকী টাকা হাতে নিয়েছে, সে এখন বিশ বাঁও জলে! পীতাম্বর যখন ধরা পড়েছে, আর কিছু ভাবিনি।

জগ। হ্যাঁগা, ও সাহেবটাকে হাত ক'র্‌লে কি ক'রে?

রমেশ। ওরা তো তাই চায়, আসতে কাটে, যেতে কাটে। দরখাস্ত ক'র্‌লেম, আমাদের যৌথ টাকা, একজন মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে, পীতাম্বর আপত্তি ক'রেছিল।

কাঙ্গালী। আর ধরাই প'ড়ে গেল, কে বা আপত্তি করে, 'চাচা আপন বাঁচা'; তবে ও টাকার বড় কিছু পাওয়া যাবে না, একবার এড্‌মিনিষ্ট্রেটার (Administrntor)-এর গর্ভে গেলে আর কিছু বা'র হয় না।

রমেশ। তা কি করবো, সব দিক সাম্‌লান ভার। ও টাকার আর তেমন লোভ ক'র্‌লুম না, শেষে যা হয় দেখা যাবে; এখন নগদ টাকা হাতে প'ড়লে মকর্দ্দমা চ'ল্‌তো, শুধু আমার ভয় পীতাম্বর বেটাকে।

কাঙ্গালী। সে ভয় ক'র্‌বেন না, সে ভয় কর্‌বেন না। বেটাকে যখন ফৌজদারীতে ধর্‌লে, তখন বেটা মরণাপন্ন। ঐ শিবে বেটা ডাক্তার এনে আপত্তি ক'র্‌লে যে, পথে মারা যাবে। ওর জাস্‌তুতো ভাই, দেখ্‌লেম ভারি ভদ্রলোক, হেড কষ্টেবলকে টাকা গুঁজে ব'ল্লে যে, মারা যায়, আমার দায়, তুমি নিয়ে চল। চার্জ্জটি তো যে সে দেয়নি!

জগ। কি মকর্দ্দমাটা, আমায় তো একদিনও বল্লিনি, এর ভাল মন্দ বুঝবো কি ক'রে! মনে করিস্‌ আমি মেয়েমানুষ, তোরা পুরুষ, ভারি বুদ্ধি তোদের! এই মাই দুটো কাটাতে পারতুম তো বুঝ্‌তুম, কোথায় কে পুরুষ, কার কত ছাতি। পোড়া ভগবান্‌ যে মেরেছে, কি ক'র্‌বো।

রমেশ। রূপসি, তুমি সব পার।

জগ। কি কেশ্‌ (case)-টা ক'রেছিস্‌ শুনি?

কাঙ্গালী। ঐ যে ছোট একখানা তালুক ক'রেছিল না? কিছু টাকা দিয়ে

এক বেটা ডোমকে আধমারা ক'রে ওর জাস্তুতো ভাই ফৌজদারি বাধিয়েছে যে, উনি নায়েবকে হুকুম দিয়ে মেরেছেন।

জগ। এই তো কাঁচিয়েছিস্, যাকে মেরেছে, সেই ওর হ'য়ে সাক্ষী দেবে ; ওর জাস্তুতো ভাই প্যাচে পড়্বে।

কাঙ্গালী। আরে, সে টাকার লোভে ইচ্ছে ক'রে মার্ খেয়েছে, ঠিক্ঠাক্ সাক্ষী দেবে। আর যে অবস্থায় তাকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে গেল, হয় তো পথেই মারা যাবে ।

জগ। বটে, বটে, মফঃস্বলের লোক এমন! আহা-হা-হা! তারাই সুখী, তারাই সুখী! আমিও এ বুদ্ধি ক'রেছিলুম ; কেমন বল্ পোড়ারমুখো, বলিনি যে, শিবেকে জব্দ ক'ত্তে চাস্, মাথায় লাঠি মেরে পুলিশে গে দাঁড়া, আপনি না পারিস্, আমি মার্ছি, তা তুই রাজি হ'লি কৈ ?

রমেশ। সুরেশের খবর কিছু শুনেছ ?

কাঙ্গালী। কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি ; যে ডাক্তারটা দেখছিল, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম, সে বল্লে, আজ তিন দিন ম'রেছে ; কিন্তু জগা বলে, আমার বিশ্বাস হয় না।

রমেশ। আমায়ও ডাক্তার বেটা ব'ল্লে, কিছু ভাব বুঝতে পার্ছি নি।

জগ। ও মিছে কথা, আমি ডাক্তার ব্যাটার মুখ দেখেই বুঝেছি। কারুকে বিশ্বাস ক'রে কোন কাজ কর্বে না। এখন ধর, ও বেঁচেই আছে। আমার আর একটা বুদ্ধি নাও—আজই হ'ক কালই হ'ক, আর দু'দিন বাদেই হ'ক, তোমাদের বড়বৌকে আর যেদোকে এনে বাড়ীতে পোরো।

কাঙ্গালী। কেন, তাদের এনে ফল কি ?

রমেশ। না না ঠিক বল্ছে, এখনও সব দিক মেটে নি, কেউ যদি বড়বৌকে হাত ক'রে মকর্দ্দমা চালায়, সে এক ফ্যাঁসাদ হবে!

জগ। আরও আছে, এই ডাক্তারখানা রয়েছে, এতে কোন্ ওষুধটা নেই ? বল, যদি কিছু কাজই হ'ল না, ডাক্তারখানা রেখে লাভ ?

রমেশ। ও কি কথা রূপসি !

জগ। ক্রমে বুঝবে, ক্রমে বুঝবে, আগে বাড়ী নিয়ে এস

রমেশ। তারা কোথা আছে? বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, তা তো সন্ধান ক'ত্তে পারি নি।

জগ। সে সন্ধান আমি ক'র্‌বো।

রমেশ। যাক্, পাঁচ কথায় কেটে গেল, একটা কাজের কথা হ'ক্—তোমার ভাগ্‌নেকে শিখিয়ে রেখো, কা'ল এসাইনমেণ্ট রেজেষ্টারি (assignment registry) ক'রে নেব, রেজেষ্টার যা ভারী বজ্জাত, সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেষ্টারি করে না, ভাল ক'রে শিখিয়ে রেখো।

কাঙ্গালী। আপনিই কেন শেখান না, সে এখানে রয়েছে।—ওরে ভজা

ভজহরির প্রবেশ

ভজ। মর্—ঘুমুতে দেবে না,—একটু যদি চোখ বুজেছি,—ভজা, ভজা, ভজা ভজা যেন ওর বাপের খান্‌সামা।

জগ। ভজহরি, বাবা! কা'ল তোমায় রেজেষ্টারি আপিসে যেতে হবে।

ভজ। কুচ পরোয়া নেই, যায়েঙ্গে।

রমেশ। যখন রেজেষ্টার জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি কি কাজ কর? তুমি ব'ল্‌বে, তুমি জমীদার, সপ্তচর পরগণা তোমার জমীদারী। নাম বল্‌বে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া।

ভজ। জমীদার মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া রায় বাহাদুর।

রমেশ। না না, রায় বাহাদুর ব'লো না।

ভজ। খালি জমীদারী দিয়া? কুচ পরোয়া নেই, আজ রাত্‌কা ওয়াস্তে রুপেয়া লেয়াও।

কাঙ্গালী। কাল একেবারে টাকা পাবি।

ভজ। মামা, আমায় কচি ছেলে পেলে নাকি? রোজ রোজ টাকা চাই, তবে এ কাজ হবে।

রমেশ। আচ্ছা, এই দু'টাকা নাও।

ভজ। কেয়া, জমীদারকা সাম্‌নে দো রোপেয়া নজর লে'আয়া? তা হ'চ্ছে না, নিদেন ষোলটা টাকা আজ রাত্রেই চাই! এই ধর না, পাঁটা একটা আড়াই টাকা, দু টাকার একটা মদ, আট টাকার কম একটা হিন্দুস্থানী

মেয়েমানুষ হবে এই তো ফুট্‌কড়াই হ'য়ে গেল। ষোলটা টাকা কর, আর মামা মামীকে যা দাও, তা আলাদা—তবে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া! তা নইলে বাবা যে ভজহরি, সেই ভজহরি! পোষাক, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, হীরের আংটী তো তোমায় দিতেই হবে, আমি খালি গোঁফে তা দিয়ে থাক্‌বো, বোধ হয়, এ থেকে এক ফোয়া আতর নিতে পারি।

রমেশ। আচ্ছা, চারটে টাকা নাও।

ভজ। চার টাকার মতনও কাজ আছে; রামেশ্বর বদ্দিনাথ সাজতে বল, দু'টাকাই বায়না নিচ্ছি। মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীদার, ষোল রোপেয়া নজর লে-আও।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, আটটা টাকা নে।

ভজ। বকো মৎ বেকুব, হাম নিদ যায়, জমীদারকা সাথ হড়বড়াতে হোঁ?

রমেশ। আচ্ছা আমার সঙ্গে এস, আমি ষোল টাকাই দিচ্ছি।

ভজ। এ তো বায়না, আসলের বন্দোবস্ত কি বলুন? আমি বেশী চাই নি, লক্ষ্ণৌয়ে পুঁটিয়া ব'লে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, সে বেটী টাকার জন্যে আমায় তাড়িয়েছে, শ-দুই টাকা নইলে ফের ঢুকতে পার্‌বো না, এই দুশো, রেল ভাড়া, আর আমায় কি দেবে?

রমেশ। আচ্ছা, তার জন্য আটক খাবে না।

ভজ। জমীদারীর চাল-চুল সব ঠিক পাবেন, মোচ্‌মে তা চড়ায়গা এসাই, পা-য় ফেলেঙ্গা এসাই, বাত করেগা হোঁ হোঁ, যেসাই বেকুবি মাঙ্গো—ওস্তাই বেকুবি হ্যায়। গান্ধেকা মাফিক কলম পাক্‌ড়েগা উল্টা, কাগজ উল্টাবি লেলেগা, জমীদার লোক যেসা বেকুব হোতা ওসাই বন্ যাগা, কুচ পরোয়া নেই, রূপেয়া লে'আও।

রমেশ। তোমায় যে গোটাকতক কথা শেখাব। (টাকা প্রদান)

ভজ। বাবু, আজ রাত্রে মদটা ভাঙটা খাবো, সব কথা কি মনে থাক্‌বে, কাল টাট্‌কা টাট্‌কা ব'লে দেবেন, কাজ ফতে ক'রে দেব,—ব্যস্।

ভজহরির প্রস্থান

রমেশ। এ ছোক্‌রা চালাক আছে।

কাঙ্গালী। তা খুব!

জগ। বাবা, আমাদের বন্দোবস্ত কি ক'ল্লে? একখানা বাড়ী আর দশহাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছ, সেটাও অমনি এক সঙ্গে সেরে ফেল্লে হয় না?

রমেশ। তার জন্য ভাবনা নেই, তার জন্য ভাবনা নেই, সে হবে—হবে।

রমেশের প্রস্থান

জগ। ষ্টুপিটকে এত দিন ধ'রে যে বল্‌ছি, বাড়ীখানা লিখে নে, হাতে থাকতে থাকতে কাজ গুছিয়ে নে, কাজ রফা হ'য়ে গেলে তোমার মুখে ঝাড়ু দিয়ে বিদায় ক'র্‌বে।

কাঙ্গালী। না, তার যো কি; আজ না হয় কা'ল, কদ্দিন ভাঁড়াবে?

জগ। আচ্ছা, দেখি আর দিন কতক, তোর বুদ্ধি শুনেই চলি; যদি ফাঁকি পড়ি, তোকেও ধরিয়ে দেব, ওকেও ধরিয়ে দেব, আমি বাদশাজাদীর সাক্ষী হব, তা না হয়, ক'জনেই জেলে যাব। খেটে মরবো, বুদ্ধি দেব আর ফাঁকে পড়বো,—সে বান্দা আমি নই; তুই ষ্টুপিট তখন দেখ্‌বি। ভজার ঘটে যা বুদ্ধি আছে, তোর তা নাই।

কাঙ্গালী। আরে ঠকাবে না, ঠকাবে না।

জগ। আমি তোমাদের দু'জনকে বাঁধিয়ে দেব, এই আমার কথা। বিধাতা মরে না, দেখতে পেলে তার মুখে আগুন জ্বেলে দিই! এমন গোঁয়ার মুখ্যুর সঙ্গে আমায় জুটিয়েছে! আমার কতক যুগ্যি রমেশ।

কাঙ্গালী। চল্ চল্, ক্ষিদে পেয়েছে।

জগ। পিণ্ডি খাবি যা, আমি চল্লুম মদনমোহনের বাড়ী, আজ শুনেছি কি ভাল দিন আছে, দেখি যদি বৌ-টা মদনমোহন দেখতে যায়, তা হ'লে পেছু পেছু গিয়ে বাসার সন্ধান করবো, নয় তো আবার কাল ভোরে গঙ্গার ঘাট খুঁজ্‌তে হবে।

কাঙ্গালী। আচ্ছা, ওদের খুঁজিস্ কেন? তারা যেখানে হয় থাকুক যা, তোর কি?

জগ। এ কাজটা চল্লিশ হাজার টাকার কাজ, তুই কি বুঝ্‌বি? আমি যা খুসি করি, তুই বকাস্‌নি।

কাঙ্গালী। যা মর্‌গে যা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ভগ্নগৃহ

যোগেশ ও জ্ঞানদা

যোগেশ। কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ? আমার সঙ্গে লুকোচুরি—কেমন ধরেছি? ভালমানুষের মতন চাবিটি বার ক'রে দাও, আজ দু'দিন আর বেটারা মদ খেতে দেয় না।

জ্ঞানদা। তুমি আবার কি ক'ত্তে এসেছ? ছেলেটা কি ক'রে উপোস ক'রে ম'রছে তাই দেখতে এসেছ?

যোগেশ। আমি কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে আসিনি, মদ ফুরিয়েছে, মদ চাই, টাকা বা'র ক'রে দাও, সুড় সুড় করে চ'লে যাচ্ছি। কারুর মুখ দেখতে চাইনি, কারুকে মুখ দেখাতে চাই নি, ঢুকুঢুকু মদ খেতে চাই, ব্যস।

জ্ঞানদা। তোমার একটু লজ্জা হয় না? মাগছেলে অন্নাভাবে মরে, যার বাড়ী ভাড়া, সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্যে তাড়িয়ে দেবে; বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল, তা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছ, আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ? ধিক্—তোমায় ধিক্!

যোগেশ। ধিক্ একবার—ধিক্ লাখবার! আমাকে ধিক্, তোমাকে ধিক্, মাকে ধিক্, যেদোকে ধিক্, আর যে যে আছে, সবাইকে ধিক্, ধিক্ ব'লে ধিক্, ডবল ধিক্! কেমন বাবা, 'ধিকের' উপর দিয়েই একটা ছড়া বেঁধে দিলেম। নাও, বাপের সুপুত্র হ'য়ে বাক্সটি খোলো।

জ্ঞানদা। ওগো, একটু হুঁস কর; কোথায় দাঁড়াব তার স্থল নাই। আগাম বাড়ী ভাড়া দেবার কথা, দিতে পারি নি, কখন তাড়িয়ে দেয়, ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে, তোমার কি দয়া-মায়া নাই? পাখীতেও যে ছেলের খাবার জোটায়। ঘরে চাল নাই, এখনি যেদো ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে আস্‌বে, তুমি চাইতে এসেছ, তোমার লজ্জা নাই?

যোগেশ। বড় লম্বা লম্বা কথা ক'চ্ছো যে? কিসের লজ্জা! লজ্জা থাক্‌লে কেউ জুচ্চুরি করে? লজ্জা থাক্‌লে কেউ মদ খায়? লজ্জা থাক্‌লে কেউ ভিক্ষে ক'রে? আজ তিন দিন ভিক্ষে ক'রে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাঁতে কাটি নি, একটা পয়সার জন্যে রাস্তার লোকের কাছে হাত পাতছি, আবার লজ্জা দেখাচ্ছ? তবে আর কি, কিসের লজ্জা? নিয়ে এস, টাকা নিয়ে এস!

জ্ঞানদা। বকো, আমি চল্লুম।

যোগেশ। যাবে কোথা? টাকা বা'র কর; না বা'র ক'ত্তে পার, চাবি দাও, আমি বা'র ক'রে নিচ্ছি; ঐ যে বাক্স রয়েচে, আমি ভেঙ্গে নিতে পার্‌বো।

জ্ঞানদা। কি কর, কি কর? আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, দুটী ঘর ভাড়া ক'রে আছি, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগেশ। তা আমার কি? কেউ আমার মুখ চেয়েছিল? কেউ আমার মুখ চাচ্ছ? আমি এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছি; বিষয় চিনেছিলে, বিষয় নিয়ে থাকো। কেমন ঠকিয়ে নিয়েছে! হা-হা-হা! ছেড়ে দাও বলছি—

জ্ঞানদা। ওগো, একটু বোঝো, তোমার পায়ে পড়ি, একটু বোঝো।

যোগেশ। ছেড়ে দাও বল্‌ছি, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও, নইলে খুন কর্‌বো।

জ্ঞানদা। খুন ক'র্‌বে কর, আপদ চুকে যাক্।

যোগেশ। বটে রে হারামজাদী! (পদাঘাত)

জ্ঞানদা। ও বাবা রে!

যোগেশ। এখনও ছাড়্‌লিনি? ছাড়্ হারামজাদী—ছাড়্।

গলাধাক্কা দিয়া বাক্স লইয়া প্রস্থান

বাড়ীওয়ালীর প্রবেশ

বাড়ী-। ওগো বাছা, ভাড়া দাও। ওগো, কথা কচ্ছো না যে? বাছা, ভাল চাও তো ভাড়া দাও—নইলে আমি আর বাড়ীতে জায়গা দিতে পার্‌বো না! আমি পতিপুত্রহীনা, এই ঘর-দুটি ভাড়া দিয়ে খাই—ও মা, তুমি

কেমন ভাল মানুষের মেয়ে গা ? যেন কে কাকে বল্‌ছে, রাজরাণী শুয়ে ঘুমুচ্ছেন ; ও মা ! এ যে সিট্‌কে-মিট্‌কে রয়েছে, মৃগী রোগ আছে নাকি ? ও মা, এমন লোককে ভাড়া দিয়েছি, খুনের দায়ে প'ড়বো নাকি !

জ্ঞানদা। ও মা !

বাড়ী-। কি গো কি, তোমার কি হয়েছে ?

জ্ঞানদা। কিছু হয় নি বাছা।

বাড়ী-। না হয়েছে নেই নেই, এক দিনের ভাড়া দিয়ে তুমি উঠে যাও ; কোন্ দিন দাঁত ছিরকুটে ম'রে থাক্‌বে, আমার হাতে দড়ি পড়বে।

জ্ঞানদা। মা, আমার হাতে কিছুই নেই ; আমার ছেলে আসুক, নিয়ে চ'লে যাব।

বাড়ী-। হ্যাঁ গা, তুমি কেমন জোচ্চোরণী গা ? এই যে থালা ঘটি বাঁধা দিয়ে ধার ক'রে নিয়ে এলে, আমার ভাড়া দাও বাছা, ভাড়া দিয়ে চ'লে যাও, জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি ?

জ্ঞানদা। ওমা, আমি যা এনেছিলুম, চোরে নিয়ে গেছে, ঘটী বাটী যা আছে, তুমি বেচে নিও, আমি ছেলেটি এলেই চ'লে যাচ্ছি।

বাড়ী-। ওমা, ঘটী বাটী তো ঢের, ভালো জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলুম ; তাই চ'লে যেয়ো বাছা, চ'লে যেয়ো।

বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান

যাদবের প্রবেশ

যাদব। মা, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন ?

জ্ঞানদা। যাদব, চল্—এখানে আর আমরা থাক্‌বো না।

যাদব। কোথা' যাব মা ?

জ্ঞানদা। কালীঘাটে যাব, চ' যাবি ?

যাদব। ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খেয়ে যাব।

জ্ঞানদা। না, সেইখানে গিয়ে খাবে।

যাদব। আজ ভাত কি নেই ?

জ্ঞানদা। না, আজ রাঁধি নি।

যাদব। পথে চ'ল্‌তে পার্‌বো না, বড্ড ক্ষিদে পাবে, আর এক পয়সার মুড়ি কিনে দিও!

জ্ঞানদা। হা ভগবান, অদৃষ্টে এই লিখেছিলে! ভিক্ষে ক'র্ত্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব?

প্রফুল্লর প্রবেশ

যাদব। কাকীমা এয়েছে, কাকীমা এয়েছে—

প্রফুল্ল। দিদি! যাদব, যা তো, এই সিকিটে নিয়ে যা, খাবার কিনে আন্, আমরা খাব।

যাদব। ও মা, দেখ মা দেখ, খাবার কিনে আনি গে মা।

জ্ঞানদা। যাও বাবা, যাও।

যাদবের প্রস্থান

প্রফুল্ল। দিদি! তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুমি কেমন ক'রে এলে?

প্রফুল্ল। আমায় পাঠিয়ে দিলে;—ব'ল্লে, তোমাদের বড় দুঃখ হ'য়েছে, ওদের নিয়ে আয়। দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি, আমি নিয়ে আস্‌ছি ব'লে এসেছি; কিন্তু দিদি, তোমাদের নিয়ে যাব না; কি তার মতলব আছে। আমি তোমাদের বল্‌তে এসেছি, নিতে এলে খবরদার যেয়ো না; সেই ডাইনী মাগী আর এক মিন্সে ডা'ন, "যেদো" ব'লে কি ফুস্‌ফুস্ করে, আমার বুক শুকিয়ে যায়; খবরদার দিদি, তোমাদের নিতে এলে যেয়ো না।

জ্ঞানদা। বোন্, তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে, তুমি একদিন যাদবকে পেট ভ'রে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তারপর আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো। একদিন যদি পেট ভ'রে খাওয়াতে পারি, আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিনদিন এক বেলাও পেট ভরে খেতে দিতে পারি নি; রাত্রে একটু ফ্যান খাইয়ে শুইয়ে রাখি। বোন্, আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই। আমি মহাপাতকী, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেম, তাই এ দশা হয়েছে; কিন্তু দুধের ছেলে ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করে, এ যাতনা আর দেখ্‌তে পারি নি, আজ আমাকে বা'র ক'রে দিয়েছে,

ভাড়া দিতে পারি নি, রাখ্‌বে কেন ? মনে ক'রেছিলেম, ভিক্ষে ক'রে ছুটি খাইয়ে জলে গিয়ে উল্‌বো ; আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এলে।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কেঁদো না, আমার এ গয়নাগুলি নাও, এ বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাকৃতেম, মাকে দেখবার কেউ নাই, না খাইয়ে দিলে খায় না, কি কর্‌বো, আমায় ফিরে যেতে হবে। তুমি এগুলি নাও, আমি আবার এসে যেখান থেকে পাই, টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞানদা। বোন্‌, তোমার গয়না নিয়ে আমি কর্‌বো ? এ তো থাকবে না, আমার স্বামী আমার শত্রু ! সেদিন বাড়ীবেচা তিনশো টাকা বাক্স ভেঙে চুরি ক'রে নিয়ে গেল, আজ বাসন বাঁধা দিয়ে ঘরভাড়ার টাকা এনেছিল্লাম, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল।

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কি আমায় পর ভাব্‌ছো ? আমি তোমার পর নই, আমি তোমার সেই ছোট বোন্‌ ; আমার পেটের ছেলে নাই, যাদব আমার ছেলে, আমার যা আছে, সব যাদবের। আমি যাদবের জিনিষ যাদবকে দিচ্ছি, তুমি কেন নেবে না দিদি ?

জ্ঞানদা। মেজবৌ, পর ভাবি নি, আমি কি ছিলেম, কি হয়েছি ! আমার বাড়ীর যে সব সামগ্রী কুকুর-বেড়ালের খেয়ে অরুচি হ'য়েছে, সে আমার যাদব খেতে পায় না, যে স্বামী আমার মুখে রোদের আঁচ লাগলে কাতর হ'ত, সে আমায় লাথি মেরে ফেলে গেল ; যে কাপড়ে সল্‌তে পাকাতেম, সে কাপড় যাদবের নেই ; কখনও চন্দ্র-সূর্য্যের মুখ দেখি নি, আজ নিরাশ্রয় হ'য়ে পথে চলেছি—

যাদবের পুনঃ প্রবেশ

যাদব। কাকীমা, কাকীমা, বাবা হাত মুচ্‌ড়ে সিকি কেড়ে নিয়ে গেল !

জ্ঞানদা। দেখ্‌ বোন্‌—দেখ্‌, আমার অদৃষ্ট দেখ্‌ ! আমি কোথায় যাব, স্বামী কার শত্রু হয় ? ভগবান্‌ কেন আমার এ পেটের বালাই দিয়েছেন, আমার কি মরণ নাই ?

প্রফুল্ল। দিদি, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন ? অমন ক'চ্ছ কেন ?

জ্ঞানদা। কে জানে ভাই, আমার শরীর কেমন ক'চ্ছে, আমি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। (উপবেশন)

বাড়ীওয়ালীর পুনঃ প্রবেশ

বাড়ী-। হ্যাগা. এখনও ঘরে রয়েছ, এখনও বেরোও নি ?

প্রফুল্ল। কে মা তুমি ? তোমার এই বাড়ী ? তুমি কি ভাড়ার জন্য বল্‌ছো ? কত ভাড়া হয়েছে বল, আমি দিচ্ছি।

বাড়ী-। এ তোমার কে গা ?

প্রফুল্ল। আমার জা।

বাড়ী-। আহা, তোমার জা, ওর এমন দশা কেন গা ?

প্রফুল্ল। ওগো বাছা সে ঢের কাহিনী ! তুমি আমার মা, আমার দিদিকে আর ছেলেটিকে যদি যত্ন কর, তুমি বাছা যা চাও, আমি তাই দিই।

বাড়ী-। হুঁ, হুঁ, বড়লোকের ঘরের মেয়ে, তা বুঝতে পেরেছি। কি কর্‌বো বাছা, কড়ি নেই, এই ঘর দুটি ভাড়া দিয়ে খাই, তা নইলে কি ভালমানুষের মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই ?

প্রফুল্ল। তা বাছা, তুমি এই হারছড়া রাখ, এই বাঁধা দিয়ে খরচপত্র চালিও ; আমার সঙ্গে এস, আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেব, টাকা ফুরুলেই এক একখানা গয়না দেব, তুমি বেচে চালিও।

বাড়ী-। হ্যাঁ বাছা, আমার কাছে কেন রেখে যাচ্ছ ? তোমাদের বাড়ী কেন নিয়ে যাও না, আমি কোথায় গয়না বাঁধা দেব, কে কি বল্‌বে, আমি কাঙ্গাল মানুষ, আমি অত পারব না।

প্রফুল্ল। ওগো, বাড়ী নিয়ে যাবার যো নেই ! আচ্ছা, তোমায় আমি টাকা দেব।

বাড়ী-। বাছা, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি, তুমি ভাড়া দাও বাছা ; তোমার দিদির কাছে টাকা দিয়ে যাও, এনে নিয়ে দিতে হয়, আমি দিতে পার্‌বো।

জ্ঞানদা। মেজবৌ, বোন্, তুমি কেন অমন ক'চ্ছো ? আমার দিন ফুরিয়েছে, আমি আর বাঁচবো না, যেদোর যদি কিছু ক'ত্তে পার, দেখ।

যাদব। কেন মা, কেন তুই বাঁচবি নি ? ওমা, বলিস্ নি মা, আমার ভয় করে।

জ্ঞানদা। মেজবৌ, প'ড়ে গিয়ে বুকে লেগেছে, আমার দম আট্‌কাচ্ছে।

প্রফুল্ল। ওগো বাছা, তুমি একজন ডাক্তার ডেকে আন না।

বাড়ী-। না বাছা আমি কবরেজ ডাকতে পারবো না। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, তোমাদের খুন বিদেয় কর। ও মা, মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে যে গো, ওঠো গো ওঠো; ম'ত্তে হয়—রাস্তায় গিয়ে মর।

প্রফুল্ল। হ্যাঁগা বাছা, তোমার দয়া নেই? মানুষ মরে, তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ?

বাড়ী-। না বাছা, আমার দয়া-মায়া নেই। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, আমি ভাড়া চাই নি বাছা—তোমরা বিদেয় হও।

প্রফুল্ল। ও বাছা, তুমি যা চাও, তাই দিচ্ছি, তাড়িও না বাছা! আমি তোমায় সব গয়না দিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ী-। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার গয়না নিয়ে আমি বাঁধা যাই।

প্রফুল্ল। কোথায় নিয়ে যাব, কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

জ্ঞানদা। মেজবৌ, তুই ভাবিস নি, আমি সেরে উঠেছি, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ ক'চ্ছিল, সেরে গিয়েছে, তুই বাড়ী যা।

প্রফুল্ল। দিদি, কি হবে দিদি? কই দিদি তুমি তো সার নি, তুমি যে এখনো কাঁপ্‌ছো!

জ্ঞানদা। না বোন্, তোর ভয় নেই, আমার অমন হয়, ঠাক্‌রুণ পাগল মানুষ, একলা আছেন, তুই দেখ্‌গে যা; তোর ঠেঁয়ে যদি টাকা থাকে, আমায় দিয়ে যা।

প্রফুল্ল। হ্যাঁ দিদি, সেরেছ তো? আমি তবে যাই, এই নাও, (টাকা দিয়া) তবে আসি দিদি। আমি পাল্কীর বেহারাদের দিয়ে তোমার টাকা পাঠিয়ে দেব, সর্দ্দারকে ব'লে দেব, তোমার রোজ খবর নেবে।

জ্ঞানদা। এস বোন্, এস।

জ্ঞানদাকে প্রণাম করিয়া প্রফুল্লর প্রস্থান

বাড়ী-। হ্যাঁগা, তুমি চোখ্ টিপ্‌লে যে? ওকে তো বিদেয় ক'রে, আমি বাছা তোমায় রাখ্‌তে পারবো না।

জ্ঞানদা। আমি যাচ্ছি মা, তোমায় কি ভাড়া দিতে হবে?

বাড়ী-। আমি এক পয়সা চাই নি বাছা, তুমি বিদেয় হও।

জ্ঞানদা। এই নাও—একটি টাকা নাও, আমি পাঁচ দিন এসেছি ; তুমি যাও, আমি বাসন-কোসন নিয়ে বেরুচ্ছি।

বাড়ী-। নাও, শীগ্‌গির নাও, ঐ ধোপা-পাড়ার ভেতর খোলার ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে থাক' গে।

বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান

জ্ঞানদা। যাদব—যাদব, কাঁদিস্ নি—চল্। মা ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আশ্রয়হীন ক'ল্লে। শরীরে বল নাই, রাস্তায় চলতে চলতে পথে প'ড়ে ম'রে থাক্‌বো, মুদ্দফরাশে টেনে ফে'লে দেবে, এ অনাথ বালক কোথায় যাবে? লক্ষ্মীর কথায় শুনেছিলাম, আপনার ছেলেকে খাওয়াবার জন্য সাপ রেঁধেছিল, আমারও তাই ইচ্ছে হ'চ্ছে, আমি ম'লে এর দশা কি হবে!

যাদবকে লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রমেশের ঘর

রমেশ ও জগমণি

রমেশ। প্রফুল্ল আন্‌তে পার্‌লে না।

জগ। আমার ওকে আর বিশ্বাস হয় না, ও তেমন শাদাটি আর নেই। আমি যোগাড় ক'রে রেখেছি, মদনাকে তার বাড়ীর দোর গোড়ায় পাহারা রেখেছি, ছেলেটা বেরুবে, আর ভুলিয়ে নিয়ে আসবে। ছেলে হাতে হ'লেই হ'ল, বৌকে তো আর দরকার নেই।

রমেশ। বৌকে দরকার আছে বৈ কি। পীতাম্বরে বেটা শুন্‌ছি আসছে; সে বেটা এসেই একটা হাঙ্গাম বাধাবে, তার সন্দেহ নেই।

জগ। তা ছেলেকে আনতে পার্‌লে বৌকে হাত করা শক্ত হবে না; ছেলেটা খেতে পায় না, খাবার দাবার দিয়েও ভুলিয়ে রাখা যাবে, বৌটাকে ছেলে দেখাবার নাম ক'রে আনা যাবে। একটা ভাব্‌ছি, বৌটা থাক্‌লে ছেলেটাকে মারা মুস্কিল, সে পরের কথা পরে, বাড়ী তো এনে প'রো; আমি চল্লেম, রাত হয়েছে।

রমেশ। আমারও বেরুতে হবে। মা রাত্রে যে চেঁচায়, বাড়ীতে থাক্‌তে ভয় করে।

জগ। তুমি তো বাগানে যাবে? আমায় অমনি নাবিয়ে দিয়ে যেও না।

উভয়ের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। আমি যা ঠাউরেছি, তাই; ছেলে এনে মেরে ফেল্‌বে! খুদ-কুঁড়ো খেয়ে বেঁচে থাকুক, আমি তাকে দুধ-ঘি খাওয়াতে চাই নি, প্রাণে বেঁচে থাকুক,—পরমেশ্বর করুন, প্রাণে বেঁচে থাকুক!

সুরেশের প্রবেশ

সুরেশ। মেজ, মা কোথা?

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, তুমি কোত্থেকে এলে?

সুরেশ। আমি রাত্রিবেলায় যে দিক্ দে বাড়ী সেঁধুতুম, সেই দিক দে, সেই পাঁচিল টপ্‌কে এসেছি।

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো, তুমি যেদোকে বাঁচাও।

সুরেশ। তারা কোথায়?

প্রফুল্ল। আড্ডায় বেয়ারাদের জিজ্ঞাসা কর, আমায় পাল্কী ক'রে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল, তুমি যেদোকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

সুরেশ। এত রাত্রে তো বেয়ারাদের দেখা পাব না।

প্রফুল্ল। তবে কা'ল সকালে খবর নিও।

সুরেশ। তাই নে'ব; মা কোথায়?

প্রফুল্ল। শুয়ে আছেন।

সুরেশ। তুমি এত রাত্রে জেগে ব'সে আছ যে?

প্রফুল্ল। তিনি ঘুমুতে ঘুমুতে ওঠেন।

সুরেশ। তা তুমি মা'র কাছে না থেকে এখানে র'য়েছ যে? যদি আর এক দিক দে চ'লে যান?

প্রফুল্ল। না, তিনি এই ঘরেই আস্‌বেন, যখন জেগে থাকেন, যেন ছেলেমানুষ হন, যেন নতুন শ্বশুর ঘর ক'ত্তে এসেছেন; আমায় মনে করেন, তাঁর বাপের বাড়ীর ঝি! এই খাওয়ালেম, তখনি ভুলে যান,—বলেন, "ঝি, ঠাকুরুণ কি আজ আমায় খেতে দেবেন না?" আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নী; কি বলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারি নি! ঐ দেখ, আস্‌ছেন, চক্ষের পল্লব পড়ছে না। মনে ক'চ্ছ—জেগে আছেন, তা নয়, ঘুমুচ্ছেন।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। সই কর, সই কর, মদ খাস্ খাবি; আমার বিষয় থাকুক, আমার বিষয় থাকুক, সই কর্‌বি নি? রমেশ, রমেশ! ওকে খুন ক'রে ফেল্। ওহো! আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে—আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে।

সুরেশ। ওমা, মা, আমি যে তোমার সুরেশ!

উমা। শীগ্‌গির রেজেষ্টারি ক'রে নে, শীগ্‌গির রেজেষ্টারি ক'রে নে, ভাঙ্‌—ভাঙ্‌, পাথর ভাঙ্‌; আমার সব ফুরুলো! গড় গড়—গড় গড় গড় গড়, এই বৃন্দাবনে এয়েছি।

প্রফুল্ল। ও মা, অমন ক'চ্ছ কেন মা? ঠাকুরপো এসেছে, দেখ না মা!

উমা। উঃ! বৃন্দাবনে কি অন্ধকার! খালি ধোঁয়া, খালি ধোঁয়া, কিছু দেখ্‌বার যো নেই! গড গড়—গড় গড়—ভাঙ্‌, পাথর ভাঙ্‌, পাথর ভাঙ্‌, বুক যায়, বুক যায়। (মূর্চ্ছা)

প্রফুল্ল। এমনি মূর্চ্ছা যান, আমি ধরি, আমাকে নিয়ে পড়েন। এই দেখ না, আমার সর্ব্বাঙ্গ থেঁতো হ'য়ে গিয়েছে।

সুরেশ। ও মা, মা! আমি যে সুরেশ মা, কেন অমন করছ? ও মা, ওঠো মা, আমি যে সুরেশ; মা, এই দেখ্‌তে আমায় গর্ভে ধরেছিলে? এই দেখতে কি আমায় বুক চিরে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিলে? হায় হায়! এই দেখ্‌তে কি আমি জেল থেকে বেঁচে এলেম! মা গো, আর যে সয় না মা!

উমা। ও ঝি—ঝি! এত বেলা হ'ল, আমায় কিছু খেতে দিবি নি? আমি অপাট করেছি, তাই বুঝি ঠাক্‌রুণ খেতে দেবে না?

সুরেশ। ও মা, মা, আমায় চিন্‌তে পারছ না? আমি যে তোমার সুরেশ, দেখ মা!

উমা। ও ঝি, শ্বশুর মিন্‌সের আক্কেল দেখেছিস্‌, স'রে যেতে বল্‌; আমি কি সেই ছোট বৌটি আছি, যে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াবে?

প্রফুল্ল। মা, ঠাকুরপোকে চিন্‌তে পার্‌ছো না? চেয়ে দেখ না, ঠাকুরপো ফিরে এসেছে।

সুরেশ। ও মা, মা গো! একবার কথা কও, বুক ফেটে যাচ্ছে মা!

উমা। সরে যেতে বল্‌, স'রে যেতে বল্‌, এখন আমি বুড়ো মাগী হ'য়েছি, এখন আমায় আদর করা কি? বল্লি নি—বল্লি নি? আমি চল্লেম, আমি চল্লেম; ওহো হো হো হো! বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়!

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

জনৈক মাতাল ও যোগেশ

যোগেশ। কি বাবা, কাজ গুছিয়েছ, আর মদ দেবে না ?

মাতাল। আর মদ কোথায় পাব, কাপ্তেন ঘাল হ'ল, আর মদ কোথায় পাব ? (প্রস্থানোদ্যত)

যোগেশ। (হস্ত ধরিয়া) যেও না, শোন, একটা কথা শোন,—একজন যোগেশ ছিল, সে তোমাদের ছুঁতো না, তোমাদের মুখ দেখ্‌লে নাইতো। তার একটি স্ত্রী ছিল, দেখ্‌লে প্রাণ জুড়াতো, একটি ছেলে ছিল, তাকে কোলে নিতো, চুমো খেতো। দিন গেল, দিন ফুরুলো, আবার একজন যোগেশ হ'ল! বলে যোগেশ, যোগেশ কি না কে জানে, এ যোগেশ কে, তা জান ? স্ত্রীর বাড়ী-বেচা টাকা নিয়ে পালাল, স্ত্রীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বাক্স নিয়ে চ'লে এলো ; ছেলেটার হাত মুচ্‌ড়ে পয়সা কেড়ে নিলে, প্রাণে একটু লাগ্‌ল না। কারুকে সে চায় না ; বল্‌তে পার, কোন্ যোগেশ আমি ? সে কি এ ?

মাতাল। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

মাতালের প্রস্থান

যোগেশ। আচ্ছা যাও। কোন্ যোগেশ আমি, সে কি এ !

জনৈক লোকের প্রবেশ

ওহে, একটা পয়সা দাও না, একটা পয়সা দাও না।

লোকটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যোগেশের প্রস্থান

শিবনাথ ও ভজহরির প্রবেশ

শিব। স'রে যা, স'রে যা, গায়ের ওপর পড়িস্ নি।

ভজ। ক্যা, তোম হামকো পছান্তা নেই ? হাম মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীনদার্।

শিব। এ পাগল্ নাকি ?

ভজ। পাগল নয় ম'শায়, পাগল নয়, সুরেশবাবু কোন্ বাড়ীতে থাকেন, বল্‌তে পারেন ? সুরেশ ঘোষ, সুরেশ ঘোষ ; এখানে কোন শিবনাথ বাবুর বাড়ী থাকেন।

শিব। সুরেশ বাবুকে কি দরকার ?

ভজ। হাম উস্কা মহাজন হ্যায়, জমীন্দার ; মোচ দেখ্‌কে সমজ্‌তা নেই ? ম'শায়, শিবনাথ বাবুর বাড়ী ব'ল্‌তে পারেন ?

শিব। আমারই নাম শিবনাথ : তোমার সুরেশ বাবুর সঙ্গে কি কাজ ?

ভজ। শুনুন না, বুঝতেই তো পেরেছেন, আমরা কোন পুরুষে জমীদার নয়, সুরেশ বাবুর ভাই রমেশ বাবু আজ আমায় জমীদার ক'রেছেন। আমি যোগেশবাবুর বিষয় বাঁধা রেখেছিলেম, সে বিষয় রমেশবাবুকে লিখে দিয়ে রেজেষ্টারি ক'রে এলেম ; হাম্ জমীনদার হ্যায়, সপ্তচর পরগণা হামারা হ্যায়।

শিব। তুমি জমীদার ?

ভজ। জমীদার নেই ? রেজেষ্টার লিখ্‌লিয়া জমীনদার। ও ম'শায় আপনি বুঝতে পারবেন না—শাদা লোক, সুরেশ বাবুর কাছে নিয়ে চলুন তিনি না বুঝতে পারেন, একটা উকিল ডাকুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। রমেশ বাবু ফাঁকি দিয়েছে, বাজার-রাষ্ট্র কথা—এ কথা শোনেন নি ? আমাকে জমীদার সাজিয়েছিল।

শিব। বুঝেছি বুঝেছি, আমার সঙ্গে এস।

ভজ। ক্যা, জমীন্দার অ্যায়সা যাগা ? সোয়ারী লেয়াও ; তোম ক্যায়সা দেওয়ান ? তোম্‌কো বরতরফ্ করে গা।

শিব। তুমিও তো এ জুচ্চুরির ভেতর আছ ? আমরা নালিশ ক'লে তোমারও তো মেয়াদ হয় ?

ভজ। অত দূর ক'র্‌বেন না, আমায় নিয়ে রমেশ বাবুর কাছে হাজির হ'লেই তাঁর গা শিউরে উঠ্‌বে, লিখে দিতে পথ পাবেন না, চলুন না, আমি বাগিয়ে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

শিব। তুমি যদি শেষে পেছোও ?

ভজ। পেছোবো তো এগিয়েছি কেন ? অবিশ্বাস হয়, একটা উকিল ডেকে এফিডেভিট (Affidavit) করিয়ে নাও না ; আর আমি আগে তো এক পয়সা চাচ্ছি নি, তোমাদের বিষয় পাইয়ে দিই, আমায় কিছু দিও ; তোমরাও সুখে স্বচ্ছন্দে থেকো, আমিও পুঁটিয়াকে নিয়ে থাকবো।

শিব। আচ্ছা, তুমি এস।

উভয়ের প্রস্থান

জ্ঞানদা ও যাদবের প্রবেশ

জ্ঞানদা। যাদব, এক কথা বলি শোন, এই চারটে টাকা বেশ ক'রে বেঁধে নে, কেউ চাইলে দিস নি, কারুকে দেখাস্ নি, দোকানে যা ইচ্ছা হয় লুকিয়ে বা'র করে কিনে খাস্। আর এখন এই দু'আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেগে, আমি এইখানে ব'সে থাকি।

যাদব। কেন মা, তুমি এস না, তুমিও ত খাও নি মা।

জ্ঞানদা। আমি খেয়েছি বৈ কি।

যাদব। অমন হাঁপাচ্ছ কেন মা ?

জ্ঞানদা। হাঁপিয়েছি, তাই তো ব'সে আছি, তুই যা।

যাদব। মা, তোকে জল এনে দেব মা ?

জ্ঞানদা। না বাছা, তুমি যাও, খাও গে।

যাদবের প্রস্থান

এই তো আসন্নকাল উপস্থিত, অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে যাবে! যেদোর কি হবে, আর দেখতে আসবো না, আজ তো বাছা খেতে পাবে !

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। কোথাও তো কিছু হ'ল না, এই চারটে পয়সা পেয়েছি, এক ছটাক মদ দেবে। এ কে জ্ঞানদা প'ড়ে নাকি ?

জ্ঞানদা। তুমি এসেছ ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, একটা কথা শোন, আমায় মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ ক'রেছি ! আমি শিব-পূজা ক'রে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলুম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই। এখনও শোধরাও, তোমার সব হবে।

যোগেশ। ম'চ্ছো, রাস্তায় ম'র্ত্তে এসেছ ? তোমাদের এতদূর হয়েছে ? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! যেদোও ম'রেছে ? বেশ হ'য়েছে ! ম'চ্ছো, মর, আমি মদ খাই গে ; ঘরে ম'র্ত্তে পার্‌লে না ? তা মর, রাস্তায়ই মর ; কি ক'র্‌বো, হাত নেই, মদ খাই গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল !

জ্ঞানদা। তুমি আমার একটি উপকার কর, যদি এই কথাটি স্বীকার পাও, তা হ'লে আমি সুখে মরি। কোন রকমে যদি যেদোকে পীতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি পীতাম্বরকে যদি একখানা চিঠি পাঠিয়ে দাও, সে এসে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি সুখে মরি।

যোগেশ। তুমি রাস্তায়, যেদো সেথায় ম'র্‌বে, কেমন ?—তা বেশ ! আমি বল্‌তে পারি নি, মিছে কথা বলবো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি লিখ্‌বো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখনও তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, যদি শীগ্‌গির না ঘাড়ে চাপে, তা হ'লে পার্‌বো ; আর ঘাড়ে চাপলে আমি কি ক'র্‌বো ! কি বল, আমি লাথি মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন ?

জ্ঞানদা। (তোমার অপরাধ কি, আমায় ভগবান্ মেরেছেন !) ৭১

যোগেশ। না না, ভূতটা তফাতে আছে, আমি বুঝতে পাচ্ছি ; আমিই মেরে ফেলেছি। কি কর্‌বো বল, ভূতে মেরেছে, চারা নাই ! ম'চ্ছো, মর—মর।

জ্ঞানদার মৃত্যু

আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! আহা হা ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

যোগেশের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরদালান

রমেশ ও কাঙ্গালী

রমেশ। বৌ মারা গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেম, শুনলেম পীতাম্বরের বেটা তার দেশে নিয়ে গেছলো, সেইখানে মারা গেছে। এখন ছেলেটা কোথায় গেল? সেটাকে ধ'ত্তে পার্‌লেই যে আপদ চোকে। এড্‌মিনিষ্ট্রেটারের কাছ থেকে টাকাটা বার ক'রে আনি। দাদা পাগল হ'য়েছে। পীতাম্বর বেটা যদি মাম্‌লার উদ্যোগ করে, বেনামী স্বীকার পাব, দাদার না হয় খোরাকী বন্দোবস্ত কর্‌বো; সেও কি, দু'এক বোতল মদ দিয়ে রেখে দেব, মদ খেতে খেতেই একদিন অক্কা পাবে।

কাঙ্গালী। জগা তো ঠিক বলেছিল, ছেলেটা হাত করা ভারী দরকার, দেখছি ওর ভারি বুদ্ধি। বাবু, একজন খেটে খুটে বিষয় ক'র্‌লে, আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁকতালায় মেরে দিলেন!

জগমণি, যাদব ও মদন ঘোষের প্রবেশ

এই যে জগা ছেলে নিয়ে এসেছে।

যাদব। ও মদন দাদা, এ কে মদন দাদা? আমার ভয় করে মদন দাদা! আমার মা কোথায় মদন দাদা, কই ভাত রেঁধে ডাকছে মদন দাদা? ও মদন দাদা, আমার ভয় ক'চ্ছে, মদন দাদা!

রমেশ। ভয় কি, আয়, এ দিকে আয়, তোর মা বাড়ীর ভেতর আছে।

যাদব। আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমার ভয় কচ্ছে।

রমেশ। চুপ্, কাঁদিস্ নি।

যাদব। না, না কাকাবাবু, আমি কাঁদ্‌বো না, তুমি মেরো না কাকাবাবু!

রমেশ। যা, এর সঙ্গে যা।

যাদব। ও কাকাবাবু, আমার ভয় করে কাকাবাবু; আমার তেষ্টা পেয়েছে কাকাবাবু, একটু জল দাও কাকাবাবু!

রমেশ। না, জল খায় না, তোর অসুখ ক'রেছে।

যাদব। না কাকাবাবু, অসুখ করে নি কাকাবাবু, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

রমেশ। ক্ষিদে পেয়েছে, কেটে ফেল্‌বো।

যাদব। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি দু'দিন খাই নি কাকাবাবু, আমি মাকে খুঁজ্‌ছি; মা টাকা বেঁধে দিয়েছিল, কে কেটে নিয়েছে, আমি কিছু খেতে পাই নি; আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও।

রমেশ। জল খায় না, যা ওর সঙ্গে যা।

যাদব। আমি আর চল্‌তে পারি নি কাকাবাবু!

রমেশ। এই চাবী নাও, যে মহলটা বন্ধ আছে, সেইটে খুলে তারির ভেতর রাখ গে। নিয়ে যাও, পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে যাও।

কাঙ্গালী। এসো, তোমার মার কাছে নিয়ে যাই, চল।

যাদব। সত্যি বল্‌ছো, মিছে কথা বল্‌ছো না?

রমেশ। আবার কথা কাটাতে লাগ্‌লো, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব, অসুখ ক'রেছে শুগে যা।

যাদব। অসুখ ক'রেছে? আমি কিছু খাব না, একটু জল দাও।

রমেশ। না, যা যা, জল দেবে এখন, যা।

যাদব। ও মদন দাদা তুমি এসো!

যাদব, মদন ঘোষ ও কাঙ্গালীর প্রস্থান

জগ। কাজ ত গুছিয়ে আছে, একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো; তুমি রোগ ব'ল্লেই টাকার লোভে একটা রোগ ব'ল্‌বে এখন, আর ওষুধও লিখে দেবে এখন। বেশ, কারুর সন্দেহ কর্‌বার যো নাই; ছেলে পথে পথে

বেড়াচ্ছিল, যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, মারা গেল, তুমি কি ক'র্‌বে ?

মদন ঘোষের পুনঃ প্রবেশ

মদন। পাহারাওয়ালা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না।

জগ। চোপ্, এখনি বেঁধে নিয়ে যাব।

মদন। না না, আমি তো চুরি করি নি; তুমি যা ব'ল্‌ছ, তাই শুন্‌ছি। পাহারাওয়ালা সাহেব, ছেলে তো এনে দিয়েছি, এখন আমি কোথাও চ'লে যাই, তুমি আর আমায় ধ'রো না।

জগ। চুপ ক'রে ব'স। (রমেশের প্রতি জনান্তিকে) ওকে দিনকতক ভুলিয়ে রাখ, কি জানি, কোথাও গোল করুক। আর ওষুধের যদি একটা ওল্টা-পাল্টা ক'ত্তে হয়, বলা যাবে, পাগ্‌লাটা ওল্টা-পাল্টা ক'রেছে, কোন কিছু দোষ চাপাতে হয়, ওর ওপর দিয়ে চাপান যাবে।

রমেশ। ঠিক বলেছ। মদন দাদা, তুমি যেতে চাচ্ছ, আমি ক'নে ঠিক ক'রে রাখলুম, আর তুমি চ'ল্লে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, সত্যি ? হ্যাঁ দাদা, সত্যি ?

রমেশ। সত্যি বৈ কি।

মদন। তাই ব'ল্‌ছি—তাই ব'ল্‌ছি, বংশটা লোপ হয়, বংশটা লোপ হয়!

রমেশ। দিব্যি কনে ঠিক ক'রেছি।

মদন। তা যেমন হ'ক, কি জান বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!

রমেশ। যেমন হ'ক কেন, বেশ ক'নে ঠিক ক'রেছি, তুমি বৈঠকখানায় ব'স গে।

মদন। হ্যাঁ দাদা, আর পাহারাওয়ালার সঙ্গে বে' দেবে না ?

রমেশ। পাহারাওয়ালা কেন ?

মদন। দেখ দাদা, বেশ্যার মেয়ে বে' দিয়েছিল, দাঁতে কুটো ক'রে জাতে উঠেছি, যাত্রাওয়ালার ছেলে বে' দিয়েছিল, দুটো কাণমলা খেয়ে চুকেছে, এই পাহারাওয়ালা বিয়ে ক'রে আমার প্রাণটা গেল! আর পাহারাওয়ালা বে' দিও না দাদা!

রমেশ। না মদন দাদা, বেশ মেয়ে।

মদন। তাই বল্‌ছি, তাই বল্‌ছি, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা!

মদন ঘোষের প্রস্থান

জগ। তবে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। দুদিন খায় নি, আর জোর দু'দিন টেঁক্‌বে।

জগমণি ও রমেশের প্রস্থান

প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। কিছু জান্‌তে পার্‌লুম না. কি ফুস্ ফুস্ ক'ল্লে। ছেলেটাকে কি ধ'রেছে? আমার মন আজ কেমন ক'চ্ছে, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি, আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, আমি আর কাঁদ্‌তে পারি নি, আমার কান্না আসে না, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'চ্ছে! ঠাকুরপো কি সন্ধান পায় নি? কি করি, আমার বুকের ভেতর কেমন ক'রে উঠ্‌ছে!

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। বৌ ঠাক্‌রুণ. একটু মুখে জল দেবে এসো, না খেয়ে না ঘুমিয়ে তুমি কি পাগলের সঙ্গে মারা যাবে? শুনেছিলুম, ক'ল্‌কাতার বৌগুলো কেমন কেমন হয়, আমি এমন বৌ তো কখন দেখি নি। এসো, সকাল সকাল নাও, দুটি খাও।

প্রফুল্ল। দেখ ঝি, বুঝি আমার এ বাড়ীতে খাওয়া ফুরিয়েছে; আমার বড় মন কেমন ক'চ্ছে। আমার যদি এমন হয় তা হ'লে আর আমি বাঁচ্‌বো না; আমায় কে যেন ডাক্‌ছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদ্‌ছে, আমি কাঁদ্‌তে পারি নি, আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে!

ঝি। ও কিছু নয়! খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাতদিন পাগলের সঙ্গে থোরা, বাতিক বেড়েছে!

প্রফুল্ল। না ঝি, আমার কোথায় কি সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে! আমার বড্ড মন কাঁদ্‌ছে; তোমায় একটি কথা বলি, যদি আমার ভাল মন্দ হয় আমার গয়নাগুলি তুমি নিও, বেচে যা টাকা হবে, তাই থেকে ঠাক্‌রুণকে খাইও, আবাগীর আর কেউ নেই।

ঝি। বালাই! অমন সোণার চাঁদ বেটা র'য়েছে, তুমি অক্ষয় অমর হও, কেউ নেই কি ?

প্রফুল্ল। না ঝি! অমন আবাগী ভারতে আর জন্মায় না! তুমি আমার কাছে বল, তুমি কোথাও যাবে না, মাকে দেখবে ? আমি আর বাঁচ্‌বো না, আমার কোথা ভরাডুবি হ'য়েছে।

ঝি। হ্যাঁগো হ্যাঁ, তাই হবে, তুমি এখন এসো ; ফাঁকে ফাঁকে দুটি খেয়ে নেবে, ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবে, তা নৈলে বাঁচ্‌বে কেন ?

প্রফুল্ল। আমার মা বাঁচ্‌তে এক তিল ইচ্ছে নেই, কেবল ঐ আবাগীর জন্য মনটা কাঁদে। আমার ছেলেবেলা মা ম'রে গিয়েছিল, আমি শ্বশুরবাড়ী এসে মা পেয়েছিলেম, সেই মা আমার এমন হ'ল, আমাদের সোণার সংসার ভেসে গেল!

ঝি। কি ক'র্‌বে মা, কারুর তো হাত নয়, এসো মা, এসো।

প্রফুল্ল। চল যাই।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশী মিত্রের ঘাট

শিবনাথ, সুরেশ ও ভজহরি

শিব। ওহে সুরেশ, আমি তো ছেলে কোথাও খুঁজে পেলুম না। আমি সমস্ত রাত থানায় থানায় ঘুরেছি, পাঁচজন লোক লাগিয়ে ক'লকাতার অলি-গলি খুঁজেছি, কেউ তো বলে না যে দেখেছি।

সুরেশ। বল কি, তবে 'সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সে আর নাই! মেজদা' মেরে ফেলেছে।

শিব। সে কি?

সুরেশ। আর সে কি! তোমায় তো ব'লেছি, মেজবো'র ঠেঁয়ে শুনে এলেম, তাকে মেরে ফেল্‌বার পরামর্শ ক'চ্ছে। ভাই শিবনাথ, আমার প্রাণের ভেতর জ্ব'লে জ্ব'লে উঠ্‌ছে যেদোকে যদি না পাই, এ প্রাণ আর আমি রাখ্‌বো না! আমি কি যাতনা ভোগ কর্‌বার জন্যই জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেম! ভাই, আমার যেদোকে এনে দাও, যেদোকে না পেলে আমি এ শ্মশান থেকে যাব না। আমি তিন দিন দেখ্‌বো, তারপর জলে ঝাঁপ্‌ দেব।

ভজ। ওহাইয়াদ, ওহাইয়াদ, সাফ ওহাইয়াদ! সুরেশ বাবু, একে না পেলে মর্‌বো, ওকে না পেলে মর্‌বো, তা হ'লে তো আর বাঁচা হয় না, দিনের ভেতর দু'শোবার মর্‌তে হয়। মনে ক'রেছেন কি, আপনিই ঝড়-ঝাপ্টা খাচ্ছেন, আর কেউ কখনও খায় নি! তবে কাঁদ্‌ছেন কাঁদুন, বেশী বাড়া-বাড়ি কেন?

সুরেশ। ভাই রে, আমার মতন অভাগা পৃথিবীতে আর নাই! আমার অন্নপূর্ণার মত মা জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বেড়াচ্ছেন, আমার ইন্দ্রের মত বড় ভাই পথে পথে ভিক্ষে ক'চ্ছেন, আমার রাজলক্ষ্মী বড়ভাজ অনাহারে পথে প'ড়ে মরেছেন, আজ অনাথার মত পোড়ালেম—আমার প্রফুল্ল কমল মেজবো

দিন দিন মলিন হ'চ্ছেন, আর আমার ব্রজের গোপাল হারিয়েছে! আমি আপনি জেল খেটেছি, তাতে দুঃখিত নই, আমার যেদোর মুখ মনে প'ড়ছে, আর আমি প্রাণ ধ'ত্তে পার্‌ছি নি!

ভজ। মুখ মনে ক'ত্তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ নয়—এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাস্যমুখী মা ছিল, গ্যাটাগোঁটা সব ভাই ছিল, বোন্‌টা আমি না খাইয়ে দিলে খেত না; তার পর শোন, একদিন খেলিয়ে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ীশুদ্ধ কাঁদ্‌ছে। কি সমাচার?—না জমীদারে আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত ঝুঁঝিয়ে প'ড়ছে, প্রাণ ধুক-ধুক ক'র্‌ছে। সেই রাত্রিতেই তো তিনি মরেন; তার পর জমীদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলেপুলে নিয়ে মা ঠাক্‌রুণ বেরুলেন; দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না; যা দুটি পান, আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান, একদিন তো গাছতলায় প'ড়ে মরেন—

সুরেশ। আহা হা!

ভজ। র'সো, আহা হা ক'রো না, ঝড়ে যেমন আঁব পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে প'ড়লো আর ম'লো; বোন্‌টাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, আমিও কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম; তারপর আর সন্ধান নেই! কেমন, মুখ মনে পড়বার আছে?

সুরেশ। আহা ভাই, তুমিও বড় দুঃখী!

ভজ। তারপর মামাবাবুর কাছে গিয়ে পড়লেম; গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উনুন ধরান, ভাত রাঁধা; মামাবাবুর বেত আর মামী ঠাক্‌রুণের ঠোনার সঙ্গে ফ্যানে ফ্যানে ভাত; জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।

সুরেশের জনৈক পরিচিতের প্রবেশ

সু-পরি। কেউ তো কিছু বল্‌তে পাল্লে না। একজন ময়রা ব'ল্লে, একটী ছেলে খাবার কিন্‌তে এসেছিল, একটা বুড়ো এসে বল্লে, "শীগ্‌গির আয়, তোর মা ডাক্‌ছে।" কিন্তু কে যে, তা আমি কিছু সন্ধান কত্তে পার্‌লুম না।

সুরেশ। ও ভাই, তুমি আবার যাও, কোন রকমে সন্ধান কর। আহা, কখনও কোন ক্লেশ পায় নি, ননী ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে! কখনও রাস্তায় বেরুতে পেতো না, কখনও ভূঁয়ে নাবে নি, কোলে কোলে বেড়িয়েছে। না জানি, তার কত দুর্গতি হ'চ্ছে!

ভজ। র'সো র'সো বিনিয়ে কেঁদো এখন; বুড়ো ব'ল্‌লে বুঝি; বুড়ো সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে? সুরেশ বাবু, সন্ধান হয়েছে, তোমার মায়ের পেটের সহোদর নিয়ে গিয়েছে। সে বৃদ্ধটি আমার মাতুলানীর অনুচর! সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমি সন্ধান নিচ্চি। ঐ যে তোমার মধ্যম মা'র পেটের ভাই—গাড়ী থেকে নাবছেন, যাবার যো কি? চুম্বুকে যেমন লোহা টানে, তেমনি টান দিয়েছি আমায় দেখে নড়্‌বার যো কি? একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমাদের দু'জনকে একত্রে দেখ্‌লে স'রবে।

সুরেশ ও শিবনাথের অন্তরালে অবস্থান ও রমেশের প্রবেশ

ক্যা রমেশ বাবু, আপ্‌ হিঁয়া তস্‌রিপ কাহে লে' আয়া, মেজাজ খোস্?

রমেশ। কি হে, তুমি যাও নি?

ভজ। হাম্‌ লোক জমীন্‌দার হ্যায়, যাতে যাতে দো এক রোজ র'হে যাতা।

রমেশ। আরও কিছু টাকা চাই নাকি?

ভজ। মেহেরবাণী আপ্‌কা।

রমেশ। আচ্ছা এসো, আমি ফার্ষ্ট'ক্লাস টিকিট কিনে দিচ্ছি আর একখানা চেক দিচ্ছি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ওপর।

ভজ। যাবই তো; রয়ে গিয়েছি কেন জানেন, আরও যদি কিছু কাজকর্ম্ম দেন।

রমেশ। আর এখন কিছু কাজ হাতে নেই, হ'লে চিঠি লিখে পাঠাব।

ভজ। সো তো আপ লিখিয়েগা, সো তো আপ লিখিয়েগা, দোস্তি হুয়া, ও সব তো চলেই গা; দেখিয়ে—হামসে কাম চল্‌তা তো দোস্‌রাকো কাহে দেনা?

রমেশ। সত্য বল্‌ছি এখন আর কিছু কাজ হাতে নাই।

ভজ। আবি নেই, দো রোজমে হো শেক্তা! আগর ভাতিজা মরে তো একৃঠে জমিন্দার গাওয়া চাহিয়ে, ওস্কো বেমার হুয়া থা; হাম্‌তো জমিন্দার হ্যায় আপ্‌কো মোকামমে যাতা হ্যায়।

রমেশ। ভাতিজা! ভাতিজা কে?

ভজ। ভাইপো, ভাইপো, যাদব।

রমেশ। ওকি কথা!

ভজ। সুরেশবাবু, আসুন, সন্ধান পেয়েছি।

রমেশ। এই যে সুরেশ বেঁচে আছে, মিছে কথা বলেছে পাজী বেটা!

ভজ। মশায়, যান কেন, যান কেন, ভাইয়ের সঙ্গে একবার আলাপ করে যান্‌।

রমেশের প্রস্থান

শিবনাথ ও সুরেশের পুনঃ প্রবেশ

সুরেশ। কি সন্ধান পেলে, কি সন্ধান পেলে?—আছে তো—বেঁচে আছে তো?

ভজ। বোধ হচ্ছে তো আছে, আসুন, শীগ্‌গির আসুন বাবুর বাড়ীতে চলুন।

শিব। বাড়ীতে যাবে, যদি ঢুকতে না দেয়?

ভজ। আমাতে সুরেশ বাবুতে গেলে দোর ভাঙ্গলেও কিছু ব'ল্‌বে না, ঢুকতে দেবে না কি?

সকলের প্রস্থান

জনৈক লোকের প্রবেশ

গীত

মন আমার দিন কাটালি মুল খোয়ালি, ভাল ব্যাসাত ক'রলি ভবে।
একলা এলে, একলা যাবে, মুখ চেয়ে কার ঘুরছ তবে?
কে তুমি ব'ল্‌ছো আমি, দেখ্‌ ভেবে আর ভাববি কবে?
ভাঙ্গবে মেলা, ঘুচবে খেলা, চিতার ছাই নিশান রবে।

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! কি ক'র্‌বো গেল তো কি ক'র্‌বো? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! গেল, যাক্‌; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! হ্যাঁ হে, তুমি তো মড়া পোড়াতে এসেছ?

লোক। হাঁ।

যোগেশ। মদ্-টদ্ খাচ্ছ না ?

লোক। এ কে রে ! (পলাইতে উদ্যত)

যোগেশ। বল না, বল না, আমায় যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌বো। বেশী খাব না, এক গেলাস দাও, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, পয়সা দাও, চট্ ক'রে এনে দিচ্ছি। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! গেল, তা কি ক'রবো ?

লোকের প্রস্থান

আহা ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! ঐ না কারা মড়া পুড়িয়ে যাচ্চে, গায়ের ব্যথার জন্য একটু মদ্ খাবে না ? যাই ওদের সঙ্গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল !

যোগেশের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগেশের বাড়ীর দরদালান

মদন ঘোষ ও প্রফুল্ল

মদন। না না, আমি পার্‌বো না আমি পার্‌বো না! ছেলে মার্‌বে, ছেলে মার্‌বে! আমায় লুকিয়ে রেখে দাও, আমায় লুকিয়ে রেখে দাও; ছেলে মার্‌বে, ছেলে মার্‌বে, বংশলোপ ক'রবে।

প্রফুল্ল। কি গা, কি ব'লছো? ছেলে মারবে কি ব'ল্‌ছো?

মদন। ওগো, বংশলোপ ক'র্‌বে, বংশলোপ ক'র্‌বে, ছেলে মার্‌বে! সেই পাহারাওয়ালা ছেলে মার্‌বে! হায় হায়, আমি কেন পাহারাওয়ালা বে' করেছিলেম!

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল, ছেলে মার্‌বে কি?

মদন। না না, আমি ব'ল্‌বো না, আমায় ধর্‌বে, জমাদার ধ'র্‌বে, আমি কোথায় লুকুবো, আমি কোথায় লুকুবো?

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার ভয় নেই, তুমি বল।

মদন। না না, সে তেমন পাহারাওয়ালা নয়, সে ধ'র্‌বে, আমার ভয় ক'চ্ছে।

প্রফুল্ল। কে ধ'র্‌বে? ছেলে মার্‌বে কি?—আমায় শীগ্‌গির বল।

মদন। না না, বল্‌বো না, আমি তার ভয়ে সিন্ধুক ভেঙ্গে দলীল চুরি ক'রে আন্‌লাম, তবু ছাড়লে না; আমি তার ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এলেম, তবু ছাড়লে না; ছেলে মার্‌বে, না খেতে দে মার্‌বে, বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, দুধ দিয়েছিলেম, তাই বেঁচে আছে,—না না—দুধ দিই নি! আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, মদন দাদা, কাকে ধ'রেছে, যেদোকে?

মদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না—আমি না, আমি না, আমি দলীল চুরি ক'রেছি, ধ'রিয়ে দেবে; হায় হায়, বে' ক'ত্তে গে' মজ্‌লেম, বে' ক'ত্তে গে' মজ্‌লেম! কেন এ দস্যি পাহারাওয়ালা বে' ক'ল্লেম? সেই আমায় ভয় দেখিয়ে দলীল

চুরি ক'ত্তে ব'লে, তাকে আমি দলীল দিলেম, এখন আমায় ধরিয়ে দেবে। কি হবে, কি হবে, আমি ছেলেটাকে দুধ দিয়েছি জান্‌লেই এখনি আমায় বেঁধে নে যাবে। আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, দাঁড়াও।

মদন। না না, দাঁড়াব না, আমায় ধ'র্‌বে, আমি লুকুবো।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, ছেলে কোথায় বল?

মদন। ওরে বাপ্‌রে—আমায় ধ'রলে রে!

প্রফুল্ল। তুমি কেন ভয় পাচ্ছো? ছেলে কোথায় বল? আমি ছেলেকে বাঁচাব, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল—কোথায়?

মদন। ঐ তোমাদের পোড়োমহলে রেখেছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমি লুকুই, —আমি পালাই—আমায় মেরে ফেল্‌বে!

প্রফুল্ল। মদন দাদা, তোমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয় এত কর?

মদন। না—না—মরতে পার্‌বো না, মর্‌তে পার্‌বো না! আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

প্রফুল্ল। মদন দাদা, ধিক্ তোমায়। মা ব'ল্‌তেন, তুমি একজন সাধুপুরুষ, তোমার কি এই বুদ্ধি? তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অধর্ম্ম কর? প্রাণের ভয়ে বাক্স ভেঙ্গে চুরি কর? প্রাণের ভয়ে কচিছেলে এনে রাক্ষসের মুখে দাও? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থাক্‌বে? একবার ভেবে দেখ—যম তোমার সঙ্গে ফির্‌ছে; যখন ধর্ম্মরাজ তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন যে, 'তুমি বালক ভুলিয়ে এনে রাক্ষসকে দিয়েছ?' তখন তুমি কি উত্তর দেবে? মদন দাদা, সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে কর, এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, বালকের প্রাণরক্ষার উপায় কর; ছার প্রাণ চিরদিন থাক্‌বে না, ধর্ম্মই সাথী, ধর্ম্ম রক্ষা কর, ধর্ম্ম ইহকাল-পরকালের সঙ্গী, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও। মদন দাদা, যা ক'রেছ তার আর উপায় নেই, আমায় বলে দাও, যেদো কোথায়। আমি তাকে কোলে নে বসি, দেখি, কোন রাক্ষসী আমার কাছ থেকে নেয়? এখনো ব'ল্‌ছো না? তোমার কি মরণ হবে না? এ মহাপাতকের

কি শাস্তি হবে না? যদি হিত চাও, যদি নরকে তোমার ভয় থাকে, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও; যমরাজ দণ্ড তুলে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরছেন, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না?

মদন। অ্যাঁ—অ্যাঁ—যমরাজ?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে! যদি সেই মহা ভয় হ'তে উদ্ধার হ'তে চাও, সাহসে বুক বাঁধ, আমার সঙ্গে এসো, যেদো কোথায় দেখিয়ে দেবে এসো; তুমি সামান্য পাহারাওয়ালার ভয় ক'চ্ছো? যমদূতকে ভয় কর না?—ধর্ম্মরাজকে ভয় কর না? অবোধ বালককে ভুলিয়ে এনেছ, তবু স্থির আছ? প্রাণভয়ে তার প্রাণরক্ষার উপায় ক'চ্ছো না? তোমার প্রাণে ধিক্, তোমার ভয়ে ধিক্, তোমার জন্মে ধিক্!

মদন। চল—চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!—যদি ধরে?

প্রফুল্ল। তোমার এখনও ভয়? যখন যমদূত ধ'র্‌বে তার উপায় কি ক'রেছ? এখনও ধর্ম্মের আশ্রয় নাও, সামান্য ভয় ছাড়।

মদন। চল চল, এই দিকে চল, মরি ম'র্‌বো, ছেলে দেখিয়ে দেব; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শয্যাশায়িত যাদব, রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণি

যাদব। ও কাকাবাবু, একটু জল দাও! আমার আগুন জ্বল্‌ছে গো—আগুন জ্বল্‌ছে!

রমেশ। জল দিচ্ছি, এই ওষুধটা খা।

যাদব। না গো, জ্ব'লে যায়! আমায় একটু জল দাও।

জগ। কোন্‌টা দেব?

রমেশ। টার্‌টার এমিটিক (Tartar Emetic) দাও, ডাক্তার আস্‌ছে, বমি হবে—দেখ্‌বে এখন।

জগ। না না, পেটে কিছু নেই, উঠ্‌বে কি? সেইটেই উঠে যাবে, ডাক্তার ব'ল্‌বে,—'খেতে দাও'; এইটে দাও, খুব ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌বে দেখ্‌বে এখন।

যাদব। ওগো না গো, ও কাকাবাবু আমি সন্ধ্যেবেলা ম'র্‌বো, এখন আর দুঃখ দিও না। আমার সব শরীরে ছুঁচ ফুট্‌ছে। কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু!

রমেশ। ডাক্তার আস্‌ছে, ডাক্তার আস্‌ছে।

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। গুড্‌ মর্ণিং (Good morning), কেমন আছে?

জগ। আহা, বাছা আজ নির্জীব হ'য়ে প'ড়ছে।

কাঙ্গালী। ডাক্তার বাবু বাঁচ্‌বে তো? বাবুর ছেলেপুলে নেই, কেউ নেই, ঐ ভাইপোটিই সর্ব্বস্ব!

যাদব। ও ডাক্তার বাবু, আমার কিছু হয় নি, আমায় একটু জল খেতে দিলেই বাঁচ্‌বো।

ডাক্তার। দাও দাও, জল দাও।

জগ। ও আমার পোড়ার দশা—জল কি ভলায়!

যাদব। ওগো, আমায় একটু জল না দাও, একটু দুধ খেতে দাও, আমি কিছু খাই নি।

রমেশ। ডাক্তার সাহেব, ডিলিরিয়াম সেট ইন (Delirium set in) ক'ল্লে।

ডাক্তার। এত দুধ-সুরুয়া র'য়েছে, তোমাকে খেতে দেয় না?

যাদব। না ডাক্তার বাবু, আমাকে খেতে দেয় না।

ডাক্তার। ছুট্।

জগ। ডাক্তার বাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না!

রমেশ। ডক্টর, ইয়োর ফি (Doctor, your fee)।

ডাক্তার। (ফি গ্রহণ করিয়া) একটা ব্লিষ্টার (Blister) দাও।

যাদব। না গো না, আর বেলেস্তারা দিও না গো, আমার পেটের খানা এখনও জল্‌ছে, এই দেখ—ঘা হ'য়েছে।

ডাক্তার ও রমেশের প্রস্থান

ও মা গো, একবার দেখে যাও গো; মা, তুমি কোথায় আছ গো! জলে গেলুম গো—জ'লে গেলুম,—মা গো, একবার দেখে যাও!

রমেশের পুনঃ প্রবেশ

রমেশ। ওহে কাঙ্গালী, ডাক্তারকে রাখ্‌তে গিয়ে দেখি,—ভজহরি সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর চার বেটা দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ ক'চ্ছে; বাড়ী ঢোক্‌বার যেন কি মতলব ক'চ্ছে।

জগ। তার ভয় কি, এই বেলেস্তারা খানা দিলেই হ'য়ে যাবে এখন।

যাদব। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার গলা টিপে মেরে ফেল! জ'লে গেল গো, জলে গেল! ও কাকাবাবু, কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু!

কাঙ্গালী। চল, যাওয়া যাক্, মদনাকে পাঠিয়ে দিই, এই মালিস্‌টা এক ডোজ খাওয়ালেই হ'য়ে যাবে এখন; এই বিছানার কাছেই রইলো।

যাদব। ও কাকাবাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকাবাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমি একটু জল খেয়ে মরি! কাকাবাবু, আমায় একটু জল দাও, জল খেলেও বাঁচ্‌বো না কাকাবাবু!

রমেশ। দাও, একটু জল দাও।

জগ। না না, তবু পাঁচ মিনিট যুঝ্‌বে।

যাদব। না, আমি জল খেলেই ম'র্‌বো—না, আমি জল খেলেই ম'র্‌বো ; এই দেখ না, আমার গায়ে ইঁদুর-পচা গন্ধ বেরিয়েছে, আমায় কুকুরে চিবিয়ে খাচ্ছে।

জগ। চল চল, দেখা যাক্‌ গে ; ভজহরিটার সঙ্গে সুরেশ জুটেছে, আমার ভাল বোধ ঠেক্‌ছে না। আমি তো বলেছিলুম, ডাক্তারটা পাজী, মিছে কথা কয়েছে, সুরেশ মরে নি।

রমেশ, কাঙ্গাল ও জগমণির প্রস্থান

যাদব। ও মা, মা গো, কতক্ষণে ম'র্‌বো মা !

বেগে প্রফুল্লর প্রবেশ

প্রফুল্ল। এই যে আমার যাদব। যাদব, যাদব, বাবা !

যাদব। কে ও কাকীমা এসেছ ? আমায় একটু জল দাও। (প্রফুল্লর জল প্রদান) আমি আর খেতে পার্‌ছি নি, আমার চোখে কাণে জল দাও। কাকীমা, আমায় না খেতে দে কাকা মেরে ফেল্লে।

প্রফুল্ল। পরমেশ্বর, কি কল্লে ! ও বাবা, এই দুধ খাও।

যাদব। আর গিল্‌তে পার্‌বো না, গলা আট্‌কে গিয়েছে ; দেখ্‌লে না, জল গিল্‌তে পার্‌লেম না। কাকীমা, মা কি বেঁচে আছে ? বেঁচে থাক্‌লে মা আমার খুঁজে খুঁজে আস্‌তো। যদি বেঁচে থাকে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়, ব'লো না, আমি না খেতে পেয়ে ম'রেছি। আমায় আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদ্‌তো ; খেতে পাইনি শুন্‌লে মা আমার বুক চাপড়ে ম'রে যাবে। কাকীমা, ব'লো, আমি ব্যামোতে মরেছি।

প্রফুল্ল। বালাই, বালাই ! ছি বাবা, ও সব কথা বল্‌তে নেই। যাদব, যাদব, বাবা, বাবা ! পরমেশ্বর, রক্ষা কর !

মদন ঘোষের প্রবেশ

মদন। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর ! এই নাও এই নাও, এই পারাভস্ম নাও, আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পেয়েছি, এই খাইয়ে দাও ; আমি

লুকিয়ে রেখেছিলেম, বেঁচে থাক্‌বো ব'লে লুকিয়ে রেখেছিলেম, এখনি বাঁচ্‌বে। ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর! (পারাভস্ম লইয়া দুগ্ধের সহিত প্রফুল্লর যাদবকে খাওয়াইয়া দেওন) আর আমি পাগল নই, আর আমি পাগল নই, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণির প্রবেশ

জগ। কই, কোথায় কি? তুমি যেমন, বাতাস নড়লে ভয় পাও! তোমার ভয় হয়, গাড়ী ক'রে আমার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

প্রফুল্ল। কে রে রাক্ষসি! মা'র কোল থেকে তার ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্? তোর সাধ্য না, রাক্ষসি, দূর হ। নরকে তোর মত যত পিশাচী আছে, একত্র হ'লেও পার্‌বে না;—দূর হ, দূর হ।

কাঙ্গালী। এ কি সর্ব্বনাশ!

রমেশ। প্রফুল্ল, তুই হেতা কি ক'ত্তে এসেছিস্? এখান থেকে যা, ছেলের বড় ব্যামো, চিকিৎসা ক'ত্তে হবে!

প্রফুল্ল। তুমি এখনও প্রতারণা ক'চ্ছো? তোমায় অধিক কি ব'লবো, তুমি কার জন্য এ সর্ব্বনাশ ক'চ্চো? তুমি কার জন্য সহোদরকে পথের ভিখারী করেছ? কার জন্য কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ? কার জন্য বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজগার ক'র্‌ছো? তুমি কার জন্য গর্ভধারিণীকে পাগলিনী ক'রেছ? শুনেছি তুমি বিদ্বান, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমায় তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখভোগ ক'র্‌বে? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী হ'য়েছেন, ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটি ছেলে অনাহারে মৃত্যুশয্যায়!—এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে, তোমার জীবনে সুখ আমি তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি।

রমেশ। দেখ্‌ প্রফুল্ল, ছোটমুখে বড় কথা ক'স্‌নি, ভাল চাস্ তো দূর হ, নইলে তোকে খুন ক'র্‌বো।

প্রফুল্ল। তুমি কি মনে কর, আমি প্রাণ এত ভালবাসি, যে অবোধ নিরাশ্রয়

বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব? প্রাণভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কার্য্য ক'ত্তে দেব? আমি ধর্ম্মকে চিরদিন আশ্রয় ক'রেছি, ধর্ম্মকে ভয় ক'রেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই; নিশ্চয় জেনো—তোমার চেষ্টা বিফল হবে। সকল কার্য্যের শেষ আছে, তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা! ধর্ম্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'রবেন না, সতর্ক হও; আমি সতী, আমার কথা শোন,—যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্মবিরোধী হ'য়ো না। তুমি কখনই এ শিশুকে বধ ক'ত্তে পারবে না।

মদন। না না, বধ ক'ত্তে পারবে না। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও; না না, বধ ক'ত্তে পারবে না, আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই।

জগ। তবে রে মড়া মদনা, তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ?

মদন। হাঁ্যা হাঁ্যা, আমি জানলা ভেঙ্গে এনেছি, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও! জমাদার, আর তোমায় ভয় করি নি; পাহারাওয়ালা, আর তোমায় ভয় করি নি; চাপরাসী, আর তোমায় ভয় করি নি। ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ আশ্রয় দাও।

রমেশ। প্রফুল্ল, দূর হ—ভাল চাস্ তো দূর হ।

প্রফুল্ল। আমার ভাল কি! এ সংসারে আমার ভাল আর কি আছে? আমার ভাল আমি চাই নি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি এতদিন মার জন্য বড় অস্থির ছিলেম, আজ তোমার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি।

জগ। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু, কি ক'চ্চো? ওদের ঠেলে ফেলে দে ছেলেটাকে নিয়ে চল।

মদন। খবরদার পাহারাওয়ালা, খুন ক'রবো! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

রমেশ। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তোকে খুন ক'রে ফেল্‌বো; সরে যাবি তো যা।

যাদব। কাকীমা, পালাও, তোমায় মেরে ফেল্‌বে,—আমি মরি, তুমি পালিয়ে যাও।

প্রফুল্ল। তোমার কি প্রাণ পাষাণে গড়া? এই স্নেহপুতলী ছেলেকে না খাইয়ে মারছো? ছি ছি ছি, তোমায় ধিক, তোমায় সহস্র ধিক! আমার কথা শোন, আমার মিনতি রাখ, আর মহাপাতকে লিপ্ত হ'য়ো না, আমি আবার বল্‌ছি, ধর্ম্ম অনেক সহ্য ক'রেছেন, আর সহ্য ক'রবেন না।

রমেশ। তবে মর্‌! (প্রফুল্লর গলা টিপিয়া ধরণ, ইত্যবসরে কাঙ্গালীচরণ ও জগমণির যাদবকে টানিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ)।

মদন। ছেড়ে দে রাক্ষসি! ছেড়ে দে নরাধম! ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সার্জ্জন, জমাদার, ইন্সেপেক্টার, পাহারাওয়ালাগণের সহিত সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর, ডাক্তার ও ভজহরি ইত্যাদির প্রবেশ

পীতা আরে নীচপ্রবৃত্তি নরাধম। স্ত্রীহত্যা, বালকহত্যা ক'চ্ছিস্‌!

রমেশকে ধৃতকরণ

ডাক্তার। ওহে শিবু, শিবু, ভয় নাই, ছেলে বেঁচে আছে! পাল্‌স্‌ ষ্টেডি (Pulse steady) আছে, দিন দুই তিনে সেরে যাবে, ভয় নেই।

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ পাহারাওয়ালা, আমি রোজ রাত্রে দুধ খাইয়েছি; ভয় নেই, ভয় নেই, পারাভস্ম দিয়েছি, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর।

সুরেশ। ডাক্তার বাবু, এদিকে দেখুন, মেজ বৌদিদির মুখে রক্ত উঠ্‌ছে।

ডাক্তার। ইস্‌! তাই তো!

সুরেশ। মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি!

প্রফুল্ল। ঠাকুরপো এসেছ? যেদোকে দেখো, আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার জন্য ভেবো না, আমি মা'র জন্য জোর ক'রে প্রাণ রেখেছিলেম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম। আমি তোমায় মাকড়ী দিয়েই সর্ব্বনাশ ক'রেছিলেম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর; আমি জানতেম না, এ সংসারে এত প্রতারণা! ভগবান আমায় ভাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন,—যেখানে প্রতারণা নেই, সেইখানে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁর দুঃখিনী মেয়ে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, আজ আমায় তিনি কোলে নিচ্ছেন! (রমেশের প্রতি) দেখ,

তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা ক'র্‌বো না,—জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—(তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে কখন আপনার কর নি!) আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন! ঠাকুরপো, অভাগিনীকে কখন মনে ক'রো—আমি চল্লেম! (মৃত্যু)

সুরেশ। দিদি, দিদি, মেজবৌদিদি! মেজবৌদিদি! শিবনাথ, শিবনাথ, কি হ'ল! মেজদাদা! তোমায় বল্‌বার আর কিছু নেই!

পীতা। নরাধম! তোর কার্য্য দেখ্‌!

ভজ। রমেশবাবু, হাম বোলাথা একঠো জমিন্দার গাওয়া রাখ দিজিয়ে! এই দেখুন না, তাহ'লে তো এই ফ্যাসাদ হ'তো না; এইবার এই বালা পরুন।

ইন্সপেক্টার কর্তৃক রমেশের হস্তে হাতকড়ি প্রদান

রমেশ। দেখ হাবুল, বে-আইনী ক'রো না, বে-আইনী ক'রো না।

ভজ। রমেশবাবু, কিছু বে-আইনী নয়, ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর (Criminal procedure)-এ মার্ডার (murder), অ্যাটেম্পট্‌ টু মার্ডার (attempt to murder)-এ বালা মল দু'ই প'র্‌তে হয়।

জগ। আমায় ধ'রো না, আমায় ধ'রো না, আমায় ছেড়ে দাও।

জমা। চোপরাও গস্তানি।

জগ। দেখ দেখ, তোমার নামে আমি ক্যাস (Case) আন্‌বো; তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।

ভজ। মামা তুমি কিছু দাবী দেবে না? বে-আইনী টে-আইনী কিছু ব'ল্‌বে না? এতদিন উকিলের বাড়ীর চাকরী কল্লে কি? একটা সেক্‌সন (Section) খোঁজো, দুটো মুখের কথাই খসাও! বাবা, ঢের ঢের বদমায়েসী দেখেও এলেম, ক'রেও এলেম, কিন্তু মামা-মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে।

জমা। কেঁও রমেশ বাবু, আবি ধরম দেখ্‌লায়া নেই? যব্‌ ভাইকো কয়েদ দিয়া, তবতো বহুত ধরম দেখ্‌লায়া থা।

ভজ। ছেলাম রমেশবাবু, ছেলাম! ধর্ম্ম দেখানটুকু আছে না কি? তুমি আমার মামী মামার ওপর! সত্যি কথা বল্‌তে কি, মামার মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনিনি, মামীর মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনিনি।

ইনেস্‌। রমেশবাবু, বেশ বাগিয়েছিলে, কিন্তু শেষটা রাখ্‌তে পার্‌লে না, তা'হলে একটা হিষ্টরিক্যাল ক্যারেক্টার (Historical character) হ'তে।

ভজ। রমেশবাবু, পাঁচজনে পাঁচদিক থেকে পাঁচকথা ক'চ্ছে, তুমি একবার ধর্ম্ম দেখিয়ে বক্তৃতা কর। তোমার মুখে ধর্ম্মের দোহাই শুন্‌লে লোক যে বয়েসে আছে, সেই বয়েসেই থাক্‌বে।

যাদব। কাকীমা, কাকীমা।

ডাক্তার। ভয় নেই, ভয় নেই, এই যে তোমার কাকীমা, ভয় কি? তুমি এই দুধ খাও।

যাদব। আমার মা কি আছে?

ডাক্তার। তোমার কাকীমা আছে, ভয় নেই।

পীতা। নরাধম, নররাক্ষস! সংসারটা এমনি ছারখারে দিলি?

ভজ। সে কি পীতাম্বরবাবু, কি ব'ল্‌ছো? এমন কুলের ধ্বজা আর হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ওর নাম গাইবে, যমরাজ ওকে নরকের মেট ক'রে দেবে। মামাবাবু, মামীমা, তোমরাও এক একজন কম নও, তোমাদের তিনের ভেতর যে কে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা কর্‌তে; এমন পাথর-কুচির প্রাণ, দোহাই ব'ল্‌ছি, আমার বাপের জন্মে দেখিনি। এই ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মার্‌ছিলে! তোমাদের বাহাদুরি যে আমার চোখেও জল বা'র ক'রেছ।

মদন। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তুমি কোথায়! দেখ, এত পাহারাওয়ালা, জমাদার এসেছে, আমি আর কিছু ভয় করি নি। প্রফুল্ল, তোমায় বাঁচাতে পার্‌লেম না, এই আমার দুঃখ রইল। আমি পাগল নই, আমি পাগল নই; ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ রক্ষা কর!

ভজ। না তুমি পাগল নও, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি। মা, তুমি এই পাগলকে

মানুষ ক'রেছ, কিন্তু মা, তোমার মৃত্যুতে যেন ভজহরির দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয়! মামাবাবু, মামীমা, রমেশ বাবু, দেখ—আমি যদি জজ্ হ'তেম, তোমাদের মাপ ক'র্‌তেম, তোমরা যথার্থ-ই অভাগা।

উমাসুন্দরীর প্রবেশ

উমা। বাপ্‌রে, বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

সুরেশ। ভাই শিবু, আমার কি সর্ব্বনাশ দেখ! মা, মা, জননি! তোমার অভাগা সুরেশকে একবার কোলে কর, মা গো, দেখ—আমি প্রাণ ধ'র্‌তে পাচ্ছি নি!

ভজ। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—সুরেশবাবু, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যাদবকে পেলে এই ঢের, আর বেশী কাঁদাকাটা ক'রো না, যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, কেবল বড় শোক।

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। এই যে—আমার বাছাই জঞ্জাল! মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে রেখেছ। এই যে যাদো, এই যে মা, এই যে রমেশ! দেখছো, দেখছো, দেখ, মরবার সময়ও দেখবে, দেখ, দেখ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

যবনিকা

টীকা

পৃষ্ঠা	শব্দ ও অর্থ
২	সগ্‌ড়ি — বা সক্‌ড়ি। ভাত প্রভৃতি যে সকল খাদ্যবস্তু নীচ জাতীয় লোকের ছোঁয়ায় অপবিত্র হয়। ইহা 'সংকট' শব্দ হইতে জাত।
৫	চন্নামেত্তর < চরণামৃত। (সং)।
১০	বহুরূপী — যে নানারকম ছদ্মবেশ ধারণ করে। গিরগিটি বা কৃকলাসকে বহুরূপী বলা হয়। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব)' উপন্যাসের শ্রীনাথ বহুরূপীর কথা মনে পড়ে।
	বিদ্যাধরী — দেব অংশজাত স্ত্রীলোক বিশেষ। এখানে মোহ বিস্তারকারী নারী অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।
১১	দা-কাটা'তে এক শ্রেণীর তামাক।
	খরসান — বা খরশান। খুব ধারাল। এখানে খুব কড়া ও আরামদায়ক মাদক দ্রব্য বুঝানো হইয়াছে।
১৩	এটর্নি — < Attorney ইং। ক্ষমতা প্রাপ্ত মোকদ্দমার তদ্বিরতদারককারী আইন-ব্যবসায়ী।
১৫	নিকিরী পাড়া — মাছের ব্যবসাকারী মুসলমানগণের আবাসস্থল।
১৭	ইন্দ্রের অপ্সরী — স্বর্গের দেবতাদিগের রাজা ইন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য নিয়োজিতা অতিশয় রূপবতী রমণী।
২০	ক্যানেস্তারা — < Canester. ইং। টিনের পাত্র।
	বমাল — বা বামাল। চুরি করা জিনিষ। ফার্সী শব্দ।
	কোন্‌সুলি — বা কৌন্‌সুলি। < Counsel. ইং। হাইকোর্টের উকিল।
২০	সওগাত — বা সওগাদি। উপহার। পারসী শব্দ।

২৪ আওহাল — অবস্থা ; দশা। আরবী শব্দ।

ওলাউঠা — কলেরা (Cholera) ; ভেদ-বমন। ওলা অর্থে নামা বা দাস্ত এবং উঠা অর্থে বমন।

৩১ পোর্ট — মদ্য বিশেষ।

খোঁয়ারী — মাদকদ্রব্য সেবন করিলে নেশা কাটিবার পর শরীরের অবসন্ন অবস্থা। দেশজ শব্দ।

৩২ কিস্তিবন্দী — নির্দিষ্ট সময়ে টাকা-পয়সা শোধ করিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হওয়া। Instalment। আরবীমূলক।

৩৫ দম্—বশীভূত। এখানে সহযোগী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩৮ অ্যাপোপ্লেক্সি — (Apoplexy) — সন্ন্যাস নামে একপ্রকার রোগ। ইহাতে সুস্থ-সবল অবস্থাতেও হঠাৎ মৃত্যু হয়।

৪০ ভদ্রাসন — বসতবাটী।

৪২ এস্তাকাল — ক্রোক বা হস্তান্তরিত হইয়া যাওয়ার নির্দেশ। ফার্সী 'ইস্তকাল' শব্দজ।

৪৫ বিল সেধে — পাওনা টাকার রসিদ (Bill) লইয়া তাহা আদায় করিয়া আনা।

চাপকান্ — হাঁটু পর্যন্ত লম্বা এক প্রকার ঢিলা জামা। ফার্সী শব্দ।

তক্‌মা — মেডেল বা চাপ্‌রাস। তুর্কী 'তম্‌গা' শব্দজ।

হিজড়ে — নপুংসক। হিন্দী।

বুলিদার — বেশ চটপট্ কথা বলে যে।

৪৬ গাছচালা — মন্ত্রদ্বারা গাছকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করার বিদ্যা। ইহা একপ্রকার তান্ত্রিক বিদ্যা।

৪৮ কুলুজী — বা কুলজী। বংশ তালিকা। সংস্কৃত 'কুলপঞ্জী' শব্দজ।

৪৯ আঁটকুড়ী — পুত্র-কন্যার জন্ম হয় নাই এইরূপ বিবাহিতা স্ত্রীলোক।

৫০ গাওয়া — সাক্ষী। হিন্দী শব্দ।

৫৩ বিট্‌লে — ভণ্ড বা দুষ্ট প্রতারক ব্যক্তি। 'বিট'-শব্দজ।

৫৭ ভাঁড়িও — লুকানো।

৬০ চিজ — দ্রব্য বা বস্তু। এখন ধূর্তলোক এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফার্সী শব্দ।

চালকুমড়ী — কাটিয়া দু'ফালা করিয়া ফেলা। দুর্গা ইত্যাদি পূজায় চাল (ছাঁচি) কুমড়া বলি দিলে দুইদিকে দুইটি টুকরা গড়াইয়া পড়ে।

৬৩ হলপ — বা হলফ। শপথ, দিব্য। আরবী শব্দ।

৬৪ আরজি — আবেদন।

৬৬ হড়বড়াও — তাড়াতাড়ি করা। বাস্তবাগীশ। দেশজ শব্দ।

৬৮ গলিজ — গহিত।

৭৪ ত'য়ের — < তৈয়ার। নির্মাণ করা। ফার্সী শব্দ।

৭৫ ন'দে — < নদীয়া।

নেড়া-নেড়ী — বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ। এখানে নারী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে কটু ইঙ্গিত করা হইয়াছে। দেশজ শব্দ।

৭৬ দস্যি রোগ — দুরন্ত বা ভীষণ অসুখ। দস্যি < দস্যু।

৮৫ হক্কের — যথার্থতার। ন্যায্যতার। আরবী শব্দজ।

৮৬ নিদেন — নেহাৎ বা কমপক্ষে। দেশজ শব্দ।

৮৯ কোম্পানির রাজ্য — ভারতের শাসনভার সরাসরি ইংলণ্ডের সিংহাসনের আওতায় যাইবার পূর্বে East India Company-র দখলে ছিল। ঐ কোম্পানি এই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন নিয়ন্ত্রিত করিত, তেমনি দেশ শাসনভারও নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়াছিল।

৯০ ডান — < ডাকিনী > ডাইনী। মায়াবিনী নারী।

ডবকা — নব যৌবন দৃপ্ত। দেশজ শব্দ।

৯১ আবাগী — < অভাগী।

দানো — দানব। দেশজ শব্দ।

৯২ টালতে — বা ঠেলতে। অমান্য করিতে।

৯৫ ত্যক্ত — বিরক্ত বা ব্যতিব্যস্ত। উত্ত্যক্ত শব্দজ।

১০১ মুদ্দোর — বা মুদ্দর। লাস; শব। ফার্সী শব্দ।

১০২ দম্ — ঘাবড়াইয়া যাওয়া।

১০৩ বাঁও — এক প্রকার দেশীয় মাপ। দুই হাত দুইদিকে প্রসারিত করিয়া এক হাতের প্রান্ত হইতে অপর হাতের প্রান্ত পর্যন্ত মাপ লইলে যতখানি হয়, তাহাকে এক বাঁও বলে। এই ভাবে দড়ি মাপিয়া মাঝিরা জলের গভীরতা নির্ণয় করে।

১১৩ আঁচ — < অর্চিঃ, সং। উত্তাপ।

১৩৭ টার্টার এমিটিক — এক প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

১৩৮ দুধ-সুরুয়া — দুধ ও ঝোল। সুরুয়া < শোরবা, ফার্সী।

ব্লিষ্টার — < Blister ইং। ফোস্‌কা। এখানে ফোস্‌কার উপর পুলটিস অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

বোলস্তারা — ঐ

॥ গিরিশচন্দ্রের নাট্য-তালিকা ॥

গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্যকার জীবনে যে কত বিভিন্ন বিষয়ে কি পরিমাণ নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা তৈয়ারী করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল ;—

(ক) গীতিনাট্য :—

১। আগমনী (১৮৭৭)*
২। অকালবোধন (ঐ)*
৩। দোললীলা (১৮৭৮)
৪। মায়াতরু (১৮৮১)
৫। মোহিনী প্রতিভা (ঐ)
৬। ব্রজবিহার (১২৮৯ বঙ্গাব্দ)
৭। মলিন মালা (ঐ)
৮। হীরার ফুল (১২৯১ বঙ্গাব্দ)
৯। মলিনা-বিকাশ (১২৯৭ "
১০। স্বপ্নের ফুল (১৮৯৪)
১১। ফণির মণি (১৮৯৬)
১২। হীরক জুবিলী (১৮৯৭)
১৩। পারস্য প্রসূন (ঐ)
১৪। দেলদার (১৮৯৯)
১৫। মণি হরণ (১৯০০)
১৬। নন্দদুলাল (ঐ)
১৭। অশ্রুধারা (১৯০১)
১৮। অভিশাপ (প্রথম অভিনয়, ১২ আশ্বিন ১৩০৮)

(খ) পৌরাণিক নাটক :-

১। রাবণ বধ (১২৮৮ বঙ্গাব্দ)
২। সীতার বনবাস (ঐ)
৩। অভিমন্যুবধ (ঐ)
৪। লক্ষ্মণ বর্জ্জন (ঐ)
৫। সীতার বিবাহ (১২৮৯ বঙ্গাব্দ)
৬। রামের বনবাস (ঐ)
৭। সীতাহরণ (ঐ)
৮। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (প্রথম অভিনয়, ১ মাঘ ১২৮৯ বঙ্গাব্দ)
৯। দক্ষযজ্ঞ (প্রথম অভিনয়, ৬ শ্রাবণ ১২৯০ বঙ্গাব্দ)
১০। ধ্রুবচরিত্র (১৮৮৭, জুলাই)
১১। নলদময়ন্তী (   )
১২। কমলে-কামিনী (প্রথম অভিনয়, ১৭ চৈত্র ১২৯০ বঙ্গাব্দ)
১৩। বৃষকেতু (প্রথম অভিনয় ৫ বৈশাখ ১২৯১ বঙ্গাব্দ)
১৪। শ্রীবৎস-চিন্তা (প্রথম অভিনয়, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ঐ)
১৫। জনা (১৮৯৪)
১৬। পাণ্ডব গৌরব (১৯০০)
১৭। হরগৌরী (১৯০৫)
১৮। তপোবন (১৩১৮ বঙ্গাব্দ)

(গ) মহাপুরুষ ও অবতার-চরিত নাটক :—

১। চৈতন্য লীলা (প্রথম অভিনয়, ১৯ শ্রাবণ ১২৯১ বঙ্গাব্দ)

* এই নাটকদ্বয় 'মুকুটাচরণ মিত্র' এই ছদ্মনামে লিখিত।

২। প্রহ্লাদ চরিত্র ঐ

৩। নিমাই-সন্ন্যাস (১২৮৯ বঙ্গাব্দ)

৪। প্রভাস যজ্ঞ (প্রথম অভিনয়, ২১ বৈশাখ ১২৯২ বঙ্গাব্দ)

৫। বুদ্ধদেব চরিত্র (১৮৮৭, এপ্রিল)

৬। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (প্রথম অভিনয়, ২০ আষাঢ় ১২৯৩ বঙ্গাব্দ

৭। রূপ সনাতন (প্রথম অভিনয়, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ)

৮। পূর্ণচন্দ্র (প্রথম অভিনয়, ১ চৈত্র ঐ)

৯। বিষাদ (১২৯৫ বঙ্গাব্দ)

১০। নসীরাম (ঐ)

১১। করমেতি বাঈ (ঐ)

১২। শঙ্করাচার্য্য (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)

১৩। অশোক (১৯১১)

(ঘ) প্রহসন :—

১। ভোটমঙ্গল (১২৮৯ বঙ্গাব্দ)

২। বেল্লিক-বাজার (১৮৮৪)

৩। বড়দিনের বকশিস (১৮৯৪)

৪। সভ্যতার পাণ্ডা (ঐ)

৫। পাঁচ কনে (১৮৯৬)

৬। য্যায়সা-কা-ত্যায়সা (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)

(ঙ) সামাজিক নাটক :—

১। প্রফুল্ল (১৮৮৯)

২। হারানিধি (১৮৯০)

৩। চণ্ড (প্রথম অভিনয়, ১১ শ্রাবণ ১২৯৭)

৪। মায়াবসান (১৩০৪ বঙ্গাব্দ)

৫। আয়না (প্রথম অভিনয়, ১০ পৌষ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ)

৬। বলিদান (১৩১২ বঙ্গাব্দ)

৭। শাস্তি কি শান্তি ? (১৩১৫ „)

(চ) রূপকনাট্য :—

১। মহাপূজা (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)

২। শান্তি (১৩০৩ „)

(ছ) মিলনধর্মী নাটক :—

১। মুকুল মঞ্জরা (প্রথম অভিনয়, ২৪ মাঘ ১২৯৯ বঙ্গাব্দ)

২। আবুহোসেন (১৩০৩ বঙ্গাব্দ)

৩। সপ্তমীতে বিসর্জন (প্রথম অভিনয়, ২২ আশ্বিন ১৩০০ বঙ্গাব্দ)

৪। মনের মতন (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)

(জ) ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-আশ্রিত নাটক :—

১। আনন্দ রহো (১২৮৮ বঙ্গাব্দ)

২। কালাপাহাড় (১৮৯৬ বঙ্গাব্দ)

৩। ভ্রান্তি (১৩০৯ বঙ্গাব্দ)

৪। সংনাম বা বৈষ্ণবী (১৩১১ ")

৫। সিরাজদ্দৌলা (১৩১২ „)

৬। মীরকাসিম (১৩১৩ „)

৭। ছত্রপতি [শিবাজী] (১৩১৪ „)

৮। বাসর (১৯০৬)

(ঝ) অনুবাদ নাটক :—

১। ম্যাকবেথ (১৩০৬ বঙ্গাব্দ)

ইহা ছাড়াও গিরিশচন্দ্র নাট্যকার জীবনের প্রথম দিকে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র হেমচন্দ্র, মধুসূদন প্রভৃতির পরিচিত উপন্যাস এবং কাব্যগুলিকেও নাট্যরূপায়িত করিয়া মঞ্চস্থ করান।